রত্নবেদিকা নাটক।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা।

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত।

২১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট।

সন১২৭৯ সাল।

[মূল্য এক টাকা।]

বিজ্ঞাপন।

রত্নবেদিকা আমার সম্পূর্ণ স্বকপোল কল্পিত, ইহা মুদ্রিত বা প্রকাশিত করিবার বাসনায় ইহাকে লিখিতে আরম্ভ করি নাই। বৃথা গল্পে ও আমোদে আমোদিত না হইয়া অবকাশ সময়ে এইরূপ উপন্যাস কল্পনার সাহায্যে আমোদ প্রাপ্ত হইতাম। আমার কএক খানি উপন্যাসের মধ্যে রত্নবেদিকা একখানি।

নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য প্রভৃতির প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর মহাশয় ইহা যত্নের সহিত প্রথম দেখেন ও সংশোধন করেন, এবং তৎপরে বিরাট পর্ব্ব, মুদ্রারাক্ষস, রচনাবলি, ও শ্রীরামের অরণ্যে যাত্রার প্রণেতা সংস্কৃত কালেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়, ইহার প্রুফ সংশোধন কালে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তণ সংযোজন এবং আদ্যো-পান্ত সংশোধন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞা প্রদান করিতেছি। উক্ত সহৃদয় বন্ধুদ্বয় এরূপ উৎসাহ দান ও পরিশ্রমের সহিত সংশোধন না করিলে ইহাকে মুদ্রাঙ্কনে সাহস হইত না। এক্ষণে ইহা জন-সমাজে আদৃত হইলেই আমি কৃতার্থ হই।

সন১২৭৯ সাল।
১৫ই আশ্বিন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র শর্ম্মা।

অশেষ গুণালঙ্কৃত—

শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু রায় দীনবন্ধু মিত্র

বাহাদুর মহাশয় সমীপে নিবেদনং।

মহাশয়—

আপনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন এবং আমার রত্নবেদিকাকে ইহার শৈশবাবস্থা হতে স্নেহ পূর্ণ প্রেম চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন এজন্য কন্যাটিকে আপনার হস্তে ন্যস্ত করিলাম অনুগ্রহ পুরঃসর ইহার প্রতি কৃপা দৃষ্টি রাখিলে চরিতার্থ হইব।

নিতান্ত বশম্বদ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র শর্ম্মা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম।

পুরুষগণ।

গুর্জ্জর রাজ	.... রাজা।	দুই জন চৌকিদার...	
কুশসেনী	.... রাজ পুত্র।	প্রতিহারী	....
রাজমন্ত্রী	....	বীররেণু	.... রাজসেনানী।
বিলাসভুক্	.... রাজ সহর।	দুই জন পণ্ডিত......	
অরিষ্টক	.... রাজ ভৃত্য।	এক জন নাবিক......	
রাজ পুরোহিত		কোকন রাজ	......
পাঁচ জন ব্রাহ্মণ......		অপরিচিত যুবা......	
তিন জন মাতাল	...	কোকন রাজ সেনানীদ্বয়	

স্ত্রীগণ।

সুরমা	..............রাণী	সুলক্ষণা	..........প্রতিবেশিনী
কুসুম কলিকা	.....রাজপুত্রী	বিজয়া	.... ঐ
রেবতী	...........দাসী	রত্নবেদিকা	......কোকন রাজ পুত্রী
রোহিনী	...........মন্ত্রীরস্ত্রী	সুমতি	... .দাসী

রঙ্গস্থল।

প্রথম রঙ্গস্থল	রাজোদ্যানস্থ বিলাস ভবন।
দ্বিতীয় রঙ্গস্থল	রাজান্তঃপুর, মন্ত্রীর ভবন।
তৃতীয় রঙ্গস্থল	নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ উপকূল। অশোকাটবী নীল গিরি উপবন।
চতুর্থ রঙ্গস্থল	বিবাহ সভা, রাজ সভা।
পঞ্চম রঙ্গস্থল	সুরঙ্গ পথ।
ষষ্ঠ রঙ্গস্থল	কারাগার।

রত্নবেদিকা নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম রঙ্গস্থল।

(রাজোদ্যানস্থ বিলাস ভবনের-বহিঃ প্রকোষ্ঠ।)

গুর্জ্জররাজ-রাজা গজপতি রায়-আসীন।

গজ। এই যে ক্রমে ফরসা হয়ে এলো! পূর্ব্ব দিক্, আহা! কি বা রক্ত বসনে আবৃত হলো! এই যে বিহগ-কুল বৃক্ষ-শাখায় সুস্বরে সুমধুর গীত আরম্ভ করেচে! ভ্রমর-কুল গুণ গুণ রবে হাস্য মুখী প্রভাত বিকসিত মোহ-নীয় কুসুম-লতিকা গুলিকে আলিঙ্গন করে বেড়াচ্চে! সরোজিনীর সুবিমল সৌরভে মন কেমন মোহিত হয়ে উঠলো! ঐ যে প্রতিবেশীনী রমণীগণ স্নানার্থে সরো-বরের দিকে দ্রুতপদে গমন কচ্চে! উদ্যান রক্ষক বৃক্ষ-গণের পারিপাট্য দর্শন করে বেড়াচ্চে! বৃক্ষ পাল-কেরা বৃক্ষ মূলে জল সেচন কত্তে প্রবৃত্ত হয়েচে! আহা! বাদকগণ কি বা প্রভাতীয় সুললিত তানে বাদ্য করিতেছে। আ মরি মরি! পরিমল বীণার

বিমল লহরীতে অন্তর শীতল হচ্চে ! আজ এই উষা-কালে উদ্যান মধ্যে এসে, লোচনানন্দ প্রদায়ি ও শ্রবণ সুখকর বিষয়ের আলাপে অন্তর কতই অনুপম মধুময় আনন্দ উপভোগ কল্লে ! এই সুসময়ে সেই অখিল-পিতা, সমূহ-স্বভাব--শোভা-দাতা-বিধাতাকে মনের সহিত প্রেম-পুষ্প উপহার দিয়া জীবন সার্থক করি । (নিমীলিত নয়নে ধ্যান) হে সর্ব্বান্তর্যামি সর্ব্বে-শ্বর ! এই প্রশান্ত প্রভাত সময়ে, নাথ ! এক বার আমার হৃদয় ধামে অধিষ্ঠান কর । হে মঙ্গল-ময়-করুণা-নিলয় ! হে জীবনাধার বিশ্ব-বিজয়ী-রাজেশ্বর ! এ রমণীয় সময়ে তোমার প্রশান্ত মঙ্গল মূর্ত্তি এ মূঢ় তনয়ের নিকট প্রকাশ করিয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর কর । হে গতি নাথ ! তোমার ঐ যোগীন্দ্র মনঃ-সেবিত চরণে প্রীতি-রূপ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি, নাথ ! গ্রহণ কর । (নয়ন উন্মীলন করিয়া স্থিরভাবে অবস্থিতি)

যষ্ঠি হস্তে কৃশসেনীর প্রবেশ ।

কৃশসেনী আজ্ এত প্রত্যূষে উঠেছ যে ।

কৃশ । নিশা শেষে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় এ প্রভাত সময়ে উদ্যানস্থ বিমল সমীর সেবন কত্তে এলাম ।

গজ । শরীর ত ভাল আছে ?

কৃশ । কাল রাত্রে কাস্‌তে কাস্‌তে একটু রক্ত দেখা দিয়ে-ছিলো এখন ভাল আছি ।

গজ। আবার রক্ত দেখা দিলে। (দীর্ঘশ্বাস) এখন মল্লিকা বাটিতে কিয়ৎ ক্ষণ ভ্রমণ কর গে। মল্লিকার গন্ধ অতি কোমল। শরীরকে অনেক পরিমাণে স্নিগ্ধ কর্‌বে।

কৃশ। যাই।

[কুমারের প্রস্থান।

গজ। এই প্রভাত সময়ে বন দেবতা অতুল্য পুত্র মুখাবলোকন রূপ পুষ্প প্রাপ্ত হয়ে আহ্লাদে নৃত্য কর্‌তেছে। এ আহ্লাদ কি চিরস্থায়ী! (দূরে বিলাস ভূকুকে দৃষ্টি করিয়া) এই যে সখা বিলাস ভুক্ক হাস্‌তে হাস্‌তে এ দিকে আস্‌চেন। মুখ দেখে বোধ হচ্চে যেন সফলই হয়ে থাক্‌বেন। এই যে রামেতর নয়ন নৃত্য কর্‌চে। শুভ সমাচার তার আর কোন সন্দেহ নেই।

বিলাস ভূকের প্রবেশ।

এ কি! সখা বিলাস ভুক্ক যে, সব মঙ্গল ত।

বিলা। মহারাজের জয় হউক, গুর্জ্জর রাজ! শর্ম্মা যে কর্ম্মে গেছেন তার আবার মঙ্গলামঙ্গল জিজ্ঞেসা করেন কি! সকলি মঙ্গল। শর্ম্মা অসাধ্য সাধন করে থাকেন।

ডোবার সমান জ্ঞান করি রত্নাকরে।
অন্তরে উয়ের ঢিপি দেখি মহীধরে॥
কেশরী বেরাল বাচ্ছা অনুভবি মনে।
সফল সদাই শর্ম্মা অসাধ্য সাধনে॥

গজ। সখে বিলাস ভুক্ক! আজ্ তোমার আশ্বাস বাক্যে মনো মীন আনন্দনীরে সন্তরণ কচ্চে। বিলাস নিতান্ত শ্রান্ত হয়েচ, কিয়ৎ-কাল বিশ্রাম কর, পরে সকল বিষয় শ্রবণ কর্‌বো।

বিলা। (স্বগত) ইঃ রাজা আজ্ আমার প্রতি বড়ই সদয়, এ বামুন আর মিষ্টি কথায় ভোলে না, দক্ষিণে না নিয়ে আর দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে বসি না, কেবল মুখে সদয় হওয়া বড় সহজ, আমিও অমন সদয় হতে পারি, যে কাজ করিচি তা এ রকম হতভাগা বামুন না হলে কি কেউ পারে, অমন কেশো রোগা ছেলের অমন সোণার চাঁদ বৌ আর কে এনেদেবে বল। আহা! ছেলে ত নয়, ছেলে দেখ্‌লে ছেলেরা বেঁউরে ওঠে। ছেলে যেন কাফ্রির মুলুক আঁধার করে এসেচে। পান খেলে আবার ছেলের রূপ কি বাড়ে! বোধ হয় যেন এক দিক্ থেকে টিকে ধরে আস্‌চে!! তা যাই হউক, কাজ গোচাতে হবে।

গজ। সখে? ওকি! কি চিন্তা কর্‌চো?

বিলা। না মহারাজ! কিছু নয়, তবে ভাবচি কি, যে শুধু মুখ রোচক, কথায় আর এ বামুনের পেট ভরে না। নরনাথ! আর ত শুধু হাত মুখে ওঠে না।

গজ। কেন! বাসনা কি, ভেঙ্গেই বল না।

বিলা। ধর্ম্ম রাজ! আর ভাঙতে পারি না। সব বোঝা গেছে।

কাজের সময় যাদু ধন।
ভাতের সময় বাঁকা মন॥

গজ। সে কি সখে! এ প্রকার কথা প্রয়োগ কচ্চো যে, এর কারণ কি! কৈ কাজের কোন কথাই ত কচ্চো না।

বিলা। আর কইবো কি, একে বারে গুদম জাত।

গজ। সখে! বল কি! কি করে আন্‌লে। আজ্ বয়স্য! আমার কি আনন্দের দিন! আজ্ তোমার যত্নে মহা উদ্বিগ্ন হতে নিষ্কৃতি পেলাম।

বিলা। ধর্ম্ম রাজ! এখন ত নিষ্কৃতি পাবেন। এখন ত আপনার কার্য্য উদ্ধার হয়েচে আর কিসের ভাবনা। মহারাজ! এ অনুগত ব্রাহ্মণটিকে যা বলে ছিলেন, তাকি স্মরণ হয়?

গজ। কৈ! বলই না। বেস্, স্মরণ হচ্চে না।

বিলা। মহারাজ! আর ত স্মরণ হবে না। (দীর্ঘশ্বাস) হায় রে! তবে আর বাম্‌নে কপাল বলেচে কেন এত পরিশ্রম এত যত্ন লাভের সীমা নেই, শেষে "ষোল কড়াই কাণা" মহারাজের আর স্মরণ অবদি হয় না। (স্বগত) তুমি ত কোন পুরুষে রাজা নও। এ সামান্য বিষয়ে কৃপণ হওয়া রাজ ধর্ম্ম নয়। (প্রকাশে) কি মহারাজ! এখনো কি স্মরণ হলো না।

গজ। সখে! অত কথা কেন, যা বল্‌তে হয় বলই না।

বিলা। আর বল্‌বো কি। বল্‌তেও লজ্জা হয়। না বল্লেও নয়, মহারাজের আশ্রয়ে থেকে কি চিরকালটা পাড়ার মেয়েরা আইবুড়ো বট্‌ঠাকুর বলে ডাক্‌বে। এ পোড়া কপালে কি পোড়া কার্ত্তিক নাম আর ঘুচবে না।

গজ। আঃ তোমার বিবাহ বই ত নয়, তাত এক প্রকার স্থিরই হয়েচে।

বিলা। আঃ মহারাজ! বাঁচলুম কথাটা শুনে শরীর শীতল হলো। মহারাজ! তাই ত বলি কেমন বংশে জন্ম। বৌ যে আপনার হবে তার আর কথাই নেই। বৌয়ের মতন বৌ। রূপে, গুণে, শীলে সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী! মা অন্নপূর্ণা।

গজ। এখন প্রিয় বয়স্য বল দেখি কি রূপে এ কার্য্যে সফল হলে?

বিলা। নরনাথ! আমার অসাধ্য কি আছে। আমি বাঘের সাম্‌নে থেকে শাবক ধরে এনেছি। মহারাজ! যে কাজ করিচি তাকি মানুষে পারে।

নরের অসাধ্য কাজ যে কাজ করিচি।
বেঁধে দেবগণে করে শশাঙ্ক হরেচি॥

মহারাজ! বলেন কি! মনিটি ফণির মাথা হতে চুরি করে এনেচি।

গজ। সখে! তোমার পুরুষত্বের সীমা নাই। এখন বল দেখি কি উপায় অবলম্বন করে কৃত কার্য্য হলে।

বিলা। মহারাজ! উপায়ের কথা কি জিজ্ঞাসা করেন, একে ছ্যাঁয়োড় ধূর্ত্ত—তায় বিয়ের লোভ—তাতে জেতে বামুন—আবার মহারাজের সঙ্গে থাকি, এতে উপায়ের কম, কি বলুন। আমি বিলাস ভুক্, কেমন রসিক তাত মহারাজের অগোচর কিছুই নেই।

গজ। সখে বিলাস ভুক্ তুমি রসিক তিল-ভাণ্ডেশ্বর, দিন

দিন তোমার রসিকতা বৃদ্ধি হচ্চে, তোমার মত রসিক পুরুষ ত আর নয়ন গোচর হয় না। এখন কি সে কি হলো বল দেখি শুনি। বেলা অতিরিক্ত হয়ে পড়লো, একটু তৎ পর হও।

বিলা। মহারাজ! আপনি গুর্জ্জর-রাজ-কুল-তিলক, আপনার ন্যায় গুণ গ্রাহী লোক ত চোকে ঠেকে না, তবে মহা-রাজ! অত তাড়াতাড়ি কল্লে বলা হবে না।

গজ। সখে! যে রূপে বলে সন্তুষ্ট হও সেই রূপেই বল, আমার তাতে বিশেষ ক্ষতি নেই।

বিলা। মহারাজ প্রতিপালিকা সহচারিণী ধাত্রীর দক্ষিণ হাতটা পূর্ণ করে দিতে হয়েচে অম্‌নি অম্‌নি বিনা ব্যয়ে আর এত বড় কাজ উদ্ধার হয় নি।

গজ। ব্যয় হোগ্‌ তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই তবে কি না সখে তোমার নাম আজ্‌ অবদি কলঙ্কে অঙ্কিত হলো।

বিলা। কেন মহারাজ, কি সে!

গজ। তুমি যত রসিক সব বোঝা গেছে, একটা মাগীকে ভোলাতে টাকা দিতে হলো—ছি! ছি! ছি! এখনো চোক্ চেয়ে কথা কচ্চো কি করে।

বিলা। মহারাজ!

ধন কি অসার বস্তু প্রাণ দিতে পারি।
কলঙ্ক সাগরে ডুবি ভুলাবারে নারী॥

মহারাজ! এ ফাঁকি দেওয়া নয়। এই কার্য্যটি সাধন কত্তে গিয়ে-ধন দিয়েচি—মান হারিয়েচি আর প্রাণটি

দেওয়ারি দফায় ছিল, তবে বামুনে কপাল অনেক কষ্ট ভোগ কত্তে হবে তাই বেঁচে এয়েচি। (দূরে মন্ত্রিকে দৃষ্টি করিয়া) মহারাজ! ঐ আপনার মন্ত্রী ঠাকুর আস্‌চেন আর ও কথা কওয়া নয়, মন্ত্রী ত নয় মন্ত্রীটি যেন আমাদের বিড়াল তপস্বী।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

গজ। এস অমাত্যবর! এস কি মনে করে? অনেক দিনের পর দেখা।

মন্ত্রী। মহারাজ! অনেক দিন আর কৈ! কার্য্যান্তরে গত দুই দিবস রাজ সাক্ষাৎকারে আসিতে পারি নাই, তজ্জন্য নিজ গুণে এ অনুগত জনের যে দোষ মার্জ্জনা করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

গজ। তবে অমাত্যবর রাজ্যের শুভাশুভ সমাচার কি রূপ?

মন্ত্রী। মহারাজ! রোগ প্রপীড়ীত দেশসমূহের দুরবস্থা মোচনের উপায় অদ্যাবধি কিছুই হইতেছে না। কোন কোন গ্রাম একে বারে জন-শূন্য হইয়া পড়িতেছে, রাজ্য রক্ষা ভার হইয়া উঠিল কি করা যায়, কোন উপায় ত দেখি না।

বিলা। এর কি, আর উপায় আছে, মন্ত্রী মশায় একে বারে উপায় হীন হয়ে পড়েচেন। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রী মশায় রাজ্য রক্ষার জন্য অত ভাবেন কেন—যারা বেঁচে আছে তারাই রাজ্য রক্ষা কর্‌বে। রাজ্যের আয় নে

বিষয়। কত প্রকারে আয় বৃদ্ধি হতে পারে। তার আর ভাবনা কি।

মন্ত্রী। বয়স্য কি যে বলেন কিছুই বোঝা যায় না, অজ্ঞাত কারণে কি রূপে এ প্রবল মারী ভয়ের নিরাকরণ হয়।

বিলা। তোমার কারণও বেরোবে না—যারা মরবার তারা মরুগ্। আর জ্যান্ত প্রজাদের রক্ত শোষণ কর।

গজ। প্রিয় বয়স্য! অমাত্যবর! অলীক বাক্-বিতণ্ডায় ক্ষান্ত দাও। বেলা অতিশয় হয়ে এলো সূর্য্যের কিরণ বড়ই প্রচণ্ড বোধ হচ্চে। শরীরে যেন অগ্নি স্রোত বহিতে আরম্ভ করিল—শোণিত প্রবাহ উষ্ণ হয়ে, শিরোদেশে আশ্রয় লতেছে, বাহ্যবস্তু-তরু, লতা গুল্মাদি এবং জীব জন্তু সকলেই আতপ তাপে তাপিত হয়ে নীরব হতেছে। আর নয়, চল যাই, কাল সকল বিষয়ের মীমাংসা হবে।

বিলা। মহারাজ! আমারও ক্ষুদ্র বিষয়টির মীমাংসা হবে ত।

গজ। হবে বৈ কি।

বিলা। তবে চলুন।

গজ। অমাত্যবর এস।

মন্ত্রি। চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

বহির্য্যবনিকা পতন।

নেপথ্যে মধ্যাহ্ন সূচক বাদ্য।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম রঙ্গস্থল।

(রাজোদ্যান।)

সুলক্ষণা ও বিজয়ার প্রবেশ।

বিজ। দিদি! ভাল মনে পড়লো, কিছু শুনেচিস্ লা।

সুল। না বোন্ কেন, কৈ কিছু ত শুনি নি। কি বল্না শুনি

বিজ। কে জানে ভাই! আজ্ পুরুত্ ঠাকুর বাবার কাছে বল্‌ছেলেন-আমি রান্না ঘরের দোর গোড়ায় দাঁড়য়ে শুন্‌লুম—রাজা নাকি কোন দেশ থেকে একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে ধরে এনেচেন।

সুল। ওলো! ঠিক কথা, সে দিন রাণীর সঙ্গে দেখা কত্তে গিয়ে রাজ বাটিতে একটি বড় সুন্দরী মেয়ে দেখে এয়েচি। ওলো বল্‌বো কি, এমন রূপ ত কখন দেখি নি, যেন সাক্ষাৎ বিদ্যুল্লতা, দেখ ভাই রং যেন ফেটে পড়্‌চে। তবে ভাই সেইটিই বুঝি এনে থাক্‌বে। রাজা রাজড়ার বাড়ীতে সকল কথা জিজ্ঞেস্ কত্তে ভয় হয়, তাইতে কোন খবরই পেলুম না।

বিজ। তুই জানিস্ লা, তারে কেন এনেচে?

সুল। অবাক্ কল্লে! এ আবার কি জান্‌তে হয়। অমন্ বিদ্যাধরী আর কি জন্যে আনে।

বিজ। ওলো তা নয় লো তা নয়, শুন্‌লেম্ নাকি আমাদের যুবরাজ কুশসেনীর সঙ্গে বে দেবার জন্যে এনেচে।

সুল। না বোন্! তাও কি কখন হয়—রাজার ছেলের বে—কত ঘটা হবে—তাতে এমন করে মেয়ে ধরে আন্‌বে কেন। তোর কথায় বোন্ আমার ত বিশ্বাস হয় না।

বিজ। ওলো! তা বুঝি জানিস্ না।

সুল। আবার কি লো।

বিজ। দেখ্ বোন্, "তাঁর" কাছে শুন্‌লুম, যে রাজার ছেলের অনেক জায়গা হতে বের সম্বন্ধ হয়েছিলো—তা ছেলের রূপ দেখে কোন রাজাই ত বে দিতে চায় না—রাজকুমারীরা রাজকুমারের রূপ শুনে কাণে হাত দেয়।

সুল। ওলো! সে কথা মিথ্যে নয়। তবে কি বোন্ সত্যি সত্যি মেয়ে চুরি করে এনে বে দিচ্চে নাকি।

বিজ। ওলো! সত্যি না ত মিথ্যা।

সুল। আহা! হা! বলিস্ কি লো, অমন নবীন চাঁপাটি বালির খোলায় ফেলে দেবে। দিদি! মেয়ে ত নয় যেন ক্ষীরের পুতুলটি।

ভেকেতে কাটাবে কাল কমলিনী সনে।
বায়সে করিবে ধ্বনি কুসুম কাননে॥

ওলো! এ ও কি প্রাণে সয়। দিদি! তাকে দেখিস্ নি দেখ্‌লে বুঝতে পার্‌তিস্, বল্‌বো কি বোন্ তার চোকের দিকে চাইলে আর চোকের পলক ফেল্‌তে ইচ্ছে করে না। চোকের ভেতরের রং টুকু না ফ্যাক্

ফেকে শাদা—না লাল জবা ফুলের মত—শাদার ওপর ঈষৎ লালের আভা—আর কেমন ঢল ঢল কচ্চে—চাউনি টুকুতে সোণায় সোহাগা হয়েচে—না ওপর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে না নীচে দিকে গোঁজ হয়ে রয়েচে। চাউনি খানি কি নির্দ্দোষ আর যেন সরলতা মাখান। ঠোঁট দুখানি তেপাল্‌তে ফুলের দুখানি পাপড়ির মত টুক টুক কচ্চে। মুখ খানি যেন ছাঁচে তোলা। কাল মিশ্‌-মিশে কোঁকড়ান চুল গুলি কপাল দিয়ে এসে গালের ওপর পড়েচে, বোধ হয় যেন ভ্রমরগণ মধু খেতে যুবতীর মুখ পদ্মে সার দে বসেচে, হাত পা গুলি কেমন গোলাল আঁটা সাঁটা, বুক খানি কেমন চওড়া তায় যুবো সমস্ত মেয়ে—শোভা আর ধরে না। কোমর খানি রূপের আর্‌সি বল্লেও বলা যায়—তার নীচে যেমন হতে হয়—না বেসি ভারি—না একে বারে হাল্‌কি। চলন খানি কি সুন্দর। আজ্‌ কালের মেয়েরা গে দেখে আসুক, যে মেয়ে মানুষকে কেমন করে চল্‌তে হয়—হেলা দোলা ঠাট ঠমক্ক তাতে কিছুই নেই। বোন্‌ সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমরা চলবার সময়-এক বার বুকের দিকে, এক বার আশে, একবার পাশে, চেয়ে চেয়ে কত রঙ্গই করে চলে থাকি। কিন্তু বোন্‌ চলবার সময় এর চোক্‌ মাটির দিকেই পড়ে থাকে। অধিক বল্‌বো কি, এর রূপ আর গুণ দেখে আমার আর মেয়ে মানুষ থাক্‌বার সাধ নেই।

বিজ। আ মরণ। পুরুষ হবি নাকি।

সুল। ইচ্ছে ত বটে, তা হতে পারি কৈ। তা এখন সত্যি করে বল্ দেখি এমন মেয়ে কি রাজার কুশসেনীকে সাজে। আহা! রাজ পুত্র ত নয় যেন পোড়া কাট খানি।

বরণের বিভা হেরে বায়স ব্যাকুল।
হত বুদ্ধি হলো হাতী হেরে ঘন চুল॥
কচ্ছপ কাতর বড় গ্রীবার ছটায়।
ময়ূর মেনেছে হার পোড়া গেঁটে পায়॥

বিজ। দিদি! এখন ও কথা রেখে দে। কেউ কোত্থেকে শুন্‌বে—রাজা-রাজড়ার ঘরে অমন সব হয়ে থাকে। এখন চল্ ঘাটে যাই বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো।

সুল। (চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া) ও মা! তাই ত কথায় কথায় যে সব বেলাটা গেছে—ছোট পিসি এখন কত বক্‌বেন—এত দেরি করা ভাল হয় নি। চল বোন্ যাই চল।

[উভয়ে প্রস্থান।

বহির্য্যবনিকা পতন।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল।

(রাজান্তঃপুর।)

রত্নবেদিকা ও তৎ পরিচারিকা সুমতি—আসীন।

রত্ন। ওলো সুমতি। কিছুই ত বুজ্‌তে পাচ্চি না, এই দেখ্, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কদ্দিন হয়ে গেলো, কৈ আজও ত পিতার কোন সম্বাদ পেলাম না। এই বিদেশ, বিভুঁই, অচেনা স্থানে আর কদ্দিন থাকা যায়; এই বল্লি মহী-সুরের রাজা পিতার সহিত যুদ্ধ করে আমাকে হরণ করে লয়ে যাবে, তাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব নাকরে, আমাকে স্থানান্তরে লয়ে যেতে পিতা তোকে অনুমতি দিয়েছেন। আমি তখন মানের ভয়ে কিছু মাত্র বিবেচনা না করে চলে এলুম্। আমার মনে এখন কত ভয় হচ্চে, কত সন্দেহ হচ্চে। আমি পিতাকে লিপি লিখি তুই কোন রকমে লিপি খানি তাঁর কাছে প্রেরণ কর।

সুম। রাজকুমারি! ভাবনা করেন কেন, আপনার পিতা ত্বরায় আপনার সম্বাদ নেবেন। এ রাজা আমাদের রাজার পরম-বন্ধু, এঁর কাছে রেখে তাঁর সম্পূর্ণ

বিশ্বাস। তোমার হেথায় কিসের কষ্ট, রাণী ত তোমায় খুব যত্ন করেন কত ভাল বাসেন, অত উতলা হও কেন?

রত্ন। ওলো! এ রাজ বাটি বটে—রাণীও আমাকে যত্ন কচ্চেন সত্যি! কিন্তু পিঞ্জরে থেকে কি পাখী কখন সুখী হয়? মন বড়ই অধীর হয়ে উটেচে, আর ত স্থির থাক্‌তে পারি না, উপায় কি করি বল। আমি কি আর আপন বাড়ী যেতে পাব না? আমি কি আর বাবাকে দেখ্‌তে পাব না?

সুম। রাজ নন্দিনি! অত অধীর হলে চল্‌বে কেন, অতি শীঘ্রই মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, তার জন্যে আর ভাবনা কি।

রত্ন। ওলো সুমতি! তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। এমন দিন কি আর হবে, বাবার সঙ্গে আবার দেখা হবে, আর কি পিতার সেই মধু মাখা কথা গুলি শুন্‌তে পাব? আর কি তিনি আমাকে "মা রত্নবেদি" বলে ডাক্‌বেন? তাঁর মনোহর মূর্ত্তি খানি কি আর দেখ্‌তে পাব? সুমতি! কাল নিশি-শেষে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিচি, পিতা যেন আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বল্‌চেন "মা রত্নবেদি! আমি মানস-সরোবর মানসে কাল প্রাতে যাত্রা কর্‌বো" এই কথায় আমি কাঁদতে লাগ-লুম্; আমার কান্না দেখে, বাবা তাঁর সেই কোমল হাত দিয়ে আমার দাড়ি ধরে বল্লেন, "কান্না কেন মা" "তীর্থ দর্শন করে অতি শীঘ্রই আস্‌বো কান্না কি

সের” সুমতি ! এই কথা বলে পিতা ত বাড়ী থেকে বেরুলেন, ওলো সুমতি ! আর যে বস্‌তে পারি না, বুক যে ফেটে যাচ্চে। বাবা কি আমার বেঁচে আছেন, (দীর্ঘশ্বাস) বাবা গো কোথা রইলে গো। (ক্রন্দন)

সুম। রাজনন্দিনি ! স্বপ্নের কথা বল্‌তে বল্‌তে যে কেঁদে উঠলে, এর কারণ কি ?

রত্ন। সুমতি ! আর যে বল্‌তে পারি না। (ক্রন্দন)

সুম। শুধু কাঁদলে আর হবে কি? স্পষ্ট করে বল, তার উপায় করা যাক্।

রত্ন। আর বল্‌বো কি, মানস সরোবর যাত্রা কালে নিবিড় বন মধ্যে যেন কোন বীর পুরুষ পিতাকে সাংঘাতিক আঘাত কল্লে, পিতা উচ্চৈঃস্বরে মাগো ! বলে চীৎকার করে উঠলেন, আমি যেন হঠাৎ তাঁর সুমুখে গিয়ে আঁচল দিয়ে তাঁর চোখের জল মুছয়ে দিলুম্, সুমতি ! এই স্বপ্ন দেখে অবদি মন কেমন কচ্চে।

সুম। রাজ নন্দিনি ! কুস্বপ্ন আপনার দেখ্‌লে পরের হয়। ভয় কি।

রত্ন। সুমতি বাড়ী যাবার জন্যে মন কেমন কচ্চে।

সুম। ওগো তাই কেন বল না, তার জন্যে আর চিন্তা কি।

রত্ন। সুমতি ! আর কি বাড়ী দেখ্‌তে পাব, আমার সেই সম-বয়িসী বালিকাগণ শশি মুখী, মধুলতা, বিনোদিনী কুসুম-প্রিয়ে এরা সব আমায় না দেখ্‌তে পেয়ে কতই ভাবচে, সুমতি ! সেই যে মাধবী মণ্ডপের ধারে আমি যে বকুল গাছটি হাতে পুতেছিলাম, সেটি এত দিনে

কত বড় হয়েচে। বাগানের দক্ষিণ দিকে সেই অশোক গাছের গোড়ায় সেই হরিণ শাবকটিকে সোণার শিক্লিতে বেঁধে রাখতুম, সেটিকে এখন কেই বা যত্ন করে, আর কেই বা খেতে দেয়, ওলো! আর কি এসব দেখতে পাব, সে আশা যে আর নেই, মা আমার বেঁচে থাক্‌লে কি নিশ্চিন্ত থাক্‌তেন, মাগো! মা আমার। (ক্রন্দন)

সুম। কতায় কতায় যে চোখে জল দেখ্‌চি, এমন পান্‌সে চোক্‌ও ত কখন দেখি নি। সকলি তোমার বজায় আছে, সকলি দেখ্‌তে পাবে, কান্না কিসের, চির-কাল ত আর হেথায় থাক্‌তে আসি নি, রাজা শত্রু-দের তাড়য়ে দে, আমাদের নিতে আস্‌বেন।

রত্ন। সুমতি! আর নিতে এসেচেন, এই খেনেই আমার চিতে সাজাতে হবে।

কুসুম-কলিকার প্রবেশ।

সুম। (কুসুম-কলিকার প্রতি) দেবি কুসুম-কলিকে! আজ্ এই তোমার সখী রত্নবেদিকার রকম দেখ, আজ্ আর এঁর কান্না থামে না।

কুসু। হ্যাঁ ভাই রত্নবেদি! কান্না কিসের ভাই! এই যে আমি তোমার ভগ্নী রয়েচি, মা তোমাকে মেয়ের মত ভাল বাসেন, বাবা ত আমাকে একেবারে দেখ্‌তেই

পারেন না, কিন্তু তোমাকে আমার দাদা কুশসেনীর চেয়েও অধিক ভাল বাসেন, তোমার ত হেথায় কিছুরই অভাব নেই, চুপ কর বোন্, যদি আমাদের কপালে থাকে, তোমায় আমরা বউ বলে ডাক্‌বো। তোমার পিতার সম্বাদ এসেচে, তিনি নিরাপদ হয়েচেন।

রত্ন। সখি! আমায় নিরাশ্রয় অবলা বলে কেন প্রবঞ্চনা কর, আমার পিতা যদি নিরাপদ হতেন তবে তিনি সর্ব্বাগ্রে আমায় নিতে লোক পাঠাতেন, আমি যা ভাব্‌ছিলেম্ তাই বুঝি সত্য হলো। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

নেপথ্যে—কুসুম! কুসুম।

কুসু। সখি! ঐ মা বুঝি ডাক্‌চেন, সুমতি! তুই থাক্ আমি আসি।

[কুসুম-কলিকার প্রস্থান।

রত্ন। (চিন্তা) পোড়া কপাল যখন পোড়ে।
রাজার মেয়ের ভাতনা জোড়ে॥

হারে বিধাতঃ এমনই কি হবে। পিতা মানের ভঁয়ে এঁর আশ্রমে আমায় রেখেছেন, বিপদ-গ্রস্ত হয়েই আমায় এখানে পাঠিয়েছেন, এঁরা এই দুঃখের সময় আমার বিবাহের কথা আন্দোলন কচ্চেন্, তা আঁবার অমন নরাধম প্রেতের সঙ্গে।

সুম। বে হবে তার আবার ভাবনা কি, (জিব কাটিয়া) রাজকুমারি! কি বল্‌চো, কি ভাব্‌চো।

রত্ন। সুমতি! সব বুজিচি কি বল্‌লি বল্ দেখি শুনি। বাবা তোমায় বড় বিশ্বাস কত্তেন, আমায় তুমি প্রতিপালন করেছিলে, তুমি আমার মায়ের মত ছিলে, তাই তোমার কথায় কোন অবিশ্বাস হয় নি, ডাইনের হাতে বাবা আমায় দিয়ে রেখেছিলেন। (রোদন)

সুম। সে কি রাজকুমারি! অত রাগ কর কেন? কাঁদো কেন? আমি কি তোমার অমতে কোন কাজ করিছি। এমন সন্দেহ কখন করো না।

রত্ন। তুই সব কত্তে পারিস্, পিশাচী! অর্থ লোভী! পাপ কলঙ্কিনি! আজ্ যে আমার গলায় দড়ী দিতে ইচ্ছে হচ্চে, রাজার কুশসেনী ছেলের সঙ্গে বে দোবার জন্যে কি এই ফিকিরটে কল্লি, আমায় বিষ এনে দে আমি তোর সুমুখে মরি, তোর মনস্কামনা সিদ্ধি হোক্।

সুম। অত অস্থির হও কেন? একটু ধৈর্য্য ধর, আমায় মিছে দোষ দিচ্চো কেন?

রত্ন। ওলো সুমতি মুখনেড়ে আর কথা কোস্ নে, "বে হবে তার আর ভাবনা কি" স্পষ্ট বল্লি বড় আমোদ হয়েচে, বাবা আমায় কেউটে সাপের ফণার নীচে রেখেছিলেন জান্‌তে পারি নি। ওগো বাবা গো আমি কি করি কোথায় যাই। (রোদন)

সুম। কান্না কেন গো! এখন কাঁচা বয়েস, বুদ্দি সুদ্দি ত এখন পাকে নি, আমার একটা তামাসা বুঝতে পার না।

হ্যাঁগা আমি কি তোমার শত্রু, তোমার বাপের ভাত খেয়ে আমার এই হাড় পাক্‌লো, আমায় এমনি অবিশ্বাসী জ্ঞান কর্‌লে, ওগো রত্নবেদি তোরে যে আমি হাতে মানুষ করিচি, তুই আমাকে এমন করে বল্‌বি এত মনে ছিল না, হারে অদৃষ্ট! হারে পোড়া কপাল! এত লোকের মরণ হয় আমার আর মরণ হয় না। (রোদন)

রত্ন। (সাশ্রু নয়নে) সুমতি! তাই কেন বলিস্‌ নি, কুসুম কলির কথা শুনে আমি হত বুদ্ধি হয়েগেছি আমি তোর তামাসা বুঝতে পারি নি। আর কাঁদিস্‌ নি। আমার দোষ হয়েচে।

সুম। (সরোদনে) তোমার দোষ কি, আমার কপালের দোষ, তা যাই হউক, এখন বল দেখি কুসুম-কলি কি বলেচে।

রত্ন। তুই কি কিছু শুনিস্‌ নি নাকি? কুসুম-কলি যে বল্লে, "আমরা তোমায় বৌ বলে ডাক্‌বো" এর মানে কি বল দেখি।

সুম। পোড়া কপাল! বৌ বলে ডাক্‌বেন কথা শোনো— ভেয়ের ত ঐ রূপ, রূপ থাক্‌লে না জানি আরো কি হতো। ভয় নেই মা, ভয় নেই; আমি থাক্‌তে ভাবনা কিসের, আর দশ পাঁচ দিনের ভেতর যদি রাজা নিতে এলেন ত এলেন, না হয় চলে যাব, আমি সব জানি, আমি সামান্য নই।

কুঁজো দাসী থেকে, রাণী হয় মথুরায়।
দাসী বাক্যে রামে রাজা বনেতে পাঠায়॥

আমি এ সুমতি দাসী সামান্য ত নয়।
তারা গেঁথে মালা আমি পরাব তোমায়॥

রত্ন। সুমতি! বড় ভয় হচ্চে, আমার মরণ বাঁচন তোর হাতে।

সুম। ভয় কি।

—

রেবতীর প্রবেশ।

রেবতী। বলি ও সুমতি আজ্ কি আর নাইতে খেতে হবে না। এই যে, যেখানকার তেলের বাটি সেই খেনেই পড়ে রয়েচে, শিগ্গির শিগ্গির নে, বেলা ঢের হয়ে পড়েচে। (রত্নবেদিকার প্রতি) সখি রত্নবেদিকে! আজ্ অমন বিরস বদনে রয়েচ কেন। মহারাণী ডাক্‌চেন এস, এত বেলা হয়েচে জল টুকু অবদি মুখে দাও নি, এস বোন্ এস।

রত্ন। (দীর্ঘনিশ্বাস) চল যাই তবে।

[সকলের প্রস্থান।

—

বহির্য্যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় রঙ্গস্থল।

(নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ উপকুল।)

এক যুবা—আসীন।

যুবা। (দূরে তরণী দৃষ্টে উচ্চৈঃস্বরে) ওহে কর্ণধার! ও নাবিক পার কর। একি! ঐ বুঝি আরোহি পূর্ণ তরণী খানি জলশায়ী হলো। কি তুফান! নদীর উত্তাল-তরঙ্গ-লহরী দৃষ্টে মনে বড়ই শঙ্কা হতেছে। বাতা-হত-জল-স্রোত পর্ব্বতাকারে উত্থিত হয়ে মধ্যে মধ্যে যেন গভীর গুহাই বিস্তার কর্‌তেছে। জল রাশির কল কল ধ্বনি শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করে দেহস্থ শোণিতকে শীতল করিয়া দিতেছে, প্রবহ মান পবন প্রবাহে নদী তটে অপেক্ষা করা দুষ্কর হয়ে উঠিল, এ অবস্থায় পার হওয়া উচিত নয়। যাই উপরিস্থ ব্রাহ্মণের কুটীরে গিয়ে বসি, পরে স্রোতস্বতীর প্রশান্ত মূর্ত্তি হলে পার হওয়া যাবে। একি! পার হইতে সম্মুখে এক তরণী আসিয়া উপস্থিত হলো। ওহে কর্ণধার! এই প্রবল ঝটিকায় ভয়ানক ঊর্ম্মি সমূহের উপর দিয়া কি প্রকারে তরণী বাহিয়া এলে। তোমার সাহস ও নাবিক কার্য্যে দক্ষতা দেখে মনে বড়ই বিস্ময় জন্মিতেছে।

কর্ণ। এ ত সামান্য তুফান, এতে ভয় কি, আপনি দাঁড়য়ে কেন, যদি পারে যান ত আসুন না।

যুবা। না হে নাবিক, আমার ত সাহস হয় না।

নেপথ্যে। (রোদন ধ্বনি ও কোলাহল) ওহে নাবিক, শোন ত কিসের গোল হচ্চে।

কর্ণ। ওর আর শুন্‌বে কি, কেউ মরে থাক্‌বে, পোড়াবার জন্যে এই দিকে আস্‌চে, আপনি পারে যান ত আসুন।

যুবা। এই দিকে আস্‌চে না, একবার দেখি কি প্রকার শব।

চারি ব্যক্তি এক মৃত দেহ স্কন্ধোপরি লইয়া প্রবেশ।

প্রথম। (দুয়ের প্রতি) ও ভাই! এই খেনে নাবা, আর পারি না, কাঁদ টা টাট্‌য়ে উটেচে। (সকলে স্কন্ধ হইতে অবতারণ)

তৃতীয়। আহা! ছেলে মানুষ কখন এ কাজ করে নি, তায় পত্নী বিয়োগ, ওকে ধন্নি বলি যে কাঁদ দে এনেচে, আমাদের এ দশা ঘট্‌লে এক খাটেই শুতে হয়। (মুখের বস্ত্র তুলিয়া) আহা! এত যে হয়েচে তবু তরু-ণীর মুখশ্রী দেখ, দেহে প্রাণ সঞ্চার নাই, তথাপি ঠোঁট দুটির রং যেন ফেটে পড়্‌চে। (সকলে ক্ষণকাল দেখিয়া পুনরাচ্ছাদন)

যুবা। (কিঞ্চিৎ দূর হইতে দেখিয়া সমাগত ব্যক্তিগণের প্রতি) মহা-শয়গণ! আপনারা এ স্থানে এ বস্ত্রাবৃতা ষোড়শী

রূপসীকে কেন আন্‌লেন? ভদ্রগণ! বলুন না চুপ করে রইলেন যে।

তৃতীয়। আরে ছোঁড়া মিছে বকাস নি, দেখ না কি জন্যে এনেচি।

যুবা। তবে দেখি। (স্পর্শ করিতে উদ্যত)

প্রথম। (সকলের প্রতি) ওগো তোমরা দেখ না, ও কি করে, ও যে ছুঁতে যাচ্চে।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। আরে ছোঁড়া পাগল নাকি, মৃত দেহ ছুঁতে যাচ্চিস্ কেন, আয় এ দিকে আয়।

যুবা। মহাশয়গণ! আপনাদের সম্পূর্ণ ভ্রম হয়েচে, এ যুবতী জীবিত আছেন, এ সুকোমল দেহ হইতে এ পর্য্যন্ত প্রাণ বায়ুর বিচ্ছেদ হয় নাই। আমার কথা শুনুন এ সুন্দর দেহের নাশে ব্রতী হবেন না।

তৃতীয়। আরে পাগল না কি, মরা মানুষকে জ্যান্ত বলে, (স্বগত) এ ব্যাটা কম নয়। ব্যাটার ইচ্ছে এ মৃত দেহটি উটিয়ে নিয়ে চলে যায়।

যুবা। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে এক মূল লইয়া মৃত দেহের নাসিকোপরি ও সর্ব্ব শরীরে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা নিক্ষেপ পূর্ব্বক) এখন দেখুন দেখি, যুবতী জীবিত কি না।

প্রথম। দেখি, দেখি, যুবার কথাই যেন সত্য হয়। প্রিয়া কি পুনর্জীবিত হবে, যাই একবার কাছে যাই, একি সম্পূর্ণ জীবিতই ত বোধ হচ্চে, একি প্রিয়তমার নয়ন হতে অশ্রু-ধারা পতিত হচ্চে, আমার দিকে যেন স্থির দৃষ্টে চেয়ে রয়েচে, কি বল্‌তে চাচ্চে বোধ হচ্চে, যাই নিকটে গে বসি। (পার্শ্বে উপবেশন)

মৃত দেহ। (অস্পষ্ট ও মৃদুস্বরে) নাথ! আমি আপনাকে চিন্তে পেরেচি, আমায় এ নদী তীরে কেন, বাতাসে আমার বড় ক্লেশ হচ্চে, এ স্থান হইতে আমায় গৃহে নে চল।

তৃতীয়। একি! কথা কয় যে, সত্য সত্য, ইঃ—বেঁচে উঠলো না কি, আমাদের বিনোদের বড় জোর কপাল। (যুবার প্রতি) মহাশয়! আপনি মহাশয় লোক, অল্প বয়েস হলে হবে কি, আমাদের মত বুড়োর চেয়ে আপনার বুদ্ধি অতি প্রখর ও আপনি বহু দর্শী। আপনাকে অনেক অবমান করেছি, তজ্জন্য কোন অপরাধ লবেন না।

যুবা। সে কি কথা (বস্ত্র হইতে কিছু ঔষধ বাহির করিয়া) এই ঔষধ জলের সহিত তিন দিবস ছ বার খাওয়াইবেন, তাহাতে যুবতীর বল সঞ্চার হইবে, লউন।

তৃতীয়। দিন (মস্তকে ধারণ)

প্রথম। (রোগ গ্রস্তা যুবতীকে) প্রিয়ে! এই যুবা (যুবার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ) তোমার জীবনদাতা উঁহাকে প্রণাম কর।

যুবতী। (করোত্তোলন করিয়া প্রণাম) নাথ! উহার পদধূলি আমার মস্তকে দাও।

প্রথম। (যুবার প্রতি) হে যুবক শ্রেষ্ঠ! আপনার দয়া ও সৌজন্য-গুণে আমি মৃত পত্নী লাভ করিলাম আপনার পদধূলি প্রদান করুন।

যুবা। পদধূলির কোন আবশ্যক নাই, ঈশ্বর সকলকে রক্ষা করেন, তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাক্‌লেই সমস্ত মঙ্গল।

চতুর্থ। (যুবার প্রতি) মহাশয়! আপনার ও হাতে ও রৌপ্য দণ্ডটি কি?

যুবা। মহাশয়! ও টির অভ্যন্তরে আমার পিতৃ দত্ত কিছু কাগজ আছে।

চতুর্থ। মহাশয়! চিকিৎসা বিষয়ের কোন পত্রাদি আছে না কি?

যুবা। না তা কিছু নয় আমার পিতা চিকিৎসক ছিলেন না। আর সকল কথা আমার বল্‌বারও সময় নাই, আপনারা রোগীকে শীঘ্র গৃহে লয়ে যান।

দ্বিতীয়। আপনি এখন কোথায় যাবেন।

যুবা। আমার মানস ত গুর্জ্জরে যাত্রা করি। পরে অদৃষ্টে যা আছে।

দ্বিতীয়। মহাশয়! আপনি যে রোগীকে আরাম কর্‌লেন ওঁরও নিবাস গুর্জ্জর।

যুবা। আমার সে সকল বিষয় জান্‌বার কোন আবশ্যক নাই। আপনারা শীঘ্র শীঘ্র ঘরে যান।

দ্বিতীয়। যে আজ্ঞে।

[রোগীকে লইয়া যুবা ও কর্ণধার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কর্ণ। মহাশয়! একটা মরা মানুষকে আপনি বাঁচয়ে দিলেন আপনার এ তুফানে নৌকায় উঠ্‌তে ভয় কি! আসুন।

যুবা। তবে চল, দেখো ডুবিও না, তোমার সাহসের উপর ভর করে নৌকায় উঠি।

কর্ণ। উঠুন, ভয় কি।

[কর্ণধার ও যুবার প্রস্থান।

বহির্য্যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম রঙ্গস্থল।

(রাজ বিলাস ভবন)

পুরোহিত—আসীন।

পুরো। (স্বগত) কৈ কাহাকেও যে দেখ্‌তে পাই না, রাজার আস্‌বার সময় উত্তীর্ণ হয়েচে, এখনও আস্‌চেন না কেন। আসুন, আমি প্রতীক্ষা করি, ভাগ্যে যদি থাকে তবে এ যাত্রা কিছু গুরুতর লাভ হবে। কিন্তু ব্রাহ্মণীর মুখে শুন্‌ছিলুম যে মেয়েটি মনো বেদনায় নিতান্ত কাতরা ও অধীরা হয়েচে। অনবরতই কাঁদদেচে। সে চোখের জল ত জল নয় রক্ত-বিন্দু, ছি! ছি! এমন কাজও করে। এ ত অপহরণই করা হয়েচে। কোকনের রাজা ত সামান্য রাজা নয়, এ সম্বাদ সে রাজার গোচর হলে দেখ কি সর্ব্ব-নাশ হয়ে উঠে। ও দিকে ত ঐ—এ দিকে পুত্র যক্ষ্মারোগে জীর্ণ, এমন পুত্রের সমাধির আয়োজন না করে, বিবাহের আয়োজন কেন, এমন ব্যক্তির বিবাহের উদ্যোগ করা নিতান্ত মূঢ়তারই কর্ম্ম। মহা-রাজের নিতান্তই ভ্রম উপস্থিত হয়েচে, বুদ্ধি ভ্রংশই

হয়েচে। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) তা যাই হউক, আমার তাতে ক্ষতি কি? আমি রাজ পুরোহিত, রাজার ছেলের বে দেবো আমার লাভ ত পদে পদে।

নেপথ্যে। মহারাজ এ কি ভ্রম! এরূপ পীড়িত পুত্রের বিবাহে কিসের আমোদ? আপনি পিতা হয়ে পুত্রের শত্রুর কর্ম্ম কচ্চেন।

পুরো। (সচকিতে) এ কি মন্ত্রীর কথা শুন্‌তে পাই যে, রাজাতে মন্ত্রীতে কি বাক্ বিতণ্ডা হচ্চে তার সন্দেহ নাই, এই স্থানেই আস্‌চেন। (দূরে দৃষ্টি করিয়া) এই যে সহচর ও মন্ত্রিবর সমভিব্যাহারে রাজা আস্‌চেন। মন্ত্রীর হাত নাড়া দেখ, তা হাতই নাড়ুক আর যাই করুক্, রাজার মন পরিবর্ত্তন কত্তে পারবে না কিন্তু মন্ত্রী যা বলে তা ঠিক্ ঠিক্ বলে, বিলাসভুকের মুখে আর কথা নাই।

—

রাজা গজপতি রায় ও মন্ত্রী গুণশেখর রায় এবং সহচর বিলাসভুকের প্রবেশ।

কি মন্ত্রী মশায় বল্‌চেন কি।

মন্ত্রী। পুরোহিত মশায়! আর বল্‌বো কি, রাজ পুত্রের এ অবস্থায় বিবাহ দেওয়া নিতান্ত অন্যায়—এ অসুস্থাবস্থায় রাজকুমারের পরিণয় কার্য্য হলে তাঁর পীড়া বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে উহা সাংঘাতিক রূপে পরিণত হতে পারে।

বিলা। শাঁপ দিচ্চো নাকি—মেয়েটি দেখে যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে না হয় আপনিই বে করে ফেলুন।

মন্ত্রী। দেখ বিলাসভুক্ ! তুমি আমোদ প্রিয় বট, কিন্তু এ আমোদের বা তামাসা ঠাট্টার সময় নয়, আমার নিতান্ত ইচ্ছে মেয়েটিকে কোকন রাজ্যে পুনঃ প্রেরণ করি।

বিলা। তোমাকে ত আর আন্‌তে হয় নি, পুনঃ প্রেরণ কর্‌বে বই কি।

পুরো। মন্ত্রী মহাশয়! আপনি বুঝতে পাচ্চেন না। পুরুষ এবং স্ত্রী জাতির পরিণয় সংস্কার হইলে সকল বিঘ্নই দূর হয় এ সংস্কারে রাজকুমারের পীড়া দূর হইবে সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী। (স্বগত) মূর্খ আর নৈবেদ্য বাঁধা বামুণ এক জাতই স্বতন্তর, অর্থের লোভে এরা সব কত্তে পারে, আর সব বল্‌তে পারে।

রাজা। অমাত্য বর, রাজকুমারের বিবাহ দোবো, আমার আন্তরিক বাসনা—আমায় আর বাধা দিও না, কোকন রাজতনয়া আমার গুর্জ্জরের ল ক্ষ্মী স্বরূপা হবেন—রাজকুমারীর মুখ ইন্দু দর্শন কল্লে আর কিছুতেই পুনঃ প্রেরণের ইচ্ছা হয় না, আমার এই বিকাসোন্মুখী বাসনাটিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করা তোমার আর এখন কর্ত্তব্য নয়।

মন্ত্রী। মহারাজের যথা ইচ্ছা।

বিলা। এখন বাবা পথে এসো।

রাজা। (পুরোহিতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) মহাশয় কি মনে করে?

পুরো। মহারাজ। পরশ্ব শনিবার অতি উত্তম দিন, ঐ দিবসেই রাজকুমারের শুভ বিবাহের দিন স্থির করা হয়েছে তাই মহারাজকে জ্ঞাত কর্‌তে এসেছি।

রাজা। অন্তঃপুরে মহারাণীকে এ সম্বাদ দেওয়া হয়েচে কি?

পুরো। আজ্ঞে না, তা হয় নি।

রাজা। তবে চল যাই—এ সুসম্বাদ অগ্রে রাণীর নিকট বলা যাগ্‌গে।

[সকলের প্রস্থান।

বহির্য্যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ রঙ্গস্থল।

(বিবাহ সভা।)

পুরোহিত—আসীন।

রাজা গজপতি রায় ও বিলাসভূকের প্রবেশ।

বিলা। নুদি পেটে লোমাবলী বলিহারি যাই।
দীর্ঘ ফোঁটা রেফ্ আঁটা সেজেছে গোঁসাই॥

(স্বগত) ইস্ পুরুতঠাকুরের কি ভড়ং, আ মরে যাই, কি সাজই সেজেছেন, বলে যে, "মেকি টাকার ঘন নিসেন" সে কথা মিথ্যে নয়, পুরুতের সাজেতেই আজ্ তা দেখা যাচ্চে। উঃ বেটা যেন ফটকা বাঘ সেজেছে, চন্দন লেপবার ধরণ দেখ, বেটা উড়ে ব্যায়রার পিতামহ। "হরি নামের সঙ্গে খোঁজ নেই ফটিকে রাঙা থোপ" একটা সংস্কৃত কথা উচ্চারণ কত্তে হলেই তোত্‌লা হয়ে পড়েন, ওঁর আবার ফোঁটার টান দেখ যেন রেলওয়ের লাইন চলে গেছে। (প্রকাশে) পুরুত মশাইয়ের আজ উপযুক্ত সাজ হয়েচে আমার ভয় হচ্চেলো, পাছে আবার সেই পৈতৃক পুরাতণ নামাবলী খানি গায়ে দে আসেন।

পুরো। বাপু হে! যখন যেমন।
তখন তেমন॥

তবুও একটা দোষ হয়েছে, ব্রাহ্মণী গরদের জোড়টা কল্‌সির ভেতর রেখেই মন্দ করেচে, তাইতে কুঁকড়ে গেছে, তা নইলে এর ওসার আছে। (হস্ত দ্বারা বস্ত্র প্রসারণ) (রাজার প্রতি) মহারাজ! আর বিলম্বে কি প্রয়োজন, আবার লগ্ন বহির্ভূত হয়ে যাবে, একটু তৎপর হউন।

রাজা। আপনি কার্য্য আরম্ভ করুন, আমি বর আনয়ন করে দিচ্চি। অরিষ্টক না রাজকুমারকে আন্‌তে গেছে, অনেক ক্ষণ ত গেছে, কৈ এখন আস্‌চে না কেন—মন যে কেমন অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। বাম নয়নের নিম্ন দেশস্থ পক্ষ স্পন্দন হচ্চে কেন? একি দুর্দ্দৈব! আকাশে জল ধর রুক্ষবর্ণ বোধ হচ্চে, শরীরে বায়ু কর্কশ জ্ঞান হচ্চে, অদৃষ্টে কি আছে কিছুই জানি না, পুরুত মহাশয়! দেখুন, দেখুন, সম্মুখস্থ অশ্বটির চক্ষু হতে বিনা কারণে বারি বর্ষণ হচ্চে, কারণ কি? এমন আনন্দের দিনে জানি না কি দুর্ঘট নাই ঘটবে—পুরুত মহাশয়! বড় ভাবনা হলো যে। (দূরে অরিষ্টককে দৃষ্টি করিয়া) অরিষ্টক যে একলা বিষণ্নবদনে আস্‌চে, এর কারণ কি? অরিষ্টকই বুঝি কি সর্ব্বনাশের সম্বাদ দেয়।

অরি। মহারাজ! ত্বরায় যুবরাজের কেলী গৃহে গমন করুন, যুবরাজ মুমূর্ষু, মুখ দিয়ে এত শোণিত নির্গত হয়েছে,

তিনি চৈতন্য রহিত হয়ে পড়েচেন, এক জন যুবক তাঁর শরীরে মন্ত্রপূত করে সর্ষপ ছড়াইয়া দিয়া পলায়ন করিল, তদবধি এইরূপ হয়ে রয়েচেন।

রাজা। অরিষ্টক! বলিস্ কি, তোর কথা শুনে আমার মাথায় যে বজ্রাঘাত হলো, চল যাই।

[অরিষ্টক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ত্রস্তে রাণী, কুসুমকলিকা, রত্নবেদিকা, রেবতী ও সুমতির প্রবেশ।

কুসু। কি সর্ব্বনাশই হলো—(অরিষ্টকের প্রতি) হ্যাঁরা অরিষ্টক, বাবা কোথা গেলেন, এমন সময় তাঁকে কোথায় যেতে দিলি, যা হবার তা ত হয়ে গেছে, বাবার এখন কোন অমঙ্গল না হয়, অরিষ্টক! যা তুই শীগ্গির যা—দেখ বাবা কোথায় গেলেন—আর যে বুক্ বাঁধতে পারি না।

[অরিষ্টকের প্রস্থান।

রাণী। কুসুমকলিকে! আমার দশা কি হলো, আমার সোণার নিধি কোথায় গেলো, আমার রাম রাজা হবার দিনে বনে গেলো। (রোদন)

কুসু। পরমেশ্বর, আমাদের এমন শোক সাগরে ভাসালেন। প্রাণের ভাই আমার কোথা গেলো। ভাই কুশ-

সেনীর মৃত্যুতে মা আমার কি করে প্রাণ ধর্‌বেন। রে হতবিধে! তোর মনে কি এই ছিলো, জননীর এক-মাত্র প্রাণধন পুত্র নিধি হরণ কল্লি, রে করাল কাল! এত দিনে তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো। গুর্জ্জর রাজ-বংশে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বল্‌তেছিলো, তাও নির্ব্বাণ হলো। ভাই! তোমার বিরহে আর যে এ জীবন রাখ্‌তে পারি না। ভাই! আর আমায় আদর করে দিদি বলে কে ডাক্‌বে। দিদি বলে এমন যে আমার কেউ নেই। ভাই, আমার মার দুর্দ্দশাটা একবার এসে দেখে যাও। মা আমার পাগলিনীর মত হা হতোস্মি! হা পুত্র রত্ন! হা কুশসেনী বলে রোদন কচ্চেন। জননী আজ্ ধূলায় ধূসরিত ও অশ্রু জলে পরিপ্লুত হয়ে ভূমি শয্যায় শয়নে রয়েচেন। ভাই! আর যে এ প্রাণ রাখ্‌তে পারি না। (রোদন)

রত্ন। সখি কুসুমকলিকে! আর কাঁদলে কি হবে বল। দেখ মার অবস্থা কি হয়েচে, বিধাতার দোষ দেওয়া মিছে, সকলি আপনাদের অদৃষ্টের দোষ। দিদি একবার শিগ্গির এদিকে আয়, ঐ দেখ মা কেমন হয়ে পড়েচেন।

কুসু। ওমা! তাই ত, আমি পোড়া কপালী, হেথায় দাঁড়য়ে কাঁদ্‌চি, মা যে হোথায় অজ্ঞান হয়ে পড়েচেন, ওলো রেবতী দাঁড়য়ে আর দেখ্‌চিস্ কি? শিগ্গির করে এক ঘটি জল ও এক খানা পাকা আন। (রেবতীর প্রস্থান ও জল আনয়ন এবং রাণীর মুখে জল প্রদান ও মুর্চ্ছা ভঙ্গ)

রাণী। মা কুসুমকলিকা! কি কচ্চো মা, মাগো আমার কুশ-সেনী কোথা গেল মা। মা কেঁদে কেঁদে যে চোক্ ফুল্‌য়ে ফেলেচিস্, বাবারে! বাপ্‌ধন! কোথা গেলে বাপ্! বাবা আর যে প্রাণ রাখ্‌তে পারি না। (রোদন)

রত্ন। (স্বগত) আহা! হা! রাণীর কান্না দেখে যে বুক্ ফেটে যায়। আহা! এদের কি সর্ব্বনাশই হলো, (প্রকাশে) সখি কুসুমকলিকে! মাকে আর হেথায় রাখা উচিত নয়, বাতাসের দিকে লয়ে চলো।

[রাণীর হস্ত ধরিয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম রঙ্গস্থল।

(রাজোদ্যান।)

এক বৃক্ষতলে পুরোহিত—আসীন।

পুরো। কি সর্ব্বনাশ! রাজা আর রাণী ত শোকে অভিভূত হয়েচেন, আহা! তাঁদের দুঃখ দেখে যে বুক্ ফেটে যায়, যাই হউক, আমারি সম্পূর্ণ ক্ষতি, তা নইলে এমন ঘটবে কেন? বারণ কল্লেম, তবু বের উদ্যোগ কল্লেন, বল্লেন এর পর মেয়ে পাওয়া যাবে না, জোর করে বিয়ে দিতে গেলে এই রূপই ঘটে। ব্রাহ্মণী শাঁখার বায়না দিয়ে ছিলেন, হা কপাল।

কপালং কপালং।
নরে ন মূলং॥

অদৃষ্টে না থাকলে কে দেয়, আমারি কপালে এমন হলো, কোথায় রাজার ছেলের বে, বাড়ী ঠেসে ফেল্‌বো, না এই সর্ব্বনাশ হলো, হায়! হায়! হায়। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

——

বিলাসভুকের প্রবেশ।

বিলা। কি পুরুত মশায়! এ রাত্রে গাছ তলায় দাঁড়য়ে ভাবচেন কি? ছেলেটা মরেছিলো, মরাই জন্মে ছিল, তবে কেবল কলে নড়ে চড়ে বেড়া ত।

পুরো। আহা হা! বড় দুঃখের বিষয়, রাজার ছেলে পুলে নেই, এক মেয়ে আছে বৈ ত নয়, আহা, এক সন্তান, কেমন করে রাজা আর রাণী বাঁচবে বলা যায় না, রাণী ত প্রায় আদ্ মরাই হয়েছেন, মেয়েটা ত আর কেঁদে বাঁচে না, আহা! তাদের কান্না দেখে আমারও কান্না পায়।

বিলা। পুরুত মশায়! এ কোন্ কথা, আপনার কান্না আস্‌বে না ত আর কার আস্‌বে, আপনাকে এমন অবস্থায় দেখে আমারও কান্না আস্‌চে, বলেন কি মশায়! ক্ষতি বলে ক্ষতি।

পুরো। বাপু! সে কথা কিছু মিথ্যে নয়, তার আর ভেবে কর্‌বো কি।

বিলা। (স্বগত) ব্যাটা বামুন আচ্ছা জব্দ হয়েছে। আমিও বড় কম নই। (প্রকাশে) মশায় মিছে আর কেন মায়া বাড়ান্ ঘরে যান।

পুরো। বাপু হে! আর কোন মুখে শুধু হাত নাড়া দে ঘরে যাই, সেই যে সজ্জা করে বে দিতে বেরয়ে ছিলুম, সেই অবধি এই কদিন হলো, আর ঘর মুখো হই নি। ব্রাহ্মণীর কাছে বড় জাঁক করে এসেছিলুম, এখন এই

লাটি খেকো সাপের মত কি করে ফিরে যাই, এই ভাবনায় আর এ পোড়ার মুখ নিয়ে ঘরে যেতে ইচ্ছে হয় না।

বিলা। অত ভাবনা কেন, "স্ত্রী ভাগ্যে ধন" এত আপনি জানেন, ব্রাহ্মণীর ভাগ্যে এই বিষম জঞ্জাল উপস্থিত।

পুরো। বাপু! ও কথা বলো না, ব্রাহ্মণী আমার ভাঙা চালের খুঁটি—ব্রাহ্মণী আমার হবিষ্যির ঘি—ব্রাহ্মণী আমার বর্ষাকালের শুক্‌নো কাঠ—ব্রাহ্মণী আছে বলে তাই এদ্দিন বেঁচে আছি, তা নইলে কি বাঁচতুম।

বিলা। কেমনে জানিব বল ব্রাহ্মণীর গুণ।
ও রসে বঞ্চিত এ আইবুড়ো নির্গুণ॥

পুরো। বিলাস বড়ই যে আক্ষেপ দেখ্‌চি।

বিলা। পুরুত মশায়! বল্‌বো কি মনের আক্ষেপ মনেই রইলো।

পুরো। বিলাসভূক্‌, রাত্রি কত হবে।

বিলা। পুরুত মহাশয়! এই বেলা ঘরে যান, রাত এখন শেষ হয় নি।

পুরো। বিলাসভূক্‌, বল্‌বো কি ঘরে যেতে আর পা ওঠে না। তবে অনেক দিন ব্রাহ্মণীর মুখ পদ্ম দেখি নি—রেতে রেতেই যাই। আর মিছে এমন ঘুরে বেড়ালে কি ফল হবে। তবে যাই—"দুর্গা শ্রীহরি"।

[পুরোহিতের প্রস্থান।

—

বিলা। পুরুত ত গেল, আমি আর কোথায় যাব, আমার ত আর ঘরে ব্রাহ্মণী নেই যে ঘরে না গেলে রাগ কর্‌বে—আমি যেখানে থাকি সেই খানেই ঘর। এই বাগানেই রাত্‌ কাটাই।

না জানি সুতিকাগারে দেব চিত্র গুপ্ত—
বিধাতার সহকারী—লেখক পণ্ডিত
লিখেছে এ ভালে, সহিবারে এ জীবনে
কত যে যাতনা, অহরহ। অহরহ
বিষাদ সহচর, বিষাদিত বদনে,
ঘোরে পিছে পিছে মম ফেলে অশ্রু-জল,
তুলে দেয় কালকূট-নিরাশার পাত্র
বিধির বিড়ম্বনে, এ দীন, হীন, ক্ষীণ
ব্রাহ্মণের রস হীন বদন ভিতরে।
কত যে সহিব আর বিরহ যন্ত্রণা
প্রিয়-সখী নিদ্রার, নাহি পারি বর্ণিতে
ছার বাক্য হারে। বিষাদ প্রবল নদী
সদা উঠে উথলিয়া, নিশা আগমনে।
মরিল রাজার ব্যাটা তাতে কিবা খেদ,
নাশিল সকল আশা যত ছিল মনে—
সম্ভোগিতে নববধূ প্রেম আলাপনে
পাতিয়ে কুসুম শয্যা কুসুম কাননে,
মনের হরিষে সুখ দিবস রজনী—

মলোনা ত আমায় মেরে গেল, চার হাত আর এক হলো না, বড় আশা করেছিলেম, তার এই ফল, আর কি। আহা, মনের মত আন্‌লা করবার জন্যে তলতা

বাঁশ কেটে রেখে ছিলুম, বৌ এসে শান্তিপুরে ডুরে, গুলবসান ঢাকাই, কস্তাপেড়ে সাড়ী, আর আর নূতন রকম ফিন্‌ফিনে মিহি রঙ্গিন, উলঙ্গ বাহার কাপড় সব রাখবে তা সেটা এখন কি করি? পুড়িয়ে ফেলি গে, বড় ছোট ত নয়, এক দিনের উদর বোজাই-য়ের কাজ হবে। মহারাজের সঙ্গে কল্‌কেতায় বেড়াতে গে, কেমন সব শাদা সবুজ রাঙা রংয়ের বেলওয়ারি বাটি এনেছিলুম সে গুলো আর কি হবে? পাড়ার ছেলেদের বিল্‌য়ে দিই গে। হায় রে! কোথায় বে হবে বলে ব্যঞ্জনে আর হলুদ দিই না, পাছে শালী শালাজেরা রাঁদনি বামুন বলে ঠাট্টা করে, যাই হোগ আর ভাববো না, শেষে ভেবে ভেবে কি মারা পড়্‌বো। এখন আর একটা কাজ গোচাতে পাল্লে কিছু গোচান যায়। থাক্‌ কিছু পুরোনো হোক্‌ দেখা যাবে। (নেপথ্যে বাদ্য) আহা! দুর্গ হতে কি বা সুমধুর বাদ্য শোনা যাচ্চে। ঐ জানালার ধারে খাটে শয়ন করে সুললিত বাদ্য শোনা যাগ্, বড়ই চোক্‌ বুজে আস্‌চে, চোকেরই বা দোষ কি, সমস্ত রাত এক বারও ভ্রমে চোক্‌ বুজুই নি, একটু ঘুমুই। (পর্য্যঙ্কে শয়ন ও নিদ্রা)

[নেপথ্যে গীত ও বাদ্য।

গীত বাদ্যের নিবৃত্তি।

বিলা। (হটাৎ চমকিত হয়ে) একি! বেলা অতিরিক্ত হয়ে পড়েচে। কেনা আস্‌চে, (দূরে দৃষ্টি করিয়া) এই যে, মহারাজ আস্‌চেন। (পশ্চাতে মন্ত্রিকে দৃষ্টি করিয়া) আঃ! মন্ত্রী মশায় আস্‌চেন যে, সাক্ষাৎ শনি বিশেষ। (ভাঙা মঙ্গল চণ্ডী কুস্বপ্নের গোড়া)

রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ।

মহারাজের জয় হউক, আস্‌তে আজ্ঞা হয় মন্ত্রী মশায়, নমস্কার!!

মন্ত্রী। নমস্কার!! একি সখে বিলাসভুক্, এ স্থানে একলা এর কারণ কি?

বিলা। মন্ত্রী মশায়! আর কিছু ভাল লাগে না, এইরূপ একাকী নির্জ্জনে বসে থাক্‌লে মনের কিছু তৃপ্তি হয়। আহা! মহারাজ কদিনে একে বারে অর্দ্ধেক হয়ে গেছেন।

রাজা। প্রিয় বয়স্য! এখনও যে জীবিত আছি এই আশ্চর্য্য, (মন্ত্রির প্রতি) অমাত্যবর! বল দেখি আমার আর এ ছার জীবনভার বহনের কি ফল।

মন্ত্রী। মহারাজ! বলেন কি, আপনি অমন উন্মাদের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ কচ্চেন কেন? জন্ম হলে সকলকেই মর্‌তে হবে, তবে কেহ অগ্রে কেহ পশ্চাতে; মৃত্যু ঈশ্বরের হস্ত গত, তাঁহার কর্ম্মে অসন্তোষ প্রকাশ করা কোন ক্রমেই আমাদের উচিত নয়। তিনি

শিবময়, তিনি মঙ্গলময় পিতা, তাঁহার দ্বারা আমাদের কখন কোন বিষয়ে অমঙ্গল সাধন হবার সম্ভাবনা নাই। আমরা আপাততঃ সত্যই কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। ক্ষীণতা প্রযুক্ত শোকে অভিভূত হয়ে তাঁহা-কেই দোষী করি, কিন্তু ইহা নিতান্ত গর্হিত ও একান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম। বিশেষ বর্ত্তমান বিষয়ে আপনার এরূপ অধৈর্য্য হওয়া নিতান্ত হীন বলের কর্ম্ম হচ্চে, ঈশ্বর আপনার হস্তে কত শত সহস্র মনুষ্য প্রতি-পালনের ভার অর্পণ করেছেন। আপনি এরূপ অধৈর্য্য হলে সমস্ত দেশের অমঙ্গল। মহারাজ বলেন কি, একটি পুত্রের মৃত্যুতে যদি এত অধীর হন, তবে এই গুর্জ্জর রাজ্যস্থ শত সহস্র পুত্রের রক্ষা আর কে কর্‌বে। নরপতে! শোক সম্বরণ করুন। সেই পাপের দণ্ড কর্ত্তা পূণ্যের পুরস্কর্ত্তা, করুণার অদ্বিতীয় আকর পূর্ণ মঙ্গলের প্রতি বিশ্বাস রেখে তাঁর দত্ত গুরুতর কার্য্যের যথাযোগ্য সমাধানে তৎপর হউন। তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকলে আমরা কখনই শোকে বিচলিত ও মোহে অভিভূত হই না। যখন আমাদের অন্তঃকরণে সেই বিশ্ব স্রষ্টা প্রধান পুরুষের মঙ্গলজ্যোতি প্রতিভাত হয়, তখন মোহ, শোক ও ভয় কোথায় পলায়ন করে। নরনাথ! জ্ঞান চক্ষুতে দর্শন করে হৃদয়স্থ সকল শোক হতে নিষ্কৃতি লাভ করুন ও রাজকার্য্যে মনো যোগী হউন। আপনাকে শোকাভিভুত দেখে প্রজাবর্গ হাহাকার কচ্চে।

রাজ্যের প্রতি নয়ন উন্মীলন করুন, দেখুন যে কি বিশৃঙ্খলই হচ্চে।

রাজা। অমাত্যবর! যা বল্‌চো সকলি সত্য ও সকলই বোধগম্য, কিন্তু মন ত বুঝে না, তা এক কর্ম্ম কর, রাজ্যের প্রতি তুমি একটু মনোযোগ রেখো, তা হলেই হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ! সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। এখন প্রজাগণ সকলে আপনার দ্বারে উপস্থিত। যদি আজ্ঞা হয় ত একবার গিয়া সাক্ষাৎ করি।

রাজা। মন্ত্রিবর শীঘ্র যাও। প্রজাগণ কি জন্যে এসেছে, তার বিশেষ তত্ত্বাবধান না করে তাদের বিদায় করো না।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

বিলা। (স্বগত) আঃ বাঁচলুম, ব্যাটা এখন ত দূর হলো বেশ হয়েচে, এই সুযোগে দেখি কি কত্তে পারি, জয়দেব প্রজাপতি! তোমার মনে যা আছে তাই হবে; (প্রকাশে) মহারাজ শোক সম্বরণ করুন, মিথ্যা শোক করে শরীর পতন করা কোন ক্রমেই উচিত নয়, শরীর ভাল থাক্‌লে এমন কত সন্তানের মুখ দেখবেন, আপনার কিসের বয়েস।

রাজা। সখে বিলাসভুক্‌! আর সন্তানের মুখ দেখে কাজ নেই। সন্তান হওয়ায় যে কত সুখ তা বেশ জান্‌তে পেরেচি। প্রিয় বয়স্য! যদি কপালে তাই থাক্‌ত তবে কেন এমন উপযুক্ত ছেলে মরে যাবে বল।

বিলা। নরপতে! ও কি কাজের কথা, অমন বুদ্ধিমান হয়ে ও রূপ কথা বার্ত্তা প্রয়োগ কচ্চেন কেন? আপনি

রাজা এই গুর্জ্জরের অধিপতি, মনের ভাব এরূপ হলে কি রাজ্য রক্ষা হতে পারে, যদি বলেন, মহারাণীর পুত্র হবার আশা নাই, তা হলে রাজ্য রক্ষার জন্য পুনরায় বিবাহ করা আবশ্যক।

রাজা। প্রিয় বয়স্য! আজ্ তোমার বাক্যে আমার শোকপয়োধি উচ্ছলিত হলো, রাজ্য রক্ষার জন্যে পুনরায় বিবাহ কর্‌বো বল কি। এ ত পাগলের কথা, রাজ্যে আর আমার কি প্রয়োজন। তুমি অমন কথা আর বলো না।

বিলা। আমি পাগল কি, আপনি পাগল মহারাজ! রাজ নিয়ম প্রতিপালন কর্ত্তে হলে এরূপ বৈরাগ্য ভাব কর্‌লে চল্‌বে না। দেখুন না কেন অযোধ্যাধিপতি সূর্য্য বংশীয় রাজা দশরথ পুত্র কামনায়, এক শত মহিষীর পাণিগ্রহণ করেন, মহারাজ তাতে ক্ষতি কি?

রাজা। বিলাসভুক্! আমার আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না, আর ভাল লাগে না। আমি চল্লুম্।

[প্রস্থান।

বিলা। অল্পে ছাড়া হবে না, মেয়েটাকে ভাল করে দেখ্‌লেই সকল শোক চলে যাবে। আমি আর হেথায় একলা কি করি, যাই।

[প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ রঙ্গস্থল।

(রাজ সভা।)

রাজা ও মন্ত্রী—আসীন।

নেপথ্যে—দুর্ব্বৃত্ত দুরাচার, অত্যাচারী, সুরাপায়ী, মূর্খ নরাধমদের আচরণে পাড়ায় বাস করা ভার হয়ে উট্‌লো, দেশের রাজা যেমন অন্ধ হয়েচে, প্রজারাও সুযোগ পেয়েচে।

রাজা। অমাত্যবর! শোন শোন, বহিঃপ্রদেশে কিসের গোল হচ্চে।

সত্রাসে এক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। মহারাজের জয়লাভ হউক, শ্রীবৃদ্ধি হউক, এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করুন্, পাষণ্ড ধর্ম্মভ্রষ্ট মাতালদের দমন করুন্, আজ্ আমার সর্ব্বনাশ করেচে, ষণ্ড গণ্ডগণ আমার কুলধর্ম্ম ও মান সকলি নষ্ট করেচে।

রাজা। ব্রাহ্মণঠাকুর হয়েচে কি? বলুন না।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আমার সর্ব্বনাশ করেচে, আমায় কাম্‌ড়ে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েচে।

বিলাসভুকের প্রবেশ।

বিলা। (ব্রাহ্মণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) মহারাজ! একি! (উচ্চৈঃস্বরে) ও ভট্টাচার্য্য মশায় হয়েচে কি, ও হাতে গামূচায় বাঁধা কি।

ব্রাহ্মণ। আরে বাপু! আজ্ মূর্খ দুর্দ্দান্ত মাতালদের হাতে পড়ে অপমানের এক শেষ হয়েচে। বাপু হে! প্রতি দিন যজমানের বাড়ী পূজা করে তণ্ডুলাদি সংগ্রহ দ্বারা পরিবার ও পুত্রগণের ভরণ পোষণ করে থাকি, বেলা দুই প্রহর অতীত হয়েচে, এখনও আহার হয় নাই, আহা বালকগণ ও ব্রাহ্মণী আমার মুখ প্রতীক্ষা কর্‌তেছে। আমি ঘরে গেলে পাক শাকের উদ্যোগ হবে। এক বিধবা কন্যা আছে। দোষের মধ্যে তাকে সঙ্গে করে আজ যজমানের বাড়ী গিস্‌-লুম। পথি মধ্যে এক দল ভয়ানক মাতাল এসে আমায় ধল্লে, আহা হা, কন্যাটি বড়ই ধর্ম্ম শীলা, কি অপমান! এখন তাকে ত ঘরে রেখে এসেচি, আর এই দেখ কি অবস্থা করেচে। (চিবুক প্রদর্শন এবং গাম্‌ছার গ্রন্থি খুলিয়া) দেখ হে বাপু দেখ, মহারাজ দেখুন, চারি পাঁচ সের তণ্ডুলের মধ্যে এই কটা পড়ে আছে। ব্যাটারা ত আমাকে কামূড়ে ছিঁড়েচে, তবু কন্যাকে বাঁচয়ে নেগেছি, কিন্তু রাগের চোটে গামূছা খানা ছিঁড়ে দিয়েচে, চাউল গুলো ফেলে দিয়েচে, উপকরণ গুলো সব খেয়ে ফেলেচে, কমলা লেবু গুলো

সব খেয়েচে, মদের মুখে টক্ক বুঝি ভাল লাগে। আমার জন্যে ভাবি না, আজ অনাহারে পুত্রগণ ও ব্রাহ্মণীর দশা কি হবে। মহারাজ! রক্ষা করুন্, এদের হাত হতে রক্ষা করুন্, রাজ্যে বাস করা ভার হয়ে উটেচে।

বিলা। ভট্টাচার্য্য মশায়! মাতালদের নিন্দে কর্‌বেন না, ঘরের মাতালে শেষে ছিঁড়ে খাবে।

ব্রাহ্মণ। নিন্দের কর্ম্ম যারা করে তাদেরই নিন্দে করি, তাতে ভয় কি? ঘরের কথা আবার কি বল?

বিলা। মশায়! আপনার ভ্রাতষ্পুত্র, কোন দিন কি তার হাতে পড়েন নি।

ব্রাহ্মণ। বাপু! তারা ভদ্র মাতাল, লেখা পড়া জ্ঞান আছে, তাদের দ্বারা এরূপ জঘন্য কুৎসিত কাজ হয় না।

বিলা। আপনার ঘরে যা হয় তা কখনই কুৎসিত হয় না।

নেপথ্যে—চৌ—কি—ডা—র তোম্ কাঁহা লে যাতা হ্যায়। ইয়ে কিস্‌কা মোকান হ্যায়—বাবা মদ দেবে ত।

মন্ত্রী। এ আবার কি গোল হয়।

চৌকিদার সমভিব্যাহারে তিন জন সুরাপায়ীর প্রবেশ।

বিলা। দাঁতাল, মাতাল, শিঁঙেল, এই তিনটে মাতাল আস্‌চে, হেথায় থাকা নয়।

[বিলাসভুকের প্রস্থান।

চৌকি। মহারাজ! রাজ পথে এই তিন ব্যক্তি নিতান্ত দৌরাত্ম কর্‌তেছিল, এজন্য এদের রাজ সাক্ষাৎকারে ধরে আনা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! এই মহা পুরুষরাই আমার এই অবস্থা করেছে, আঃ রাম বাঁচলুম, ব্যাটারা ধরা পড়েচে।

১ম মাতাল। (ব্রাহ্মণের প্রতি) ত্রেতাযুগের ল্যাজ বাবা মাথায় উটেচে, তবু বুদ্ধি খানি বাছার আমার ১৩ হাত, কত বুদ্ধি ধর বাবা, মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে চ, আরসি, এনে মুখ খানা দেখ বাবা, কিছু কালের জন্যে মনে থাক্‌বে। হেথায় ক্যান বাবা?

মন্ত্রী। আহা! এঁরাই দেশের ভদ্র লোক, এঁরা ভদ্র সন্তান, কোথায় এঁদের নে দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে, না এঁরা দেশের ও জাতির নাম ডুবুচ্চেন।

ব্রাহ্মণ। মন্ত্রিমশায়! দেখ্‌লেন ত রাজ সাক্ষাৎকারে এঁদের এইরূপ ব্যবহার তাতে বুঝুন না, বাইরে এঁদের কত দূর্‌ দর্প।

২য় মাতাল। বামনের বুদ্ধি আ মরি আমারি মত। মামার বাড়ী (মদ খেয়েচি বলে) নালিশ কত্তে এসেচে। (তৃতীয়ের প্রতি) কি ইয়ার এ মামার বাড়ী নয়।

৩য় মাতাল। বাবা এত বড় মামার বাড়ী। (মন্ত্রীর প্রতি) এক গ্ল্যাস ব্রাণ্ডি দাও বাবা।

মন্ত্রী। একি! আপনারা ভদ্র সন্তান, আপনাদের কথা বার্ত্তা ও ব্যবহারে বড়ই ঘৃণা হচ্চে, এ রাজবাড়ী মদ চাও কি?

২য় মাতাল। বাবা বেস্ বলেচে, রাজা মদ বিক্রি করবেন, তাতে দোষ নেই, আমরা খেলেই যত দোষ।

রাজা। অমাত্যবর! কি বলে হে?

মন্ত্রী। মহারাজ! সুরা বিষয়ক কর থাকা হেতু এরা সুরাপান রাজ নিয়ম বলে উল্লেখ কর্‌তেছে।

রাজা। মন্ত্রিবর মাদক দ্রব্য ও সুরা বিক্রয় রাজ্যে বন্ধ হলে আয় সম্বন্ধে অনেক হ্রাস হবে। এ বিষয় কল্য বিবেচনা করা হবে। এই তিন জন ব্যক্তির দশ দশ মুদ্রা দণ্ড করে ছেড়ে দাও। এবং বিংশতি মুদ্রা রাজ সরকারে জমা দিয়ে দশ মুদ্রা ব্রাহ্মণকে দাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

ব্রাহ্মণ। মহারাজের জয় হউক, কি উত্তম বিচার, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম।

১ম মাতাল। (দ্বিতীয়ের প্রতি) দেখ্‌লে বাবা আমাদের মুখে কোন কথা না শুনে বিচার হয়ে গেলো। ত্রিশ টাকা দিতে হবে, বাবা দে যাও। তবে কি না দুটো কথা বল্‌তে পেলুম না। (মুদ্রা নিক্ষেপ)

মন্ত্রী। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! এই লউন। (দশ মুদ্রা প্রদান)

রাজা। অমাত্যবর! সভা ভঙ্গ কর। (সভা ভঙ্গ)

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম রঙ্গস্থল।

(বিলাস ভবন।)

বিলাসভুক্ ও পুরোহিত—আসীন।

বিলা। পুরুত মশায়! রাজবংশ নিঃসন্তান হলো, এখন রাজ্য রক্ষার উপায় কি বলুন?

পুরো। রাজ্য রক্ষার উপায় রাজাই দেখ্‌বেন আমাদের সে বিষয়ে চিন্তিত হবার আবশ্যক কি।

বিলা। পুরুত মশায়! কেবল রাজ্য রক্ষা নয়, আমাদের মান রক্ষা ও ক্ষুধা নিবারণ টাও চাই, উহার একটা উপায় স্থির করা গেছে, আপনি বিশেষ যত্ন কর্‌লেই হয়ে যেতে পারে। আর হয় যদি তবে পুনরায় আমাদের আশা সকল বিষয়ে ফলবতী হবার সম্ভাবনা।

পুরো। বাপু এমন! তবে বল দেখি কি উপায়।

বিলা। পুরুত মশায়! রত্নবেদির সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দিতে পাল্লে আমাদের নষ্ট কুষ্ঠি উদ্ধার হয়।

পুরো। বিলাসভুক্! যা বল্‌চো ঠিক্, হয় যদি তবে আমাদের অন্ন খায় কে। হতেও পারে, মহারাজের শোক অনেক পরিমাণে নির্ব্বাণ হয়েচে, মনটাও নরম হয়েচে; তবেযে এক এক বার হা হুতাশ করেন সে কেবল দেখানে।

রাজার প্রবেশ।

পুরো। (মহারাজের প্রতি) মহারাজ! অতি সুসময়ে এ সুখ ভবনে আপনার আবির্ভাব হলো, রাজলক্ষ্মী নির্ব্বিবাদে রাজসংসারে ও রাজ্য মধ্যে অবস্থিতি করুন্। রাজ গোচরে, মহারাজ, আমার এক বক্তব্য আছে।

রাজা। পুরোহিত মহাশয়! কি বক্তব্য বলুন।

পুরো। মহারাজ! মহারাণীর পুত্র হবার বয়েস নাই। রাজ ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থে আপনার পুনরায় দার-পরিগ্রহ করা বিধি, দেখুন বশিষ্ঠদেবের রাজ ধর্ম্মে উক্তি রহিয়াছে।

পুত্রার্থে পুনঃ গ্রহেৎ ভার্য্যা
রাজ্য রক্ষার্থে পুনঃ পুনঃ
নরেশ নরকং যান্তু
যস্মিন পুত্র নবিদ্যতে

মহারাজ! রাজবংশে পুত্র না থাক্‌লে রাজাকে নরকগামী হতে হয়, আর রাজ্যও রক্ষা হয় না, অতএব বিবেচনা করে দেখুন, রাজ্য রক্ষার্থে পুনরায় বিবাহ করাই শ্রেয়ঃ।

বিলা। (স্বগত) কি উপযুক্ত পুরুত, কি চমৎকার শ্লোকই আওড়ে দিলেন। (প্রকাশে) মহারাজ! আমাদের গুণবতী (চমকিত হইয়া) না না!! গুণবান্ পুরুত মশায়ের কাছে ত সব শুনলেন, এখন কি কর্ত্তব্য বিবেচনা করুন।

রাজা। সখে বিলাসভুক্, পুরোহিত মশায় ও আপনারা বলেন

কি তা বুঝ্‌তে পারি না। আমার সংসার-ললাম-ভূত সৃষ্টিধর কুশসেনীর যখন মৃত্যু হয়েচে তখন আমি আর কোন্ লজ্জায়, কোন্ মুখে বিবাহ কত্তে উদ্যত হই, আজ্ কোথায় পুত্রের বিবাহ দে জীবন সার্থক কর্‌বো কোথায় পুত্রবধূর মুখ-সুধাকর দর্শন করে মনের মালিন্য দূর কর্‌বো, না আজ্ নিঃসন্তান রাজা বলে তোমরা বিবাহের প্রস্তাব কচ্চো। না জানি পূর্ব্ব জন্মে কতই পাপ করেছিলাম, কত জীবের জীবন নষ্ট করেচি, কত অনাথা রমণীর প্রাণতুল্য পুত্র রত্ন বিনষ্ট করে তাদের চোকের জলে ভাস্‌য়েচি, কত পিতার আশা তরু চ্ছেদন করে হৃদয়স্থ শোণিত শুষ্ক করেচি, আজ্, আমার এ দশা সেই সমস্ত পাপের ফল ভোগ, আমি যে শাপগ্রস্ত হয়ে এই বিষম সর্ব্বনাশের ভাগী হলেম তার আর কোন সন্দেহই নেই। হায় রে, আমায় আবার বিবাহ কত্তে হলো।

পুরো। ভবিতব্যতাই সকল কার্য্যের মূল, বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যাকুল হয়ে কেউ কখন ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দেয় না।

বিলা। মহারাজ। এ রূপ গুরুতর বিষয়ে এ প্রকার ব্যাকুল হলে চলবে না। আপনি আর এত অস্থির হন কেন?

রাজা। সখে! নির্ম্মল মানস-সরসীর জল কি প্রবল বাতাহত হয়ে স্থির থাকে, দাব-দগ্ধ কুরঙ্গীর অন্তর ও দেহ কি কখন সুস্থ থাকে।

বিলা। মহারাজ! আপনি যাই বলুন, আমরা আপনার

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আপনার মঙ্গলে আমাদের মঙ্গল, আমরা ন্যায়সিদ্ধ ও বিচার সঙ্গত বিষয়ে প্রস্তাব করে-ছিলুম, তাতে আপনার এ রূপ আভাস দেখে নিতা-ন্তই জান্‌লাম যে আমাদেরও যেমন অদৃষ্ট আপ-নারও সেই রূপ, আমরা কিছু দিন আপনার সহবাস পরিত্যাগ করি, জানি কি পোড়াকপালে বামুনের সহবাসে যদি এইরূপই হয়ে থাকে, মানে মানে এই বেলা সরে পড়ি। আজ্‌ আমাদের ন্যায্য কথা অন্যায় বোধ হচ্চে, কাল না জানি আরও কি হয়।

রাজা। সখে! এই কি তোমার রাগ করবার সময়, তোমরা যা যথার্থ বিবেচনা কর তাই করবে, তাতে আবার আমার মতামত কি।

পুরো। মহারাজ! ব্রাহ্মণ জাতি স্বভাবতই কিছু উগ্র-স্বভাবা-পন্ন হয়ে থাকে, তজ্জন্য বিলাসভুকের কোন দোষ গ্রহণ করবেন না। অদ্য বেলা অতিরিক্ত হলো চলুন আপনাকে রাজ বাটিতে রেখে আমরা ঘরে যাই।

রাজা। চল যাই।

[সকলের প্রস্থান।

বহির্য্যবনিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল ।

(মন্ত্রির ভবন ।)

রোহিণী—আসীন ।

বিজয়া ও সুলক্ষণার প্রবেশ।

রোহি। ওলো ও বিজয়া, ও সুলক্ষণা, পথ ভুলে এ দিকে এলি নাকি, তোরা যে ডুমুরের ফুল হয়েচিস্ ।

সুল। ঠানদিদি! এক দণ্ড কি সময় পাই যে দেখা কত্তে আসি, ইচ্ছে ত রোজ আসি, পারি কৈ ।

রোহি। আর পারবি কেন বল, নাজ্জামাইরে কি এমনি যে তোদের আত্মীয় লোকের সঙ্গে দেখা কত্তে মানা করে দেছে ।

সুল। ঠানদিদি! ও কথা থাক্, এখন বল দেখি রাজ বাড়ীর কি কথা শুন্‌তে পাচ্চি ।

রোহি। ওলো সুলক্ষণা রাজ বাড়ীর কথা আর শুনে কাজ নেই, শুন্‌লে পরে আর জাত থাকে না।

বিজ। ঠানদিদি! সত্যি সত্যি, রাজার এ হলো কি ? উন্মাদ হয়ে পড়েচেন না কি। ছেলের জন্য যে করেন করুন, তাতে কেউ কোন কথা কইতে পারে না। সেই ভাল

মানুষের মেয়েকে ছেলের জন্যে ত চুরি করে আন্‌লেন, তার পর ত যা হবার তা হয়ে গেলো, এখন আবার একি শুন্‌তে পাই তাকেই নাকি বে কর্‌বেন।

স্থূল। এখন হয়েচে কি, আরও কত শুন্‌বি। দুটো বামনেই ত রাজাকে খেলে।

বিজ। তাই বটে, ঠিক্ বলেচিস্ বন্।

স্থূল। ঠানদিদি! হলো কি? যাকে বৌ কর্‌বেন মনে করেছিলেন, তার সঙ্গে একি।

রোহি। দিদি! রাজার দোষ দোবো কি, কালের দোষ, সব কথা শুন্‌বি ত আয়, হেথায় কেউ কোথা থেকে শুন্‌বে, এমন কথা বাইরে বলা নয় দেয়াল গুলোরো কাণ আছে।

স্থূল। তবে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম রঙ্গস্থল।

(রাজোদ্যান।)

মহারাজ গজপতি রায়—আসীন।

রাজা। আমি এই বৃক্ষের অন্তরালে পিপাসাতুর চাতকের ন্যায় মনোমোহিনীর মুখ কাদম্বিনী দর্শন আশে প্রতীক্ষা করি। সুমতি তাহার বাক্য প্রমাণ নবীনা ষোড়শী কামিনীকে এই অপরাহ্ণ সময়ে সরোবরে আন্‌তে বিলম্ব কর্‌বে না। সূর্য্যদেব অস্ত প্রায়, যদি আসে ত এই সুসময়, আমি এই স্থানেই বসি। কামিনীর মন অতি কোমল, আমি বিনতি ও মিনতি দ্বারা তাহার সম্মতি গ্রহণ কর্‌ব, তাতেযদি না হয়, চরণেধর্‌ব। একবার বিফল হয়েচি, তাতে খেদ নাই, আজ্ ইন্দুনিভাননার অমূল্য চরণ কমল চুম্বন করে, তাহার অভিমান ও রোষের শান্তি সাধন দ্বারা বাসনানুরূপ ফলাস্বাদনে কৃতকার্য্য হবই হব। (দূরে দৃষ্টি করিয়া) এই না কারা আস্‌চে, এই ত বটে, আমি নিস্তব্ধ হয়ে থাকি। (রাজার গুপ্তভাবে বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি)

—

সুমতি ও রত্নবেদিকার প্রবেশ।

রত্ন। ওলো সুমতি! বেলা যে আর নেই, ঐ দেখ্ দেখ্ পুষ্প বনে কৃষ্ণকলি ফুল ফুটে উটেচে, সরোবরের দিকে চেয়ে দেখ্ কমলিনী ম্লান হচ্চে, ঐ দেখ্ পঞ্চবটী বনস্থ বৃক্ষের শাখায় নানা দিক্ হতে বিহগগণ উড়ে এসে বস্‌চে। আহা হা! সুমতি! দেখ্ লো দেখ্ কেমন সুন্দর পাখীটি দেখ্। চিত্রের কি বা পারিপাট্য, হরিত বর্ণের উপর রক্তবিন্দু কি বা মনোহর শোভা হয়েচে, আহা চোখ দুটি কেমন লাল। ঐ শোন্ লো শোন্, কেমন শিস্ দিচ্চে।

সুম। আ মরি মরি! বেস শিস্ দিচ্চে।

রত্ন। সুমতি! পাখীটিকে দেখ্‌তে পেয়েচিস্ কি।

সুম। না গো, বেস্ দেখ্‌তে পাই নি।

রত্ন। কেন ঐ বকুল গাছের ছোট ডালটিতে দেখ্ দেখিন্।

সুম। হ্যাঁ গো হ্যাঁ বেস্ দেখ্‌তে পেয়েচি, আহা, অমন পাখী ত কখন দেখি নি।

রাজা। (বৃক্ষান্তরালে স্বগত) চক্ষু আর নীমিলন কত্তে ইচ্ছে হয় না, ইচ্ছে হচ্ছে যে ঐ ছবি খানি সুমুখে রেখে সততই দেখি। অন্তর ঐ দিকেই ধাবিত হচ্চে। সুমতি আর বিলম্ব করে কেন, আর যে আমি গুপ্তভাবে থাক্‌তে পারি না। নয়নের কিবা ভাব, বদনের কিবা লালিত্য, ভ্রূর কিবা ভঙ্গি, ভ্রূযুগের এক বৃন্তে দুটি নীল বকের কলিকা-স্বরূপ হয়ে কি অপরূপই শোভা ধারণ করেচে।

রত্ন। সুমতি! বেলা যে সব গেল, কৈ গামৃছা খানা দে।

সুম। (বস্ত্রাদি সমস্ত দর্শন করিয়া) কৈ গো গাম্ছা খানা যে দেখ্‌তে পাই না ভুলে এলুম নাকি, যাই গাম্ছা খানা নে আসি, ভুলেই এয়েচি।

রত্ন। যা শিগ্গির আসিস্, আমার একলা থাক্‌তে ভয় করে।

সুম। এই খেনে আছি মনে কর না, যাবো আর আস্‌বো। (স্বগত) আস্‌বোই যদি তবে কি গাম্ছা ভুলে আসি।

[সুমতির প্রস্থান।

রাজা। (অন্তরালে) সুমতি ত তার কাজ ক'রে চ'লে গেল, এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন কি কিন্তু আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপ্‌তেছে, কি রূপে সুন্দরীর লজ্জার অপনয় কর্‌বো, পূর্ণ সুধাকর মেঘ জালে আচ্ছন্ন থাক্‌লে চকোর কখন মনোরথ পূর্ণ কর্‌তে পারে না, অতএব যাই একেবারে চরণে গিয়ে ধরি, এই উত্তম উপায় হয়েচে।

রত্ন। সন্ধ্যা হয়ে এলো এখনও সুমতি এলো না, ভয় হচ্চে। পালাই। (গমনোদ্যত)

রাজা। (বৃক্ষান্তরাল হইতে বহির্ভূত) সুন্দরী, রূপসী, এ অনুগত দাস, তোমার অনুবর্ত্তী হয়েই আছে, ভয় কিসের।

রত্ন। (সচকিতে ও স্বগত) যার ভয় কচ্ছিলুম, তাই এসে ঘটলো। এখন করি কি। (নিস্তব্ধ)

রাজা। দেব দুর্লভে! এ অনুগত জনের প্রতি কৃপা কর, হে ললনে! এ পতিত জনকে উদ্ধার কর, হে সুচ-

রিতে ! আর আমায় দগ্ধ করো না, তোমার সুধাসিক্ত বাক্য দ্বারা এ তাপিত প্রাণকে শীতল কর, এখনও কথা কইলে না, তোমার চরণে ধরি, দুটো কথা কয়ে এ অধীনের ক্ষোভ দূর কর, হে চন্দ্রাননে তোমার ও সুধাংশুবদনামৃত দানে তৃষিত চকোরের তৃষ্ণা দূর কর।

নিস্তব্ধে বিলাসভুকের প্রবেশ।

বিলা। (গুপ্তভাবে বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি) বাঃ কি মজাই হয়েচে, কাঁটার মুখ কে ছুঁচলো করে দেয়। এখন হলে হয়, মহারাজকে যে ব্যস্ত দেক্‌চি তাতে হওয়া ভার, রাজার ইচ্ছেটা যে আজই হয়, দেখা যাক্ কত দূর হয়।

রাজা। হে কমল-নয়নে ! হে বিধু-বদনে ! তুমি আমার রাজ সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হবে, তুমি আমার অতুল ঐশর্য্যের ঈশ্বরী হবে, আমায় কেন আর বঞ্চনা কর, আমি আমার প্রাণ ও মন সকলি তোমাতে অর্পণ করেছি, তোমার চরণে ধরি, । (চরণ ধারণ ও ভূমে পতন)

রত্ন। মহারাজ করেন কি ! আমি যে আপনার কন্যা স্বরূপা, আমার সহিত একি ব্যবহার !! পা ছেড়ে দিন।

রাজা। পায়ে না ধরলে নারীর মান যায় না, মনোমোহিনি ! অয়ি, মধু-ভাষিণি ! তোমার সুমিষ্ট কণ্ঠ-বিনির্গত বাক্য শ্রবণে মন তৃপ্ত ও শরীর শীতল হলো, যথার্থ বলেছ, তুমি আমার কামিনী স্বরূপ, প্রিয়ে ! প্রেম-ব্রতের প্রতিষ্ঠা হেতু এ অনুগত জনকে দয়া কর। (ভূমি হইতে উঠিয়া হস্ত ধারণে উদ্যত)

নেপথ্যে। রে দুরাচার! রে কুলাঙ্গার! রে পাপিষ্ঠ! রে নরাধম! রে পাষণ্ড! এই কি তোর রাজধর্ম্ম, তুই কোন্ সাহসে এই ধর্ম্ম শীলা রাজনন্দিনীর অক্ষত অঙ্গ স্পর্শ কত্তে চাস্, রে ভ্রষ্ট মতি কুল নাশক! এখন কি তোর চেতনা হয় নাই। এই পাপে তোর বংশ নির্ম্মূল হবে।

(রাজা সচকিতে দণ্ডায়মান ইত্যবসরে রত্নবেদিকার পলায়ন)

রাজা। কে এ সময় গুপ্তভাবে উদ্যান মধ্যে অবস্থিতি কর্‌তেছে। (চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ রত্নবেদিকা কোথায় গেল।

বিলাসভুকের বৃক্ষান্তরাল হইতে বহির্ভব।

বিলা। মহারাজ! এ অসময়ে উদ্যান মধ্যে কি হচ্চে।

রাজা। সখে! আর হবে কি।

বিলা। মহারাজ! প্রেমের পথ অতি দুরূহ, আপনার মত লোকের সে পথে প্রতি পদার্পণেই পদস্খলন হয়। অমন ব্যাকুল হলে কি কার্য্য সুসিদ্ধ হয়ে থাকে।

রাজা। সখে! তবে সকলি অবগত হয়েচ, ভালই হয়েচে, বল্‌তে পার, আমায় কে লুক্কায়িত ভাবে যার পর নাই ভর্ৎসনা কল্লে, আর হৃদয়-শারিকা রত্নবেদিকাই বা কোথা গেল।

বিলা। মহারাজ! আমারও ভর্ৎসনা বাক্য শুনে অদ্ভুত জ্ঞান হচ্চে। কে যে বল্লে কিছুই স্থির কত্তে পাল্লুম না। কোকনরাজ তনয়া বা কোথা গেল, তাও দেখ্‌তে পেলুম না।

রাজা। সখে! তবে এসো একবার আমরা এই উদ্যান মধ্যে ও বাহিরে অন্বেষণ করি।

বিলা। চলুন তাই করা যাক্, আমি উদ্যান বাহিরে যাই, আপনি উদ্যান মধ্যে দেখুন।

[বিলাসভুকের প্রস্থান।

রাজা। (অগ্রসর ও সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) কি শুভাদৃষ্ট! তৃষিত চকোরে সুধাদানে সুধাকর স্বয়ং উপস্থিত। হৃদয় রত্ন, রত্নবেদিকা এই দিকে আস্‌চেন। (প্রকাশে) প্রিয়ে! (সচকিতে) একি! কুরঙ্গী-ভ্রমে ব্যাঘ্রীকে সম্বোধন কচ্চি, এ যে রাণী সুরমা দেখ্‌চি। কে ও।

রাণীর প্রবেশ।

রাণী। নরনাথ! এ আপনার শ্রীচরণ সেবিকা সুরমা। বহু দিবসাবধি ও চরণ দর্শনাভাবে মন অতি ব্যাকুল হয়েচে, এই সুখময়ী জ্যোৎস্না রজনীতে এ দগ্ধ হৃদয়ে সুখের লেশ মাত্র নাই। শয়নে শয্যা কণ্টক ক্লেশ অনুভব হলো, হৃদয় বল্লভ! আর কি এ অধিনীর মুখ দেখ্‌বেন না? এ চিন্তায় পতি প্রাণা রমণী কি স্থির থাক্‌তে পারে। রজনীতে নিদ্রার অভাব, আপনার করুণা লাভ আশে এ অসময়ে দাসী সঙ্গে উদ্যানে এলেম, হৃদয়েশ! অধিনীর প্রাণ ও মান রক্ষা করুন। দাসীর এই ভিক্ষা—

রাজা। (কাল্পনিক কোপ ভরে) আমি এ সময় অতি ব্যস্ত আছি, আমার তোমার সঙ্গে রঙ্গ কর্‌বার সময় নয়।

[রাজার প্রস্থান।

রাণী। (চিন্তা) হা বিধাতঃ! এত দিনের পর দেখা হয়ে কি এই দুর্ব্বিসহ ক্লেশের ভাগী হলেম, নিতান্ত পোড়া কপাল না হলে কি এমন হয়? ওরে পাষাণ হৃদয়! এখনও বিদীর্ণ হচ্চিস্ না কেন? সকল দিকেই দুর্দ্দৈব, যে দিকে নিরীক্ষণ করি, সেই দিকেই অন্ধকার দেখি। পতির সহবাসিনী আছি, এই সুখে কোন জ্বালাতে আর জ্বলি না। পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতিই গতি ও পতিই স্বর্গ, পতির এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারে আর এ ছার জীবন কি রূপে রাখি, আজ্ আমি জীবনে এ জীবন অর্পণ করে সকল জ্বালা হতে নিষ্কৃতি হব, আজ্ জানকীর ন্যায় পতি সমক্ষে এ জীবন পরিত্যাগ করে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো। এই রজনীতে পতি আমার কি রূপে আমায় একাকিনী উদ্যানে রেখে চলে গেলেন। আমার আর এ স্থানে থেকে হবে কি, যাই।

[রাণীর প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম রঙ্গস্থল।

(সুড়ঙ্গ পথ।)

রত্নবেদিকা—আসীন।

রত্ন। হারে বিধাত! অবলার কপালে আর কত কষ্ট আছে, এ রাত্রে এখন যাই কোথা, কি করি, রাজবংশে এমন ভ্রষ্টমতি, দুরাচার, নৃশংস ত কখনও দেখি নি, সম্মুখে বোধ করি, রাজ-পুরবাসিনীগণের দেব চন্দ্রচূড়ের মন্দিরে যাবার সুড়ঙ্গ, এই সুড়ঙ্গের দ্বার মোচন করে যদি চন্দ্রশেখরের আশ্রয় নিতে পারি, তবেই এ যাত্রা রক্ষা পাই। কিন্তু দ্বার মোচন করা কি আমার কর্ম্ম। (দূরে মনুষ্যাবয়ব দৃষ্টে) এ কে দূরে আস্‌চে, জানি না অদৃষ্টে আবার কি আছে।

দূরস্থ অবয়ব। রাজার স্বভাব আজ্‌ সকলি দেখ্‌লাম, নিজ প্রত্যুৎপন্নমতি প্রভাবে অবলা কুলবালার কুল ধর্ম্ম ও মান রক্ষা করেচি। অদৃশ্যভাবে আমি এরূপ ভর্ৎসনা বাক্য না প্রয়োগ কল্লে, দুরাচার রাজা কখনই অল্পে ছাড়তো না। (যুবা ক্রমে সম্মুখে উপস্থিত ও রত্নবেদিকা ভীত হইয়া পলায়নোদ্যত)

অপরিচিত ব্যক্তি। মান্যে! আপনার অবস্থা সকলি আমি অবগত আছি, এ ত্রিযামায় একাকিনী কোথায় যাবেন, আমি আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আমার দ্বারা আপনার এ সময়ে যে রূপে যে কোন উপকার হতে পারে তা হবে।

রত্ন। মহাশয়! আপনার আশ্বাস বাক্যে আমার ভরসা হলো, মনে সাহসের উদয় হলো, এ অসময়ে সভ্যতার রীতি নীতি প্রদর্শন করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য দোষ গ্রহণ কর্‌বেন না, যদি এ অনাথিনীর উপর কৃপা হয়ে থাকে, তবে অনুগ্রহ ক'রে এই সম্মুখস্থ সুড়ঙ্গদ্বার মোচন ক'রে এ দুঃখিনীকে উপকৃত ও চিরবাধিত করুন, আমার অবস্থা আপনি কি রূপে অবগত হইলেন, সে বিষয় শোনবার আরসময় নাই। হে! যুবক বর! সময় গুণে আপনার পরিচয় গ্রহণ কর্‌তেও অক্ষম।

যুবা। নবীনে! আপনাকে কোন বিষয়ে সঙ্কুচিত হতে হবে না। সরলে! এই সুড়ঙ্গ দ্বার মোচন ক'রে দি।

(সুড়ঙ্গদ্বার মোচন ও দূরে পাদ নিক্ষেপ শব্দ শুনিয়া)

সুন্দরি! দেখ দেখি, কে বুঝি আস্‌চে।

রত্ন। (স্পষ্ট রূপে সুমতিকে দেখিয়া) হ্যাঁ আমার দাসী সুমতি আস্‌চে।

যুবা। তবে আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই, দ্বার মুক্ত রইলো, আমি চল্লুম্।

[যুবার প্রস্থান

সুমতির প্রবেশ।

রত্ন। কেলো! সুমতি যে লো, এই না গাম্‌চা আন্‌তে গিছ্‌লি।

সুম। ওগো! আর কিছু বলো না, কেঁদে কেঁদে চোক্ ফুলয়ে ফেলেচি।

রত্ন। ওলো! আর কাঁদ্দে হবে না, সব বোজা গেছে, আর দাঁড়াতে পারি না চল্লুম্, পরে দেখা হয় ত সব বল্‌বো।

সুম। ওগো! যাবে কোথা, আমিও তোমার সঙ্গে যাই চল।

রত্ন। ওলো! তা হবে না, তুই এই সুড়ঙ্গের দ্বারটা বন্ধ করে যা, আমি ইহার ভেতর দিয়ে মন্দিরে চলে যাই, আমার ভাল চা'স্ ত আর দেরি করাস্ নি।

সুম। ওগো! সত্যি সত্যি, যাবে নাকি? এত রাত্রে আই-বুড়ো যুবো মেয়ে একলা যাবি, তবে আয়, আমি কাচ্‌টা ক'রে দি।

রত্ন। আর কাচ্ ক'রে কাজ নেই, আইবুড়ো যুবো মেয়ের যা হবার তা সেই বাগানেই হয়ে ছিলো। (সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশোদ্যত ও সুমতি রত্নবেদির হস্ত ধারণ ও মস্তক স্পর্শ করে—)

ইন্দুর উঁন্দুর পথের সাপ,
জলের কুমীর বনের বাঘ,
পথ ছেড়ে দাও পঞ্চমা,
রত্নবেদি যাবে অনাদ্য ধর্ম্মের ঠাঁই,
কার আজ্ঞে? এ বড় বীর বাপ নরসিংহের আজ্ঞে,

(ফুৎকার প্রদান)

রত্ন। হয়েচে ত, তবে ছেড়ে দে, দোরটা বন্ধ করে যা। আমি যে সুড়ঙ্গ পথে গেছি, কারুর কাছে বলিস্ নি। (সুড়ঙ্গে রত্নবেদির প্রবেশ)

[সুমতি সুড়ঙ্গদ্বার বন্ধ করে প্রস্থান'।

যুবার পুনঃ প্রবেশ।

যুবা। সুড়ঙ্গের দ্বার বন্ধ রয়েচে, সুন্দরী সুড়ঙ্গ পথেই গেছে, তার আর সন্দেহ নেই, ইচ্ছা হচ্ছে আমিও এই পথে যাই। প্রহরীরা সকলেই নিদ্রাগত, কারাগার হতে বাহির হয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে বেড়াচ্চি, এই পথই পলায়নের সুবিধা, আমার পালানও হবে, আর সেই শরচ্চন্দ্র বিনিন্দিত বদনা ললনা যদি এই পথ অবলম্বন ক'রে থাকেন, তবে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ও সম্ভাবনা, শশি কিরণে সেই শশিবদনার হরিণাক্ষে আমার অবয়ব অঙ্কিত হয়ে থাক্‌বে, প্রথম দর্শনাবধি মন চঞ্চল হয়ে উঠেচে। আমার আর বিলম্ব করা উচিত নয়, আমি এই সুড়ঙ্গ পথে সেই সুরঙ্গ রঞ্জিত করপল্লব সম্পন্না কামিনীর পশ্চাদনুবর্ত্তী হই। (সুড়ঙ্গ দ্বার মোচনচ্ছত ও হটাৎ মনুষ্য পাদ নিক্ষেপ শব্দ শুনিয়া) একি! কারা আস্‌চে, সন্ধ্যার পর থেকে কারাগার হতে বাহির হয়ে শেষে বা বুঝি ধরা পড়তে হলো, ধরে ধরুক্, পালাব না।

রাজা ও বিলাসভুকের প্রবেশ।

বিলা। মহারাজ ঐ না কে দাঁড়য়ে রয়েচে?

রাজা। হাঁ তাই ত, এত পরিশ্রমের পর বুঝি এই বার সফল হলুম, এত দূরে আস্‌বে এত স্বপ্নের অগোচর, আমরা বাগানের পাশে পাশে বেড়াছিলুম, একটু এগয়ে এলে বোধ করি ধরা পেতুম্, আর এ কথাটা কাকেও বল্‌বার নয়, তা হলে এ দিক, ও দিকে লোক পাঠালেও হতো। (ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তি হয়ে) সখে বিলাসভুক্! এত আশা বুঝি বিফল হলো, এ যে পুরুষ দেখ্‌চি, একে কোথায় দেখিচি বোধ হচ্চে। এই না সেই দস্যু যে সেই সর্ষে পড়া মেরে সেই ছোঁড়াকে মেরে ফেলেছে। এ যে কারাগারে ছিলো, হেথায় কি করে এলো, (যুবার প্রতি) তুই কে? হেথা কেন?

যুবা। আমি কারাবাসী।

রাজা। হেথা কেন?

যুবা। নিরপরাধীকে কারাবাসী করা রাজ ধর্ম্ম নয়, আমি কারা হইতে স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে বাহির হয়েছি, এখন আপনার যাহা বাসনা হয় করুন।

রাজা। আমার বাসনা কাল বিচারাবসানে অবগত হবি। তোর প্রাণ দণ্ড কল্লেও আমার ক্রোধের অবসান হয় না। এখন আয় তোর স্বস্থানে তোকে রেখে আসি। (বিলাসভুকের প্রতি) সখে বিলাসভুক্! এসো!

কারাগারে একবার যাই, প্রহরীরা সব কি কচ্চে দেখে আসি, সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে নিতান্ত অমনোযোগী বোধ হচ্চে, এই দস্যু বালককে নিভৃত কারা কূপে আজ রক্ষা করবো।

বিলা। আজকের রাতটে এই রূপেই গেলো, যদি কার্য্য সফল হতো তবু এ কষ্ট, কষ্ট বোধ হতো না। চলুন যাই।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক।

পমঞ্চ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল।

(রাজ অন্তঃপুর।)

কুসুমকলি—আসীন।

কুসু। যামিনীর চতুর্থ যাম উপস্থিত। সুমতি সেই গেলো আর এলো না, আহা কোমলাঙ্গীর কোমল অন্তর অপমান হুতাশে দগ্ধ হচ্চে। আজ্ লজ্জাবতীর মুখ কুসুম লজ্জায় ম্লানা হয়ে গেছে। হা জগদীশ্বর! আজ না জানি সে কতই ভাব্‌চে, আজ তার নয়ন বারিতে বোধ করি পৃথিবী ভেসে যাচ্চে। আহা! রাজবালা, একে অভিমানী, তাতে অল্প বয়স্কা, তাতে আবার বিদেশ, নিকটে আত্মীয় পরিজন কেহই নাই, না জানি সে মনে মনে কতই বিপদ আশঙ্কা ক'রে কি ভয়াবহ উপায়ই স্থির কচ্চে, আজ তার শোক দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়েচে, সমস্ত রজনী একাকিনী, এই অপরিচিত স্থান তাতে প্রতি ক্ষণই শশঙ্কিত, কোন প্রহরীর হাতেই বা পড়লো, তাই বা কত অপমান ও ক্লেশ-কর, এ সব কি তার শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সহ্য হতে পারে? হে ভগবন্ সেই নির্দ্দোষী নিরপরাধা সরলা সুকুমারী ললনা এই রজনীতে তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করেচে, নাথ! অধিনীর এই ভিক্ষা যে সে কোন কষ্ট না পায়।

সুমতির প্রবেশ।

ওলো সুমতি! দেখা পেলি কি!

সুম। না গো! এই সমস্ত রাতটে ঘুরে ঘুরে বেড়ালুম দেখা ত পেলুম না।

কুসু। সুমতি! কি হবে বল্ দেখি ভেবে যে আর বাঁচি না।

সুম। ভাবনার কথা, তার আর কর্‌বো কি।

রাণী সুরমার প্রবেশ।

রাণী। ওমা কুসুমকলি! এখনি জেগেচিস্ যে মা।

কুসু। মা! সমস্ত রাতই ত জেগে আছি।

রাণী। কেন মা, তোর আবার কি হলো।

সুম। আপনার কি হয়েছে বলুন দেখি, চোখ দেখে বোধ হচ্চে যে আপনিও সমস্ত রাত নিদ্রা যান নি।

রাণী। সুমতি আমার কথা কেন কোস, আমার ঘুম কি ক'রে হবে বল, আমার কি এক জ্বালা আমার শতেক জ্বালা।

কুসু। মা! রাত শেষ হয়েচে, আমি এক বার ছাতের উপরে গে বসি।

রাণী। যাও মা! প্রভাতের বাতাসে শরীরকে শীতল কর্‌বে।

[কুসুমকলিকার প্রস্থান।

সুম। মহারাণী! কি হয়েচে বলুনই না, আমার শুন্‌তে বড় ইচ্ছে হচ্চে, আর তেমন তেমন হয় ত আর কোন উপায়ও করা যেতে পারে।

রাণী। (দীর্ঘশ্বাস) সুমতি! মরণই তার উপায়, জ্যান্তে তার আর উপায় নেই।

সুম। কেন অমন অধৈর্য্য হন কেন, বলুনই না, উপায় থাক্‌বে না কেন।

রাণী। ওলো! তবে লজ্জার মাথা খেয়ে বলি।

সুম। তার আবার লজ্জা কি।

রাণী। পতি মতি, পতিগতি, পতি মম জ্ঞান।
পতি রে ছাড়িয়ে কিসে বাঁচিবে লো প্রাণ॥
বহু দিন হলো রাজা উদ্যান ভবনে।
কাটিছেন সদা কাল না হেরি নয়নে॥
কি উপায় এর আছে বল লো সুমতি।
নৃপতির মন ফিরে হয় লো সুমতি॥

সুম। এই কথা বই ত নয়, সময় অতি উত্তম, এমন সময়ে এ সকল কাজ বড়ই ফলদায়ক। একটু অপেক্ষা করুন আমি এলুম বলে। (সুমতির প্রস্থান ও পান, সুপারি, জাঁতি ইত্যাদি হস্তে পুনঃ প্রবেশ)

মহারাণী! এই পানটি স্বহস্তে চিরুন, (রাণীর হস্তে তাম্বুল প্রদান) আমি মন্ত্র বলি।

পানের বোঁটা ধুঁতরো কাটি।
চেরা পানে গড়ালুটি॥

ঠাকুরাণী বোঁটা টা ফেলে দিন।

রাণী। এই দিলুম, (বোঁটা প্রক্ষেপ)

সুম। এই জাঁতি খানি নিন, আর এই সুপারি টি কাটুন (জাঁতি ও সুপারি প্রদান) আমি মন্ত্র বলি।

গৌরী দেন সিদ্ধি বাটা।
শঙ্কর বলেন সিদ্ধি ঘোঁটা॥

বলুন সিদ্ধি।

রাণী। সিদ্ধি।

সুম। সকল কার্য্য সিদ্ধি, এখন এই পানটিকে ভাল ক'রে চুন, খয়ের, মস্‌লা, টস্‌লা দিয়ে সাজুন দেকি।

রাণী। (পান সাজা ও সুমতি হস্তে প্রদান) এই নেলো সুমতি।

সুম। বেস্ মনের সহিত সেজেচো ত।

রাণী। হ্যাঁ মনের সহিত সেজেছি।

সুম। (পান হস্তে মন্ত্র পাঠ)

গোয়াগিনী গোবাগিনী
গো কাটে সহস্র ডাকিনী
আর পার্ব্বতী কাটেন গো
মহাদেব চেরেন পান
এই পান গজপতি রায়কে খাওয়ালুম কারণে
রাণী সুরমাকে না ছাড়ে মরণে
জ্যান্তে হয় গলার কাঁটি
মলে নেয় শ্মশান আড়ার মাটি
হ সিদ্ধি গুরুর পা,
কাঁওরের কামিক্ষ্যে মা,
কার আজ্ঞে, হাঁড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে

আপনার এই পানপড়া রাজাকে শিগ্গির লাগেগ
দোহাই হাঁড়ী ঝি শিগ্গির লাগে।

ফু ফু ফু।

। মা! এই পানটি রাজাকে কোন উপায়ে পাটয়ে দেবেন, তা এমন গুরুর আজ্ঞ্যে নয়, কমেন থেকে এসে লুটয়ে পড়বেন।

রাণী। সুমতি! আজ তোর কল্যানে প্রাণটা যেন ধড়ে এলো। যা বল্লি তাই ক'র্‌বো, ভোর হয়ে পড়েচে, চ মুখ হাত ধুই গে।

উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ রঙ্গস্থল।

(রাজ সভা।)

এক দিক্ হতে রাজা ও অপর দিক্ হতে মন্ত্রীর প্রবেশ।

রাজা। এসো অমাত্যবর এসো, এ সময়ে যে, কি মনে করে।

মন্ত্রী। একটি বড় আশ্চর্য্য অথচ রাজ সংসারের পক্ষে অশুভ ঘটনা ঘটেচে তাই মহারাজকে সম্বাদ দিতে এলাম।

রাজা। (ত্রস্তে) কি! কি! বলই না।

মন্ত্রী। মহারাজ! আজ প্রত্যুষ সময়ে দেব চন্দ্রচূড়ের মন্দির সমক্ষে ভ্রমণ কত্তে কত্তে মন্দিরাভ্যন্তরে বামা স্বর শুন্‌তে পেলাম্, মহারাজ মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করে বোধ হলো যেন কোন রমণী শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে, অতি মৃদু স্বরে, কাতর বচনে, দেব চন্দ্রচূড় সন্নিধানে রক্ষা হেতু আরাধনা কচ্চে, "হে দেব চন্দ্রচূড়, এ অনাথিনী, এ হত ভাগিনী, তোমার আশ্রয়স্থা হয়েচে, এখন তুমিই রক্ষা কল্লে এ অধিনী রক্ষা পায়, হে দেব! এখন তুমিই মান রাখলে এ দুঃখিনী এ বিষম অপমান হৃদ হতে উদ্ধার হয়" মহারাজ!

এ সমস্ত কাতরোক্তি শুনে আমি আর স্থির থাক্তে পাল্লেম্ না, অল্পে অল্পে মন্দির দ্বার দেশে গিয়ে দেখি, যে অতি পরমা সুন্দরী অপ্সরা বিনিন্দিত সুল-ক্ষণা কামিনী নয়ন মুদ্রিত হয়ে, স্থিরভাবে দেব দেবের অর্চ্চনা কর্‌তেছে। প্রকৃত বোধ হলো যেন মন্মথ মোহিনী রতি দেবী দেবাদিদেব মহাদেব সন্নিধানে মীন কেতনের পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা কর্‌চে। কামিনীর অঙ্গ সৌষ্ঠবাদি দর্শনে বোধ হলো যেন কোকন রাজ দুহিতা, কিন্তু অত প্রত্যুষ সময়ে মন্দিরাভ্যন্তরে একা-কিনী দেখে সন্দেহ উপস্থিত হলো। কিয়ৎ ক্ষণ পরে নয়নোন্মীলন করায় জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "মা এ প্রভাত সময়ে একাকিনী চন্দ্রশেখরের উপাসনায় অনন্যমনা আছেন আপনি কে? এই কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বা মাত্র সেই অসামান্য রূপ গুণ সম্পন্না কামিনীর কমল নয়ন হতে অনর্গল প্রবল বেগে অশ্রু স্রোত প্রবাহিত হতে লাগ্‌ল পরে অবগত হলাম তিনি কোকন রাজ-তনয়াই বটেন্।

বিলাসভুকের প্রবেশ।

বিলা। (শশব্যস্তে) মহারাজ! হয়েচে, দেখা পেয়েচি। (চকিতে মন্ত্রীকে দর্শন করিয়া স্বগত) এই যে আগেই এসে বসে-ছেন, বাবা তোমার খুরে নমস্কার, তোমার পেটে পেটে এত তা জানি না, একেবারে বাড়ীর ভেতর পুরেচেন।

রাজা। সখে! এসো, অমাত্যবরের নিকট সকল কথা শোন সে।

বিলা। আর শুন্‌বো কি, দেখ্‌লে আর কে শুন্‌তে চায়।

রাজা। সখে! কোথা দেখ্‌লে?

বিলা। আপনার মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন, উনি জানেন।

মন্ত্রি। নরনাথ! দেবমন্দির হতে কামিনীকে আমার অন্তঃপুরে রেখে এসেচি।

রাজা। (বিলাসভুকের প্রতি) সখে! নিশীথ সময়ে তমসাবৃত সুড়ঙ্গ পথ দিয়া ষোড়শ বর্ষীয়া কামিনী একাকিনী কি প্রকারে দেব চন্দ্রচূড়ের মন্দিরে উপস্থিত হলো, এ অবলা রাজবালার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভবে না, রমণীর পক্ষে সেই সুড়ঙ্গ দ্বার মোচন করা নিতান্ত অসম্ভব।

বিলা। মহারাজ! গত রাত্রে সুড়ঙ্গ দ্বারে সেই বালকটিকে দেখে ছিলেন মনে পড়ে কি?

রাজা। সখে! ঠিক কথা, আমারও ঐ সন্দেহ হচ্ছিলো এ যে ঐ দস্যু বালকের কর্ম্ম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আজ আমি সেই দুর্ম্মতি বালকের হৃদয়স্থ শোণিত দ্বারা আমার অন্তরস্থ প্রজ্জ্বলিত হুতাশন নির্ব্বাণ কর্‌বো। সেই দুষ্ট যুবা ত্বরায় আমার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হবে, কারাগার হইতে আনয়নের অনুমতি প্রদান করেছি।

মন্ত্রী। মহারাজ! ঐ সুকুমার যুবার প্রতি মিথ্যা ক্রোধ করেন কেন? উহার কি অপরাধ? সত্য সত্যই যদি যুবা

বিপদ গ্রস্তা কুল-ললনাকে সুড়ঙ্গ পথ দর্শাইয়া বিপদ হতে উদ্ধার ক'রে থাকে তাতে সে কি প্রকারে অপ-রাধী হতে পারে।

বিলা। মন্ত্রিঠাকুর! কুল-ললনার বড়ই বিপথ দেখে ছিলেন, এখন আপনি সুপথ দেখান।

মন্ত্রী। বিলাসভুক্ক! তোমার এ সব কি কথা, সকল বিষয়ে তামাসা ভাল দেখায় না একটু স্থির হও।

রাজা। অমাত্যবর! ও কথা কেন শোন, বাস্তবিক ও বালক সামান্য নয়, ও দস্যু বংশজাত আমার ক্লশসেনীর প্রাণ হন্তা।

মন্ত্রী। মহারাজ! উহার আকার প্রকারে বোধ হয় ও কোন ক্রমেই দস্যুবংশজাত নয়। বিশেষ ক্লশসেনীকে মারিবার অভিপ্রায়ে ও সর্ষপ নিক্ষেপ করে নাই। রোগের প্রতীকার হেতু সর্ষপ নিক্ষেপ করেছিল, ও যুবা প্রেত সিদ্ধ, শুনেছি অনেক ব্যক্তিকে ঐ রূপে আরাম করেছে। আপনার কপাল ক্রমে কোন ফল ফলে নাই।

এক প্রহরী সমভিব্যাহারে যুবার প্রবেশ।

প্রহ। মহারাজ! আপনার আজ্ঞায় কারাবাসী যুবাকে বিচার গোচরে আনয়ন করেছি।

রাজা। রে নৃশংস দুষ্ট বালক প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে তুমি নর হত্যাকারী ও রাজ নিয়মের বিরুদ্ধাচারী

গত রাত্রে কারাগার হতে পলায়ন, তোমার গুরুতর দোষের স্পষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া দিতেছে। আরও প্রমাণ হতেছে যে তুমি গত রাত্রে কোন কুলকামিনীর কুল মান নষ্ট করেছ। এই সকল গুরুতর দোষের প্রায়শ্চিত্ত হেতু রাজ্যের ব্যবস্থানুযায়ী মৃত্যু রূপ দণ্ডে তুমি দণ্ডিত হবে, এখন তোমার কিছু বক্তব্য থাকে কহ।

যুবা। মহারাজ! আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, কুমারকে আমি বধ করি নাই, কুমার মুমুর্ষু অবস্থায় পতিত ছিলেন তখন তাহাকে বধ ক'রে বুড়ো মেরে খুনের দায় কে ভোগ কত্তে উদ্যত হয়। আমি কুমারের মঙ্গল হেতু ও রাজ্যের মঙ্গল হেতু, কুমারের পীড়া শুনিয়া ঔষধ দিতে চাহিয়াছিলাম, আমাকে প্রবাসী পথিক বিবেচনায় কেহ নিকটে যেতে দেয় নাই। তখন তাঁহার প্রাণ রক্ষার জন্য আধ্যাত্মিক সর্ষপ প্রদান করেছিলাম। কিন্তু কুমার সে সময় প্রেতালয়ে গমন করেছেন, সুতরাং ফিরে আস্‌তে পাল্লেন না। আর কুল কামিনীর কুল মান নাশে উদ্যত হয়েছি এ বিষয় অপ্রমাণ কর্‌বার আবশ্যক নাই। কারণ মহারাজ এ বিষয়ের যথার্থ মর্ম্ম অবগত আছেন। আমি রাজকুলে কলঙ্কারোপ কর্‌তে চাই না। ক্ষোভের বিষয় এই যে পাছে বিনাপরাধে রাজ দণ্ডে প্রাণ দণ্ড হয়। আমি যদি কোন দোষে দোষী থাকতেম্ তা হলে মহারাজের আদেশ আনন্দ মনে

গ্রহণ কত্তেম্‌, রাজদণ্ড মৃত্যুকে সুহৃদ বলে প্রফুল্ল চিত্তে গ্রহণ কত্তেম্‌ মহারাজের বিশেষ অনুসন্ধান ও বিবেচনা ও তর্ক ক'রে আজ্ঞা প্রদান করা উচিত।

রাজা। তোর কোন কথা শুন্‌তে চাই না, আজ কাল ভুজঙ্গ হতে পৃথিবীকে উদ্ধার ক'র্‌বো, আজ তোর বক্ষস্থ রক্ত দ্বারা জগৎকে তৃপ্তি ক'র্‌বো। (প্রহরীর প্রতি) প্রহরি! আমার সাক্ষাৎ হতে দুষ্টকে কারাগারে নে যাও।

প্রহ। যে আজ্ঞে।

[যুবা সমভিব্যাহারে প্রহরীর প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহারাজ! এ বিষয়ে একেবারে প্রাণ দণ্ডের আদেশ দেওয়া উচিত নয়। বালক যে কোন দোষে দোষী আছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না।

রাজা। মন্ত্রিবর! তোমার কথায় আমি আর এক বৎসর কাল স্থির রহিলাম পরে শেষ আজ্ঞা দেওয়া যাবে, এই এক বৎসর কাল যুবা কারাগারে আবদ্ধ থাক্‌বে, এই আজ্ঞা পত্র কারাধ্যক্ষকে লিখ।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে! (স্বগত) তবু ভাল, এক বৎসরের মধ্যে বিধি অনুকূল হতে পারেন, বাস্তবিক নির্দ্দোষী হলে অবশ্যই উহার প্রাণ রক্ষা হবে।

রাজা। মন্ত্রিবর! রত্নবেদিকে শীঘ্র রাজান্তঃপুরে প্রেরণ কর গে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে! (স্বগত) মহা বিপদ উপস্থিত এখন করি কি, এক দিকে রাজার অনুরোধ, অপর দিকে ধর্ম্ম শীলা কুমারীর ধর্ম্ম রক্ষা। রাজার মনোগত ভাব সকলি বোঝা গেছে, জীবন সত্ত্বে ত এ নিরীহ কুরঙ্গীকে ব্যাধের হাতে অর্পণ কত্তে পারবো না। (নেপথ্যে দুন্দুভি ধ্বনি) (প্রকাশে) মহারাজ ঐ শুনুন।

রাজা। দেখ ত দেখ ত কোন শত্রু ত আস্‌চে না।

মন্ত্রী গমনোদ্যত ও প্রতিহারীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। (প্রতিহারীর প্রতি) প্রতিহারি! কি সম্বাদ।

প্রতি। মন্ত্রী মহাশয়! কোকন রাজ্য হতে এক জন দূত এই পত্র খানি এনেচে। (মন্ত্রি হস্তে পত্র প্রদান)

রাজা। অমাত্যবর! পাঠ কর, কি শোনা যাগ।

মন্ত্রী। (পত্র পাঠ)

অশেষ গুণালঙ্কৃত গুর্জ্জর দেশাধিপতি
মহারাজাধিরাজ গজপতি রায়
সমীপেষু।—

নিবেদনম্।—

দুই মাস গত প্রায়, কোকনাধিপতি মহারাজ কলধূত তনয়া রত্ন সমা রত্নবেদিকাকে রাজান্তঃপুরে দৃষ্ট হয় না, অনুসন্ধান দ্বারা স্থির হইয়াছে যে আপনি সামান্য দাস দাসীকে উৎকোচ প্রদান করিয়া রাজান্তঃপুর হইতে কন্যা অপহরণ করিয়া লইয়া যান। রাজবংশে এরূপ গর্হিতাচার কখনই সম্ভব পর নহে। মহারাজ

কলধূত রায় বিশেষ কর্ম্মানুরোধে এই সার্দ্ধ দুই মাস মহীসুর যাত্রা করিয়াছেন। রাজা রাজ্যে উপস্থিত থাকিলে এত দিনে আপনাকে অসদাচরণের যথাযোগ্য ফল ভোগ করিতে হইত, আপনি কি সাহসে করাল কাল তুল্য বিষধরের মস্তকস্থিত মণি গ্রহণে হস্ত প্রসারণ করিলেন। কোকন রাজ অতি শীঘ্রই রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, যদি জীবনাশা থাকে তবে ত্বরায় এই দূত সঙ্গে যানারোহণে রাজ তনয়াকে প্রেরণ করুন। যদি না করেন তবে নিশ্চয় জানিবেন যে কোকন রাজ অতি শীঘ্রই সসৈন্যে গুর্জ্জরে উপস্থিত হইবেন, অতএব অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া যথাবিধি কার্য্য করিলেই ভাল হয়। ইতি।

সন ১২৭৮ সাল।
৮ই ফাল্গুন।
উগ্রসেন
কোকন রাজ কর্ম্মচারি।

(পত্র পাঠানন্তর) মহারাজ এই সুযোগে রত্নবেদিকাকে পিতৃ ভবনে প্রেরণ করুন।

রাজা। বল কি অমাত্যবর! এ অপমান কি সহ্য হয়, যুদ্ধ কর্‌বো তাও স্বীকার, তথাপি রত্নবেদিকে পুনঃ প্রেরণ কর্‌বো না।

মন্ত্রী। মহারাজ! যা ভাল বিবেচনা করেন, করুন।

বিদ্। মহারাজ! পুনঃ প্রেরণ করুন, আপনার কিছু হবে না, এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রাণ রাখা ভার হবে। আগে আমাকে ধরবে।

রাজা। সখে! তোমার কোন ভয় নাই, (প্রতিহারীর প্রতি) প্রতিহারি।

প্রতি। মহারাজ।

রাজা। এই পত্র দূত হস্তে পুনঃ প্রদান কর গে, এরূপ পত্র রাজগোচরে গ্রাহ্য হবার উপযুক্ত নহে; (অমাত্যের প্রতি) অমাত্যবর! পত্র প্রতিহারীর হস্তে প্রদান কর।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমিই দে আসি।

রাজা। আচ্ছা তাই কর, আমি অন্তঃপুরে যাই।

[রাজার প্রস্থান।

বিলা। মন্ত্রী মশায়! দূতকে বুঝয়ে বলে দিন, আমার কোন নাম কর্‌বেন না।

মন্ত্রী। কেন হে বাপু! তোমার কিসের ভয়,এখন পেচোও কেন। তলওয়ার ধর্‌তে কি জান না, যুদ্ধ কর্‌বে ভয় কি।

বিলা। মন্ত্রী মহাশয়! আপনার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হ'ক, আমাকে বাঁচিয়ে দিন, বাবা কোন পুরুষে তলওয়ার ধরি নি। ধরবার মধ্যে আজন্মকাল কেবল ভাতের হাঁড়ীর বেড়ী ধরিচি, আর কোসা ঠক্ ঠক্ করে এসেচি।

মন্ত্রী। কোসা ঠক্ ঠক্ করোচ, তবে তোমার এ সব কাজে হাত দেবার কি প্রয়োজন ছিল।

বিলা। মন্ত্রি মহাশয়! আমি দক্ষিণ হস্তে মল ভক্ষণ করেচি, আমায় এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিন।

মন্ত্রী। আচ্ছা দেখা যাক্, এখন চল ত।

[উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল।

(রাজান্তঃপুর।)

কুসুমকলিকা ও রেবতী—আসীন।

কুসু। সখি রেবতি! আজকের কি মনোহর রাত্রি, শশি কিরণে রজনীর কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েচে। রাত কত হবে, দুটো এখন বাজে নি বোধ করি, এখন চন্দ্র, চাঁপা গাছের মাতায় রয়েচেন, চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধ হয়েচে, আহা! অতি স্নিগ্ধ-কর বায়ু বহন কচ্চে, ইচ্ছে হচ্চে বাইরের বকুল তলায় খাট বিছয়ে ক্ষাণিক শুই, রেবতি! বেল গাছের দিকে চেয়ে দেখ, যেন রাস গাছ হয়ে রয়েছে, অনুমান হচ্চে যে হিরের টুক্‌রো গুলি গাছে ফলে রয়েচে, (রঙ্গস্থলের অপর দিকে গমন) রেবতি! এক বার এই দিকে আয় দেখিন্। (রেবতীর গমন ও নেপথ্যে গীত ধ্বনি)

রেব। কেন গো।

কুসু। এক বার কানপেতে শোন দেখি।

রেব। আ মরি মরি, যেন মধুবর্ষণ কচ্চে।

কুসু। রেবতি! বল দেখিন্ এ মুনি-মনোহর স্বর কোথায় হতে আস্‌চে।

রেব। সখি! শোন দেখিন্ ঠিক যেন কারাগারের দিক্ হতে আস্‌চে না?

কুসু। হাঁ রেবতি! ঐ দিকেই বটে, আয়না ঐ দিকে এক বার বেড়িয়ে আসি।

রেব। না সখি! এ রাত্রে আর বেড়াতে গে কাজ নেই।

কুসু। রাত হয়েচে তার দোষ কি, আমরা ত আর কারুর বাড়িতে যাচ্চি না।

রেব। তা যাই হউক, আমি ত যেতে পার্‌বো না। তুমি যেতে পার ত যাও, আমার বোন্ বড় ভয় করে।

কুস। আ মরে যাই, ভয় করে, ওলো বল্‌তে একটু লজ্জা হলো না।

বের। সখি! যাই বল, পণ্ডিত মহাশয় যে দিন অবধি ঐ সুমুখের পুষ্করিণিতে ডুবে মরেচেন, সেই দিন হতে ও পথে যেতে ভয় করে।

কুসু। তার আবার ভয় কি?

রেব। পণ্ডিত মহাশয়, বোন্ ভুত হয়েচেন। আমি কদিন তাঁকে ঘাটের আল্‌সের ওপর বসে থাক্‌তে দেখিচি।

কুসু। অবাক্ কল্লে, তোর কথা শুনে হাসি পায়, আজও তোর ভুতে ভয়, কৈ বোন্ আমি ত কখন ভুত দেখি নি, না ভুতে বিশ্বাস আছে, না ভুতে ভয় করি।

রেব। সখি! আমারত বিশ্বাস আছে, ভয়ও করি, আমি ত যেতে পার্‌বো না।

কুসু। তাই বল না কেন যেতে পার্‌বো না, অত কথার কি আবশ্যক, এখন জানিস্ কি লো কে গাচ্চে।

রেব। আর কে গাইবে, প্রহরীরা গাচ্চে।

কুসু। রেবতি! কি ঠাওর তোর, মাইরি।

রেব। আমার ত ঠাওর নেই, তুমিই বল না কেন।

কুসু। (দীর্ঘশ্বাস) আর আমি কি বল্‌বো বল, আমি জান্‌লে তোকে কেন জিজ্ঞাসা কর্‌বো।

রেব। সখি! দীর্ঘনিশ্বাস কিসের, তুমি সব জান, ভেঙ্গে বল, তার আর দোষ কি, অনেক কথা এর ভেতর এসে গেছে।

কুসু। দেখ রেবতি! তোর কথা শুনে আর বাঁচি না, তুই আবার অনেক কথা আন্‌লি, কি অনেক কথা বল দেখি।

রেব। ওলো আগুন কি খড়চেপে লুকান যায়। বোন্ আমার মাথা খাও, আমায় বল, আমার কাছে কেন গোপন কচ্চো।

কুসু। সখি! গোপন কর্‌বার কোন কারণ নেই সত্য, কিন্তু রেবতি! উপায় হীন।

রেব। উপায়ের ভাবনা কি, তুমি আগে বলই ত।

কুসু। তবে সত্যি সত্যি বল্‌তে হবে। তবে বলি শোন্। একটু স্থির হও, কে যেন আস্‌চে।

রেব। ওলো, এ রাত্রে আর হেথায় কে আস্‌বে।

কুসু। ঐ দেখ কে এলো।

সুমতির প্রবেশ।

কুসু। কি লো সুমতি! এত রাত্রে কোথা হতে।

সুম। এই বিকেলা রত্নবেদিকার সঙ্গে দেখা কত্তে গিস্‌লুম, মেয়েটা না আমায় থাক্‌তে দেবে, না আস্‌তে দেবে, এই আসি আসি করে এত রাত হয়ে গেলো।

কুসু। সুমতি! সখী রত্নবেদিকাকে কি রূপ দেখ্‌লে, আমার নাম ক'ল্লে, যখন গেলে তখন সে কি কচ্ছিলো।

সুম। মা! তোমার নাম একশবারই কত্তে লাগলো, তার অবস্থার কথা আর বল্‌বো কি। না সে হাসি আছে, না সে রকম কথা আছে। একে বারে শুক্রয়ে উটেচে। এত ক'রে বল্লুম্‌, যে আমি কাছে থাকি তা থাক্‌তে দেবে না।

কুসু। সুমতি! রত্নবেদিকার কথা মনে হলে আমার গায়ের রক্ত শুক্‌য়ে যায়।

রেব। সুমতি একলা এত রাত্রে এক পাড়া থেকে আর এক পাড়া কি করে এলি, একটু ভয়ও হলো না।

কুসু। তোমার মত ত আর ওর ভুতে ধর্‌বার ভয় নেই, ও কেন আস্‌বে না, বল।

সুম। আমার মা কিসের ভয়, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেচে, আমার না মরবার ভয় আছে না ভুতে ধরবার ভয় আছে। উপদেবতারা, বুড়োকে ধরে না, তারা যুবো, সোমত্তো, মেয়েদের ধ'রে থাকে। তোমাদের রাত্তিরে বেরোনা উচিত নয়।

রেব। আ মরণ! এখন মাগীর রসিকতা দেখ্। মর্‌তে যায়, এখন কথার বাঁছুনি দেখ্।

সুম। ওলো রেবতি! আর একটা কথা শোন।

রেব। ওগো, কি বল।

সুম। দেখ! ঐ কয়েদ ঘরের ধার দিয়ে আস্‌ছিলুল, জান্‌লার ধারে এক জন যুবা পুরুষ বসে কি মিষ্ট স্বরেই গাচ্ছিলো, ইচ্ছে হলো যে তার কাছে গিয়ে বসি, বল্‌বো কি তার মধুর স্বর শুনে আমারি মন উলসে উঠ্‌লো, তোরা যদি শুন্‌তিস্, তবে তোদের ঘরে রাখা ভার হতো।

রেব। তোমার মুখে শুনেই ইচ্ছে হচ্ছে যে, কুসুমকলিকাকে নে গিয়ে দেখ্‌য়ে আনি।

কুস। কেন তুমিই নিজে কেন দেখে এস না। ওলো রাত ঢের হয়েচে, আয় ঘুমুই গে।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল।

(মন্ত্রীর ভবন।)

রত্নবেদিকা—আসীন।

রত্ন। (স্থিরভাবে উপবেশন ও চিন্তা) এ যে স্বপ্নের অগোচর, রাজার মেয়ে হয়ে এত কষ্ট পাব এত মনে ছিল না, আমি পিতার এক মাত্র কন্যা, আমি যে তাঁর বড় আদরের মেয়ে, বিধাতা আমার কপালে এত দুঃখ লিখেছিলেন, তা জানি না, এখন এ বিপদ হতে রক্ষা পাই কি করে, পাপাত্মা রাজা পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাচ্চে, এ দেখে ত আর ভয়ে বাঁচি না। মন্ত্রী মহাশয় অনেক আশা ভরসা দিচ্চেন বটে, কিন্তু রাজা জোর কল্লে, মন্ত্রীর কি ক্ষমতা, তাই যদি হয় তবে তখনি হয় গলায় দড়ী দোবো, নয় বিষ খেয়ে প্রাণ বার কর্‌বো। সুমতি যে সে দিন বিকেলা বলে গেলো যে, কোকন হতে লোক এসেছিলো, কৈ তার ত কোন কথাই শুন্‌তে পাই না। সুমতির কথায় আর বিশ্বাস হয় না, পিতা কেমন আছেন, কোথায়

আছেন, কিছুই সম্বাদ পাই না, কতই অশুভ ঘটনা মনে হচ্চে, পিতা শারিরীক ভাল থাক্‌লে কি স্থির হয়ে থাকেন, আর কতই ভাববো। (দীর্ঘশ্বাস)

রোহিনীর প্রবেশ।

রোহি। ওমা রত্নবেদিকে! বসে ভাব্‌চো কি মা, এখানে তোমার কোন অমঙ্গলের ভাবনা নাই, আমরা সপরি-বারে তোমার জন্যে আগে প্রাণ দোবো, ভয় কি মা।

রত্ন। মা গো! তুমি আমার মা! এ বিপদ গ্রস্তা, আশ্রয়-হীনা, অভাগিনীর মুখ চায় এমন এ জগতে আর কেউ নেই, মা! আমি মাতৃহীনা, মার স্নেহ কি রূপ আমি তা জান্‌তুম্ না, মা গো তোমার আশ্রয়ে এসে আমি মাতৃ স্নেহ উপভোগ কচ্চি। জননি! আমার আর অমঙ্গলের বাকি কি আছে। যুবতী রমণীর যত দূর অপমান হতে হয়, তা হয়েছে, না জানি কোক-নেই বা কি সর্ব্বনাশ হলো, তাই যদি না হবে, তবে কি এত দিন পিতা স্থির থাকেন, আর যে মা ভাব্‌তে পারি না।

রোহি। না মা! আর ভেবো না, আমিও শুন্‌ছিলুম্, কোকন হতে এক জন দূত এসেছিলো।

রত্ন। ও মা! আমায় ছলনা কর না, কি শুনোচো বল।

রোহি। তোমার পিতা কোকন রাজ অতি শীঘ্রই গুর্জ্জরে আস্‌বেন, ভাবনা নেই মা।

রত্ন। ও গো! সে দিন কি আর হবে।

রোহি। বসো মা! আমি এলুম বলে, চুল গুলো এলো থেলো হয়ে রয়েচে, এসে চুল গুলো গুচয়ে দোবো।

[রোহিনীর প্রস্থান।

রত্ন। কত ভাবনা ভাব্‌বো, চুল বেঁধে কর্‌বো কি, কার জন্যে বা চুল বাঁধবো, আহা এমনই কি হবে, রাজা বিনাপরাধে তার প্রাণ দণ্ড কর্‌বেন। পত্র খানি পেয়ে অবধি মন যে বড়ই চঞ্চল হয়েচে, আমি সকল শোক নিবারণ করেছি, প্রাণ কিছুতেই বেরোয় নি, কিন্তু এ ঘটনায় আর প্রাণ কি করে থাকে।

সুমতির প্রবেশ।

সুম। ওলো রত্নবেদিকে! অমন করে রয়েচিস্‌ যে।

রত্ন। (সচকিতে) কে সুমতি এয়েচিস্‌।

সম। দেখ্‌তে পেয়েচ কি। আজ তোমার এ কি ভাব, চুল গুলো এলো থেলো করে রয়েচিস্‌, গায়ের কাপড় খুলে ফেলে চিস্‌, আঁচলটা লুটুচ্চে, ঘন ঘন নিঃশ্বেস পড়্‌চে, থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চিস্‌, ব্যাপারটা কি বল্‌ দেখি, আজকের রকম দেখে বোধ হচ্চে কি একটা নুতন ভাবনা জুটেচে।

রত্ন। ওলো সুমতি! তুই আবার জ্বালাস কেন বল? তোর কথা শুনে যে আর বাঁচি না। নূতন ভাবনা কি বল্। ওলো সুমতি বড় অসুখ হচ্চে। (শয়ন)

সুম। এ মাটিতে শুলে কেন, শোবে ত ভাল করে শোবে এসো।

রত্ন। (উঠিয়া) সুমতি আর শোব না, বুকের ভেতর কেমন কচ্চে, আর বস্‌তে পারি না, শুই। (পুনঃ শয়ন)

সুম। আবার শুলে যে।

রত্ন। ওলো বস্‌চি, একটু জল দে।

সুম। (স্বগত) আহা পোড়া কপালেই কি আগুন লাগে, এ আবার কি সর্ব্বনাশ হলো, ও যে বড় শান্ত মেয়ে, (প্রকাশে) রত্নবেদিকে! ছট ফট কচ্চো কেন বাছা, কি হয়েচে বল তার উপায় করি।

রত্ন। আর উপায়, আমার যা হয়েচে তা আর জিজ্ঞেসা কচ্চিস্, কি বল।

সুম। রত্নবেদিকে! আর গোপন করো না। (সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে) আর কার কাছে লুকুচ্চো।

লুকায়ে করোচ প্রেম গোপন না রবে।
সকলে জানিবে শেষে লোক হাসাইবে॥

রত্ন। সুমতি! যদি জান্‌তেই পেরেচিস্ ত শোন্। সাক্ষাৎ কন্দর্প অবতার, এক নবীন যুবা, সেই ভয়ানক রাত্রিতে সুড়ঙ্গ দ্বার মোচন করে আমার মান ও প্রাণ রক্ষা করেছেন, এ জীবন আমি সেই যুবক বরে প্রদান করেছি, সুমতি! তাঁর রূপের কথা বল্‌বো কি।

সে রূপ নয়নে ওলো লাগিয়াছে যার।
ডুবেচে সে প্রেমনীরে ভুলেচে সাঁতার॥

শুন্‌চি রাজা নাকি বিনাপরাধে তাঁর প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিয়েচেন। ওলো সুমতি, এ সম্বাদে বুক্ ত আর বাঁধতে পারি না।

সুম। মা ভাবনা নেই, আমি শুন্‌ছিলুম্ যে মন্ত্রির বিচারে যুবা প্রাণ দণ্ড আজ্ঞা হতে মুক্ত হয়েছেন, তবে কেবল এক বৎসরের জন্য কারাবাস কর্‌তে হবে।

রত্ন। সুমতি! কি কথাই শোনালি, প্রাণ জুড়ুলো। এখন আমি বাঁচি কি করে বল, আর ত আমি সেই নবীন মন-চোরকে না দেখে থাক্‌তে পারি না। সুমতি! আমার বুক্‌টো চেপে ধর, বুকের ভেতর কেমন কচ্চে।

সুম। ওগো অত অস্থির হও কেন। আহা! ছেলে মানুষ, এ ব্রতে নূতন ব্রতী, কি করে স্থির থাক্‌বে বল।

রত্ন। সুমতি স্থির ত আর থাক্‌তে পারি না। সুমতি! আমি যদি একখানি পত্র লিখে দি তুই কোন সুযোগে কারাগারে আমার হৃদয়-রঞ্জনের হাতে দিতে পারিস্ ত আমায় বাঁচাস। তবু মনের কথা কিছু তাঁর কাছে প্রকাশ করে মনকে তৃপ্ত করি।

সুম। কেন পার্‌বো না, আমার অসাধ্য কি আছে।

রত্ন। তবে সুমতি একখান পত্র লিখি। ঘরের ভেতর হতে দোয়াত; কলম ও কাগজ নে আয় দেখিন্, সাম্‌নেই বিছানার ওপর সব দেখ্‌তে পাবি। (সুমতির প্রস্থান ও পর ক্ষণেই মস্যাধার লেখনী ও কাগজ লইয়া প্রবেশ)

সুম। এই নাও গো, পত্র লেখ।

রত্ন। (পত্র লিখন)

সুম। (ক্ষণেক পরে) লেখা যে আর শেষ হয় না।

রত্ন। ওলো এই হলো, কি যে লিখবো কিছুই ভেবে ঠিক কত্তে পারি না। কত কথাই মনে আছে, কোন টা লিখি। আর কি লিখবো যা হয়েচে অনেক হয়েচে, (পত্র মুদ্রিত ও সুমতির হস্তে প্রদান) সুমতি দেখিস্, আমায় বঞ্চনা করিস্ নি, দিতে পারিস্ দিবি, না পারিস্ আমায় ফিরুয়ে এনে দিস্।

সুম। ওগো তোমার কোন ভাবনা নেই, এখনি আমি দে যাবো।

রত্ন। চুপ কর, কে আস্চে।

রোহিনীর প্রবেশ।

রোহি। কে লো! সুমতি এই চিস্।

সম।। হ্যাঁ মা! অনেক ক্ষণ এসেচি, এখন আসি, আবার আস্‌বো।

[সুমতির প্রস্থান।

রোহি। মা আমার, মা রত্নবেদি এস মা, আমি তোমার চুল বেঁধে দিই গে। এসো ছাতের উপর যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

সপ্তম অঙ্ক।

চতুর্থ রঙ্গস্থল।

(রাজ সভা।)

রাজা গজপতি রায় ও মন্ত্রী—আসীন।

মন্ত্রী। মহারাজ! গত কল্য মহী নদী রণক্ষেত্রে কোকন রাজ সম্পূর্ণ জয়লাভ করেছেন, গুর্জ্জর সেনা সমূহ রণে ভঙ্গ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন, অদ্য কোকন রাজ অগ্রসর হয়ে বরদা ক্ষেত্রে সেনা ব্যূহ সমভিব্যাহারে শিবির সংস্থাপন করে রয়েছেন। এখন উপায় কি? দুর্গ আক্রমণ কর্‌লে দুর্গ ও রাজ্য রক্ষা করা ভার হবে।

রাজা। মন্ত্রিবর! সেনানী বীররেণু কি প্রণালীতে রণসজ্জায় সজ্জিত হয়েচেন, এবং রাজকোষ, রাজবাটি, ও দুর্গ রক্ষার নিমিত্ত কি প্রণালী অবলম্বন করা হয়েছে, রাজগোচর হতে যে রূপ আদেশ ও উপদেশ গিয়েছিল তার ব্যতিক্রম হয়ে থাক্‌বে।

মন্ত্রী। মহারাজ! রাজগোচর হতে যে রূপ আদেশ হয়েছিল তার ব্যতিক্রম কিছুই হয় নাই। যোদ্ধা বীররেণুর যুদ্ধ নৈপুণ্য ও ব্যূহ রচনা বিষয়ে দক্ষতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু তিনি কি কর্‌বেন, তাঁর কোন দোষ নাই। কোকন

রাজ সমভিব্যাহারে "মহীরণ ক্ষেত্রে" চল্লিশ সহস্র পদাতিক ও দশ সহস্র অশ্বারোহী বর্ত্তমান ছিল। বীররেণু কেবল সাহসের উপর ভর করে ছয় জাহার সৈন্য লয়ে সমরে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

রাজা। আমার দুর্গে কি আর সৈন্য নাই?

মন্ত্রী। মহারাজ! দুর্গে বিংশতি সহস্র সৈন্য বর্ত্তমান ছিল। তম্মধ্যে পঞ্চ সহস্র অশিক্ষিত, তাহারা রাজকোষ, রাজবাটি, ও বিচারালয় রক্ষা কর্‌তেছে। ইহার মধ্যে কিয়দংশ নগরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত আছে, শিক্ষিত পঞ্চদশ সহস্রের মধ্যে অশ্বারোহী "কমল মুখী" ও "কুমুদ মুখী" সেনাদল দ্বয় ও পদাতিক "শোণিত পায়ি" "বিষ-বর্ষি" "যমশূল" ও "শার্দ্দুলী" সেনাদল চতুষ্টয় লইয়া সেনাধ্যক্ষ সমরে প্রবৃত্ত হন। পরন্তু অবশিষ্ট নয় সহস্রের মধ্যে সাত সহস্র দুর্গের চারি দ্বারে ও চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি কর্‌তেছে, ও দুই সহস্র দুর্গাভ্যন্তরে রক্ষিত আছে।

রাজা। মন্ত্রিবর! যাহা কহিলে সকল সত্য, এখন রাজ্য রক্ষা ও মান রক্ষা কিসে হয় বল?

মন্ত্রী। সন্ধি সংস্থাপন ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই।

রাজা। তাতে মান থাকে কৈ?

মন্ত্রী। মহারাজ! এখন মান ও রাজ্য রক্ষা হওয়া ভার হয়েছে, আজ্‌ও মান কি বলেন!!।

রাজা। মন্ত্রিবর! তুমি যাহা উত্তম বিবেচনা কর তাহাই কর।

বীররেণুর প্রবেশ।

(বীররেণুকে সম্মুখাগত দেখিয়া) সেনাপতে! কি সম্বাদ।

বীর। মহারাজ! সকলি অমঙ্গল, মহীনদী রণক্ষেত্রে পদাতিক "শার্দ্দুলির" অর্দ্ধ সংখ্যক ও অশ্বারোহী "কুমুদমুখীর" চতুর্থাংশ হ্রাস হয়েছে, অদ্য বরদাক্ষেত্রের রণে কোকন সেনানী কীর্ত্তি শেষ পরাভুত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়াছে।

রাজা। বীররেণু! এক বার আমার কোলে আয়, সেনাপতে! আজ্ তুমি কোকন সেনাগণকে পরাভুত করেছ, ধন্য তোমার বুদ্ধি, বল, যুদ্ধ-নৈপুণ্য ও বীরত্ব।

বীর। মহারাজ! কোকন সেনানীকে পরাভুত করিয়া আমার ভয় উপস্থিত হয়েছে, গুর্জ্জর রক্ষা হইবার আর উপায় নাই। কোকন রাজ স্বয়ং সেনানীকে পরিত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন করেছেন, শুনিলাম দুর্গের দক্ষিণ দ্বারে নদী পারে তিনি শিবির সন্নিবেশ করেছেন। দুর্গ রক্ষা করা ভার হয়ে উঠ্‌ল।

মন্ত্রী। বল কি বীররেণু, কোকন-রাজ দুর্গের দক্ষিণ দ্বার দেশে উপস্থিত হয়েছেন। (রাজার প্রতি) মহারাজ! আজ্‌কের নিশি প্রভাত হতে দেওয়া নয়। (বীররেণুর প্রতি) সেনাপতে! সন্ধি সংস্থাপন ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই, এস আমরা যাই।

রাজা। চল আমিও দুর্গে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

অষ্টম অঙ্ক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ রঙ্গস্থল।

(রাজকারাগার।)

অপরিচিত যুবা—আসীন।

যুবা। আহা! এমন দিনে আমায় এই তমোময় কারাভবনে বাস কত্তে হলো, আজ্ স্বাধীন থাক্‌লে কি সুখেরই দিন হতো, সেই দাসীটি এই বাতায়নদ্বারে আমাকে কি সুধাপূর্ণ লিপি খানি দে গেলো। এই লিপি খানি প্রাপ্তে আমার সুখের সীমা নাই, কিন্তু আবার বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে দ্বিগুণ শোক বৃদ্ধি হইল। আহা! পত্র খানি কি মধুময়, যেন মধুমাখান!! কত বারই পড়্‌বো, যত বার পড়ি তত বার যেন নূতন রসে অভিষিক্ত হই। যাই হউক আর এক বার পড়ি।

অশেষ গুণসাগর যুবক প্রবর।

হৃদয় দেব।—

চোকের জল চোকেই শুকালে, মন বিনা আগুনেই পুড়্‌লো, এ নবীন বয়েসে অনেক প্রকার শোক সহ্য করলেম্, এত কাতরা আর কিছুতেই কর্‌তে পারে নি। হৃদয়েশ কুল-ললনার কুল আপনি রক্ষা করেচেন, সে কুলে আমার আর অধিকার নাই।

আঃ! মনের আক্ষেপ মনেই রইলো, সাধ আর মিটবে না, এক বার মন খুলে আমার এ মন কেমন তা দেখাতে প্যাল্লেম না, অদৃষ্টে কি আছে তা জানি না, মনে কতই আছে, কলমে সব এলো না।

নিতান্ত অনুগতা

সেই অভাগিনী সুড়ঙ্গদ্বারে।

আহা! কি অকৃত্রিম প্রেম, সেই জগন্মোহিনীর রূপ দর্শনে মন নিতান্ত ব্যাকুল হলো। তাহার অদর্শন-যন্ত্রণার কাছে কারা যন্ত্রণা অতি অকিঞ্চিৎ কর জ্ঞান হচ্চে। (নেপথ্যে শব্দ ও সচকিতে) কেনা আসচে। (অসি হস্তে কুসুমকলিকার প্রবেশ) এই না আমার সুমুখে, আ মরি মরি! কি অনুপম রূপই আজ্ দেখ্‌লাম, এ নবোদিত অরুণ কিরণ সম্পন্না রূপবতী কামিনী কে? যাহার অদর্শনে মন এত ব্যাকুল হচ্ছিলো একি সেই ষোড়শী নবীনা, না সে নয়, ইহার ভুজলতায় অসিলতা দর্শনে ইহাকে ডাকিনী অনুমান হচ্চে, তা যাই হউক রূপ দর্শনে আমি বিমোহিত হয়েচি, তা জিজ্ঞাসা করি না কেন? (প্রকাশে) নবীনে! এ সুগভীর যামিনীযোগে, আপনি কে? অবলা ললনা কি রূপে এই কাল সদন সম কারা-সদনে প্রবেশ কল্লেন, প্রহরে প্রহরে প্রহরীগণ নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে চতুর্দ্দিক রক্ষা কর্‌তেছে, এ স্থানে অসময়ে আপনাকে দেখে মনে হর্ষ ও ভয়ের সঞ্চার হতেচে।

কুসু। হে নবীন মনোচোর! ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি

গন্ধর্ব্বী বা কিন্নরী বা অপ্সরী বা ডাকিনী নই, আমি কুলকামিনী, ঐ ভুবনমোহন রূপ দর্শনে এই যামিনীতে কারা প্রবেশ করেচি, কি রূপে প্রবেশ কল্লেম্ তা জান্‌বার কোন আবশ্যক নাই।

যুবা। (স্বগত) বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হচ্চে যে আমার চিন্তায় ও উপাসনায় হৃদয় মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আর স্থির থাক্‌তে না পেরে স্বয়ং সম্মুখে আবির্ভাব হয়েচেন। (প্রকাশে) সুন্দরি! আর ছলনা কেন, আমি চিনি চি।

কুসু। মনোমোহন! কি রূপে চিন্‌লেন, চিনে থাকেন্ ত ক্ষতি নাই, আমি আপনার আশ্রয়স্থা, এ মন ও এ দেহ আপনার অধীন, আপনার দুর্ব্বিসহ কারা-যন্ত্রণা অসহ্য বোধে মোচন উপায় অবলম্বন করে এই রজনীতে এ স্থানে এসে চি, আপনি আমার সঙ্গে আসুন কোন ভয় নাই আপনাকে কারাগারের বহিঃপ্রদেশে লয়ে যাই, পরে আপনি মহাজয়ক্ষেত্রের উত্তর দিকে নর্ম্মদা-তীরস্থ অশোকাটবী মধ্যগত মহাগিরি দেবগিরি শিখরের মনোহর গুহায় পলায়ন করুন, এই অসি খানি লউন, ইহা দ্বারা কাননস্থ সকল বিঘ্ন ও বিপত্তি অতি-ক্রম করুবেন, (অসি প্রদান) পরে বিধাতার মনে থাকে আবার সাক্ষাৎ হবে, বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

মহির্য্যবনিকা পতন

অষ্টম অঙ্ক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল।

(রাজ অন্তঃপুর।)

কুসুমকলিকা—আসীন।

কুসু। (সচিন্তিত অন্তরে উপবেশন স্বগত) ত্রস্তে যাইবার কালীন যুবার বস্ত্র হতে পত্রী খানি ভু-পতিত হল, তুলিয়া লইলাম, শয়নাগারে এসে পাঠ করে জ্ঞান হচ্চে যে, সখী রত্নবেদিকা যুবার প্রেমে মগ্না হয়েচে, তা ভালই হয়েচে, আমি এতে অসুখী নই, সুখী কি কৈ তাও ত নয়, মন কেন এমন করে, লজ্জার মাতা খেয়ে যা কর্‌বার নয় তাও করলুম্, লোক হাসালুম, রাত্রে কুলকামিনী একলা কারাগারে গেচি, প্রহরীরা জান্‌তে পাল্লে সকলি হলো, এখন আমার মরণই শ্রেয়ঃ, আমি অন্য পুরুষে আর এ অন্তর দিতে পারবো না, না তারই নাম আর কত্তে পারি।

হটাৎ রেবতীর প্রবেশ।

রেব। সখি কুসুমকলিকে! আজ্ আবার একি ভাব অমন করে যে, হয়েচে কি?

কুসু। পোড়া কপালে আর হবে কি বল, মনোহর কমল তুল্‌তে গে মৃণাল কণ্টকে শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়েচে।

রেব। কেন লো, সে আবার কি? কৈ দেখি কি হয়েচে।

কুসু। আঃ মরণ! দেখ্‌বি কি বল, যদি বুক চিরে দেখাতে পার্‌তুম্ তো দেখ্‌য়ে দিতুম্।

রেব। অবাক্ কল্লে, দেখে দেখে যে আর বাঁচি না, কি হয়েচে, বলই না।

কুসু। সখি! তুমি ত সব জানো, আর বল্‌বো কি।

রেব। আমায় টানো কেন, আমি কোথা থেকে কি জান্‌লুম্।

কুসু। কেন তুমি কি সেই কারাগারস্থ যুবার কথা কি কিছু জান না।

রেব। তুমিই ত এক সময় সেই সুরূপ যুবার রূপ দেখে পাগল হয়েছিলে, এই ত জানি, আবার নূতন কি হলো বল না।

কুসু। (স্বগত) অন্য কোন কথা সখীর নিকট আপাতত, প্রকাশ কর্‌বো না। (প্রকাশে) নূতন কিছুই নেই, সখি শীতের অন্ত হয়েচে, মলয় মারুত অগ্নি বর্ষণ কচ্চে, কোকিল কুজিত কুঞ্জবন বিষময় অনুমান হচ্চে। সহকার মুকুল ও বিকসিত পুষ্প সকল হৃদয়ে শেল বিদ্ধ কচ্চে। চন্দ্রমা শীতল ভাব পরিত্যাগ করে উষ ভাব ধারণ করেচেন, সমস্ত স্বভাব যুবতী অবলাগণের বিপক্ষতাচরণ কর্‌তে উদ্যত হয়েচে, বন, উপবন, তরু, লতা, গুল্ম সকলেই রতিপতি মন্ম-থের সাহায্যে বিব্রত। এমন সময় চিত্ত বিনোদনের

আর কি উপায় আছে? কিসেই বা চিত্ত হর্ষোৎফুল্ল হবে? সখি! এই সময়ে সেই রতি মনোমোহন রমণী-মোহনের মোহিনী মূর্ত্তি আমার হৃদয় মুকুরে প্রতি-বিম্বিত হয়েছে, সেই অপূর্ব্ব মুখ কমলটি আমার চিত্ত সরোবরে বিকশিত হয়ে রয়েছে, সেই মনোহর বাহু-লতা যেন আমার দেহ বৃক্ষে বেষ্টিত রয়েছে, সেই বিশাল বক্ষঃ সেই প্রফুল্ল নয়ন দর্শনে মন নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে। কিসে স্থির থাকি বল।

রেব। অত অস্থির হও কেন?

কুসু। ওলো অস্থির কি বলিস্, আমার জীবন প্রায় শেষ হয়েছে, আর আমায় অধিক দিন বাঁচতে হবে না। নাথ! তোমার বিরহে এক দিন যুগ সহস্রের ন্যায় বোধ হচ্চে, আমি লজ্জা ভয় সকলি জলাঞ্জলি দিয়েচি, তোমাব্যতিরেকে আমার এ দেহ আরকে রক্ষা কর্‌বে, আমি তোমার সহগামিনী ও সঙ্গিনী হয়ে কি রূপে তোমায় পরিত্যাগ কর্‌বো। হায়! এখন কোথায় যাই, আমার হৃদয় আকুল ও ইন্দ্রিয় বিকল হচ্চে।

রেব। সখি! আমায় বঞ্চনা করো না, আজ্ যথার্থ বিষয় আমাকে গোপন কচ্চো, আজ্ কিছু নুতন হয়েচে সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমায় সত্য বল, কিসের এত ভাবনা।

কুসু। সখি! সাধ করে কি ভাবি, এই দেখ। (পত্র প্রদর্শন)

রেব। (পত্র পাঠান্তর) এ যে, সখী রত্নবেদির হস্তাক্ষর, তাই ত এ যে ভাবনার কথাই ত বটে, রত্নবেদি দেখ্‌চি যে

একবারে এলয়ে পড়েচে, তা ভাবনা কি, একেবারে হাল ছেড়ে দাও কেন, নিরাশ কেন হও।

কুসু। রত্নবেদির এ ভাব দেখে আমি কোথা থেকে আশা করি বল, আমার এ জন্মের মত সকল সুখই হলো, সকল আশাই মিটলো, এখন আর আমার নিজের জন্যে খেদ করি না, ভগিনী রত্নবেদিকার আশা এখন সম্পূর্ণ হলেই আমার আনন্দ, যখন সে স্ব ইচ্ছায় এই নবীন যুবাকে বরণ করেচে, তখন এ অপেক্ষা অধিক মঙ্গল আর কি আছে? ভগিনী রত্নবেদিকা অনেক কষ্ট ভোগ করেচে, সকল ঘটনায় অনুমান হয় যে বিধি আপাততঃ তার প্রতি অনুকূল, তার পিতা যখন এ স্থানে এসেচেন, যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হয়ে যখন সন্ধি সংস্থাপন হয়েচে, তখন এ পুরুষ রতন যে তার লাভ হবে এ অসম্ভব নয়, ওলো! বল্‌চি বটে আর যে স্থির থাক্‌তে পারি না, প্রাণ বেরুতে আস্‌চে, সখি! তমালের ডালে কর্কশ-ভাষী পিকবরকে তাড়য়ে দাও ওর স্বর আর সহ্য হয় না, দুর্ম্মতি মধুব্রত আর কেন আমাকে ত্যক্ত করে ওকে যেতে বল। প্রাণ কেমন কচ্চে, আর হেথায় থাক্‌তে পারি না, আয় বাগানে আয়।

রেব। (স্বগত) আহা! রাজবালার বিরহবিকার উপস্থিত এখন কি করি। (প্রকাশে) অত অস্থির হইও না বোন্, রাজার মেয়ে কত সুপাত্র মিলবে।

কুসু। ওলো রেবতী ছি! ছি! ও কথা বলিস্ নি, আমায়

অধর্ম্মে ফেলিস্ নি, সতীত্বই আমাদের মহা ধর্ম্ম, পর পুরুষের নাম আর আমার সাম্‌নে বলিস্ নে, বল্ দেখি রমণীগণের ধর্ম্ম কর্ম্মের আর কি অনুষ্ঠান আছে, পতি ভক্তি ও পতি-সেবাই আমাদের মহাব্রত, ওলো! অন্য পুরুষের সঙ্গে পরিণয়ের কথা কি কোস্ আমি কাকেও আর মনে চিন্তা করি না, এতে আমার অদৃষ্টে যা হবার তাই হবে, এতে প্রাণ থাকুক আর যাক্।

রেব। ও মা! এ যে বড় সর্ব্বনেশে কথা।

কুসু। তা যাই হোক্ আর হেথায় থাক্‌তে পারি না।

রেব। তবে চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকা পতন

নমব অঙ্ক।

প্রথমপরিচ্ছেদ।

প্রথম রঙ্গস্থল।

(বিলাস ভবন।)

বিলাসভুক্—আসীন।

বিলা। (স্বগত) মন্ত্রি কত বুদ্ধি ধরেন তা এই বার টের পাওয়া যাবে, কাজ গুচ্য়েচি, এই বার ওঁর ফণা থেঁতো হবার উদ্যোগ করা গেচে আর ফোঁস ফাঁস কর্বার জো নাই। মন্ত্রি জানেন যে, ওঁর পক্ষে আমি ইষের মূল, মহারাজ আজ্ এখনো আস্চেন না কেন? মহারাজের নিকট সম্বাদ দেওয়া যাগ্। কোকন রাজনন্দিনীকে যখন মন্ত্রির বাটি হতে তাড়্য়েচি তখন আর মন্ত্রির সর্ব্বনাশের বাকি রেখেচি কি? পদে পদে আমার শত্রুতা করেন, যেন আমি ওঁর কত সর্ব্বনাশই করেচি, এই বার কে কার সর্ব্বনাশ করে দেখা যাগ্।

——

মহারাজের প্রবেশ।

রাজা। কি সখে! একলা হেথা কি হচ্চে।

বিলা। আর হবে কি, মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা কচ্চি।

রাজা। তবে বিলাস! কোকন রাজের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করায় তুমি এক প্রকার ভয় হতে নিষ্কৃতি পেলে। বল দেখিন্ বয়স্য তোমার ভয় হয়েছিলো কি না।

বিলা। আমার কিসের ভয়, আমার ভয় মহারাজের জন্য, পাছে আপনার কোন অমঙ্গল হয়, এই ভয় বইত নয়।

রাজা। দেখ বয়স্য! আজ্ কোকন রাজ এখনি আস্‌বেন এক কর্ম্ম কর রত্নবেদিকাকে মন্ত্রির ভবন হতে রাজান্তঃপুরে আনয়ন কর।

বিলা। কাকে আন্‌বো।

রাজা। কোকন রাজতনয়া রত্নবেদিকাকে।

বিলা। মহারাজ! কদিন আমি আন্‌তে বল্‌চি, আপনি কোন কথাই কন্ না, সে কি আর মন্ত্রির ভবনে আছে, মন্ত্রি বড় ভাল লোক বিবেচনা করেন নাকি, উনি সব পারেন, তিনি মন্ত্রির ভয়ে মন্ত্রির ভবন পরিত্যাগ করেচেন।

রাজা। সে কি বয়স্য! বল কি, তোমায় কে বল্লে, এমন সর্ব্বনাশের কথা তুমি কোথায় শুন্‌লে, সবে মাত্র এই দুই দিন সন্ধি হয়েচে এর মধ্যে একি ব্যাপার, অমাত্য কোথায়, অমাত্য দ্বারা এমন ঘটনা কি রূপে ঘটলো, এ যে অতি অসম্ভব।

বিলা। মহারাজ! আর আদর করে অমাত্য বল্‌তে হবে না, তিনি আপনার সর্ব্বনাশের উপায় দেখ্‌চেন।

রাজা। সখে! এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না, মন্ত্রির দ্বারা এরূপ কার্য্য হবে এ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

বিলা। মহারাজ! আমার কথায় আপনার চিরকালই অবিশ্বাস।

কোকন রাজের এক দূতের প্রবেশ।

রাজা। আসুন, কি সম্বাদ।

দূত। মহারাজের মন্ত্রি আজ্ অতি প্রত্যুষে কোকন রাজ শিবিরে উপস্থিত হয়ে আমাদের মহারাজের সহিত কি কথোপকথন করায় রাজা উন্মত্ত প্রায় হয়ে শিবির হতে বহির্গত হয়ে মন্ত্রি সমভিব্যাহারে যে কোথায় গেলেন তার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই সম্বাদ রাজ গোচরে অবগত কর্‌লাম। মনে হয়েছিল যে উভয়েই রাজ সভায় এসেছেন, কিন্তু এ স্থানে না দেখে মন বড়ই উদ্বিগ্ন হল।

রাজা। তাই ত, বড়ই যে দুর্ভাবনা হলো। মন্ত্রি আজ্ আর রাজ সভায় আসেন নি সত্য, কি হলো, এর উপায় কি।

দূত। মহারাজ! ভাবনার কোন কারণ নাই, আমি আর বিলম্ব কর্‌বো না, চল্লুম।

রাজা। তাই ত, কি কর্‌বো।

[দূতের প্রস্থান।

বিলা। (স্বগত) মন্ত্রির কাছে কিছু করবার জো নেই বড়ই বুদ্ধি। (প্রকাশে) মহারাজ! দেখ্‌লেন মন্ত্রির কর্ম্ম। ব্যাটা চুপে চুপে কি কাণ্ড কর্‌চে। (স্বগত) কিন্তু তোমার কাছে সে কোন্ কীটস্য কীট।

রাজা। সখে! মন কেমন অস্থির হলো, আর স্থির থাক্‌তে পারি না, চল একটু বাইরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

বহির্য্যবনিকা পতন।

নবম অঙ্ক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় রঙ্গস্থল।

(দেবগিরি উপবন ও অশোকাটবী।)

এক যুবা—আসীন।

যুবা। এই না অশোকাটবী, এই ত বটে, এই যে সম্মুখে স্রোতস্বতী নর্ম্মদা প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্চে। আহা! নদীর সুন্দর মনোহর কল কল ধ্বনিতে মন মোহিত হচ্চে। এই যে পূর্ব্ব দিকে ঈষৎ রক্তিমবর্ণ হলো ক্রমে ফর্‌সা হয়ে উঠ্‌লো, স্বভাব কি অপূর্ব্ব শ্রীধারণ কল্লেন, এই যে সম্মুখে দেবগিরি পর্ব্বত শ্রেণীর কি বা মনোহর শোভা হয়েচে, নভোমণ্ডল নীলমেঘে আবৃত রয়েচে। সূর্য্যদেব এখনো পর্ব্বত অন্তরালে অবস্থিতি কচ্চেন, গিরিশিখরস্থ দেবী মহামায়ার মন্দির হতে নহবতের কি বা হৃদয় প্রফুল্লকারী শব্দ শোনা যাচ্চে। আহা! স্বভাব যেন মেঘ-রূপ-নীলাম্বরী বস্ত্র পরিধান করে সূর্য্য-রূপ চক্ষে পর্ব্বত-রূপ হস্ত প্রদান করে চোক্ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে তমোময় শয্যা পরিত্যাগ করে, দেব-মন্দিরের বাদ্য-চ্ছলে অলঙ্কারের ঝম্ ঝম্ শব্দ করে বেরয়ে এলেন, আ মরি মরি! বৃক্ষ শাখায় কি বা

মধুর স্বরে শারিকা গীত গাচ্চে। স্বভাব যেন শয্যা পরিত্যাগ করে মৃদু-স্বরে ডাক্ দিয়ে জগৎ অন্তঃপুরের অন্যান্য পরিবারগণের নিদ্রাভঙ্গ করাচ্চেন। ক্রমে বেস্ ফরসা হয়ে উঠ্‌লো। (দূরে বামা স্বর শ্রবণে) এ গহন বিপিনে স্ত্রীলোকের ক্রন্দন রব কোথা হতে শোনা যাচ্চে, শুনি কোন দিক্ থেকে আসে। (স্থিরভাবে অবস্থিতি অপর দিক্ হইতে ক্রন্দন ও বিলাপ) রে হত বিধে! হত ভাগিনীর অদৃষ্টে কি এই ছিলো, এ জন শূন্য ঘোর কাননে শেষে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির ভক্ষ্য হতে হলো, এ কপালে কি বিধাতা সুখ দেন নাই; রে কঠিন হৃদয়! কত ক্লেশই ভোগ কর্‌বি; শুষ্ক প্রাণ! এখনও কি বাঁচবার সাধ আছে, রে দগ্ধ জীবন! আর কতই দগ্ধ হবি, আর এ দগ্ধ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। হে আশ্রয় দাতা দীন শরণ এ শরণাগতা অনাথিনী এতই কি অপরাধে অপরাধিনী যে বারম্বার এত দুঃসহ যন্ত্রণা একে সহ্য কর্‌তে হচ্চে। আজ্ তুমি ব্যতীত এ বিপদ্ হতে আমায় কে রক্ষা কর্‌বে, এ আশ্রয় হীনা কামিনীকে আর কে আশ্রয় দেবে, এ সময় আমার সে হৃদয়-রত্ন যুবা কোথা, এ অসময়ে আমায় কে রক্ষা কর্‌বে, কেই বা এ দুঃখিনীর দুঃখে দুঃখী হবে।

যুবা। (কিয়দ্দূর গমন ও চকিতে) (স্বগত) একি! এ অনুপম লাবণ্যবতী রমণী-রত্ন কে? এ কোন যুবার নাম করে? এ না সেই রমণী-রত্ন যাঁর সহিত সুড়ঙ্গ দ্বারে দেখা,

তবে আমার কারা ক্লেশ মোচন কে কল্লে? যাই নিকটে যাই, তা যাই হউক এক বার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি, (প্রকাশে) রূপসি! এ বিজন বিপিনে একাকিনী আপনি কে? কি কারণে এই জন শূন্য কাননে শোক বিহ্বলা হয়ে রোদন কচ্চেন। আপনার অশ্রু পূর্ণ নয়ন ও বিরসবদন দেখে আমার হৃদয় ভেদ হচ্চে। আপনি কোন যুবার নাম উচ্চারণ কচ্চেন, আমার বল্‌তে সাহস হয় না, বোধ করি আপনাকে চিনি চি। তবে অন্তরে এই সন্দেহ হচ্চে যে গত নিশীথ সময়ে আমায় কারাগার হতে মুক্ত করে এত শীঘ্র আপনি এ স্থানে কি করে এলেন।

রত্ন। (চকিতে স্বগত) একি কি চমৎকার! বিধাতা আমার দুঃখের নিশা কি এত দিনে অবসান কল্লেন। এ সেই ব্যতীত আর কেহই নয়। (যুবার বদন সুধাকর দর্শন করে লজ্জাবনত মুখী হয়ে অবস্থিতি)

যুবা। যুবতি! যদি আমার দ্বারা আপনার কোন উপকার হয় বলুন। আমি আমার জীবন পর্য্যন্ত স্বীকার করে আপনার দুঃখাপনোদন কর্‌বো।

রত্ন। (অতি মৃদুস্বরে ও লজ্জাভাবে) দয়া-শীল! আপনার ঐ গুণেই এ অধিনী প্রাণ মন সকলই ও পদে সমর্পণ করেছে। এ তৃষিত নয়ন এক বার বৈ ঐ মুখ-ইন্দু দর্শন করে নাই, সেই ভয়ানক রজনীতে সুড়ঙ্গ দ্বারে বৈ আর দেখা হয় নাই, তবে কি রূপে আপনার কারা ক্লেশ দূর কল্লুম্, আপনার কথায় মন বড়ই উদ্বিগ্ন

হলো। আমি এর কিছুই জানি না, সৈরিন্ধ্রী যুদ্ধে পিতার পরাজয় বার্তা শ্রবণ করে গত নিশায় পিতার উদ্দেশে তাঁহার শিবিরে আসিবার মানসে মন্ত্রির ভবন হতে বহির্গত হয়েচি, এবং পথভ্রান্তে এই অরণ্যানী মধ্যে এসে পড়েচি। যাই হউক এক্ষণে অসম্ভাবিত আপনার দর্শনে মনে আশাতীত সুখ অনুভব হচ্চে; অনুমান হয় যে আমার সকল দিকে সুখ ও সুবিধা হবে।

যুবা। চন্দ্রবদনে! আজ ঈশ্বরকৃপায় আমার বহুদিবসের আশা পূর্ণ হলো, তোমার মুখ বিনির্গত সুধা পূর্ণ বাক্য গুলি শুনে মন তৃপ্ত হলো, কিন্তু কি আশ্চর্য্য!! তুমি ব্যতীত আমায় কে দুঃর্ব্বিসহ কারা যন্ত্রণা হতে অব্যাহতি দিলে, কেই বা আমার হস্তে এই অসি খানি প্রদান কল্লে?

রত্ন। দেখি দেখি হৃদয়েশ! অসি খানি দেখি।

যুবা। সুচরিতে! এই অসি দেখ। (অসি প্রদান)

রত্ন। প্রিয়তম! একি! এ অসি খানি যে রাজ কন্যা কুসুম-কলিকার, রাজ কন্যার শয্যার পার্শ্বে ঐ অসি খানি আমি সতত্তই দেখতাম, এখানি তাঁরই। তিনিই তোমার ভুবনমোহন রূপ দর্শনে মোহিত হয়ে তোমার প্রণয় পাশে বদ্ধ হয়েচেন, তিনিই লজ্জা ভয় পরি-ত্যাগ করে অপরিচিত অবস্থায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করেচেন, তিনিই তোমার ক্লেশে ক্লিষ্ট হয়ে তোমায় কারা যন্ত্রণা হতে মুক্ত করেচেন। এখন ঈশ্বরের মনে যা আছে তাই হবে।

যুবা। সে কি! এ ও কি কখন হয়, এ যে নিতান্ত অসম্ভব,

আচ্ছা দেখ দেখি ঐ যে সুকুমলতাটি অশোক বৃক্ষটিকে আশ্রয় করেচে, বৃক্ষটির কি তা বোধগম্য নাই।

রত্ন। কেন তা থাক্‌বে না, অশোক সুকুমলতায় আশ্রয় দে এত উন্মত্ত হয়েচে যে কুসুমলতা কি মাধবীলতা উহার এ জ্ঞান একেবারে নাই।

যুবা। তা যাই হউক, এখন এর উপায় কি, এ যে বিষম বিপদ দেখ্‌চি, রাজ কন্যার যে রূপ প্রেম, স্নেহ ও আগ্রহ, তাতে পরে যে কি দুর্ঘটনাই ঘটিবে তা বলা যায় না।

রত্ন। তার আর বিপদ কি, আমারই পোড়া কপাল, অনেক দুঃখের পর সুখের মুখ দেখ্‌বো আশা কর্‌ছিলুম্, আর সে আশায় কাজ নেই। (যুবাকে স্তব্ধ দেখিয়া) নাথ! স্থিরভাবে কি ভাব্‌চো আর ভাব্‌লে কি হবে বল?

যুবা। (বিমগ্ন) না, কিছু ভাবিনি।

রত্ন। না, নাথ! তুমি কি ভাব্‌চো, তুমি ভাবো কেন? কোথায় আমি ভাব্‌বো, না, তুমি ভাবতে বস্‌লে এর কারণ কি?

যুবা। নবীনে একটা বড় নির্ব্বোধের মত কাজ হয়েচে।

রত্ন। সে আবার কি?

যুবা। প্রিয়ে তোমার সে কথা শুনে কাজ নেই।

রত্ন। নাথ আমায় বঞ্চনা করো না।

যুবা। চপলে আমি তোমার অনুরোধে তবে বলি। আমি তোমা ভ্রমে সেই তোমার স্বহস্তে রচিত লিপি খানি রাজকুমারীর হস্তে অর্পণ করেচি।

রত্ন। বল কি! সত্য সত্যই সখী কুসুমকলিকার হস্তে আমার পত্রখানি দিয়েছ? যদি তাই হয় তার জন্যে আর ভাবনা

কি? ভালই হয়েচে, রাজকুমারী জান্‌তে পেরেচেন্। (ক্ষণমাত্র নিস্তব্ধ থাকিয়া) কিন্তু নাথ এ ঘটনায় কুসুম-কলিকার মনে বড়ই কষ্ট হচ্চে আজ তিনি মনোবেদ-নায় অস্থির হয়ে পড়েচেন্। (সচকিতে) নাথ একটু চুপ করুন, ঐ দূরে দেখ দেখি কে আস্‌চে, এক জন সৈনিক পুরুষ জ্ঞান হচ্চে। (সভয়ে) নাথ কি হবে এখন পলাই কোথায়।

যুবা। সুভগে! ভয় নাইএই পর্ব্বত কন্দরে অবস্থিতি কর, আজ আমি গুর্জ্জর রাজের ক্ষমতা দেখ্‌বো। (রত্নবেদি-কার পর্ব্বত কন্দরে প্রস্থান ও এক জন সৈনিকের প্রবেশ ও গহ্বর প্রদেশে গমনোদ্যম)

(সৈনিকের প্রতি) রে দুর্ব্বৃত্ত! দুরাচার! কোথায় যাস, ও দিকে কেন? (পথাবরোধ)

সৈনি। রে নরাধম! তুই কে? তুই কি হেতু আমার গতি রোধ করিস্? আমার রত্নবেদিকা এই গহ্বর প্রদেশে আশ্রয় লয়েচে আমি লয়ে যাব, ভালয় ভালয় পথ ছেড়ে দে।

যুবা। তোর জীবন রক্ষার ইচ্ছা থাকে ত তুই এখনি প্রস্থান কর।

সৈনি। দুরাচার এত বড় স্পর্দ্ধা আজ এখনি তোর মস্তক ছেদন করে রত্নবেদিকার উদ্ধার করবো। (অসি নিষ্কাসন

যুবা। আজ কার কত শক্তি আছে দেখা যাবে, আজ এই খড়্গাঘাতে (অসি প্রদর্শন) তোর জীবননাশ করে এ সমূহ অপমান হতে সুন্দরী রত্নবেদিকাকে উদ্ধার করবো।

সৈনি। দেখ আজ কে কাকে মারে। (অসি উত্তোলন)

যুবা। (অসি সঞ্চালন ও সৈনিকের স্থান ভ্রষ্ট হেতু, পদে আঘাত)

সৈনি। (আহত মাত্র উচ্চৈঃস্বরে) হা বৎসে রত্ন—(ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা)

মন্ত্রির প্রবেশ।

যুবা। (আর্ত্তস্বরে কর্ণপাত না করিয়া মন্ত্রীর প্রতি) ঐ দেখুন মহাশয়, আমি আপনার রাজ অনুচরকে ভুমিশায়ী করেচি, এখন রাজাকে বিনষ্ট করে গুর্জ্জরের কণ্টক দূর করি এই মাত্র আশা।

মন্ত্রী। (কারাবদ্ধ যুবার দর্শনে বিস্মিত হইয়া) একি! তুমি কারাগার হতে এ বন মধ্যে কি প্রকারে এলে, আর এ করেচো কি, এ ব্যক্তি ত রাজার অনুচর নন্, ইনি রত্নবেদিকার পিতা কোকন রাজ।

যুবা। মন্ত্রি মহাশয়! বলেন কি? তিনি কি রূপে এখানে এলেন? (ঊর্দ্ধ নেত্র হইয়া) উঃ ইনি ঐ নিমিত্তই আহত মাত্র "হা বৎসে রত্ন" বলিয়া মুর্চ্ছিত হয়েচেন, হায় আমি কি কল্লুম, এমন সন্তান বৎসল পুণ্যাত্মা বীর পুরুষকে নিরপরাধে হত কল্লেম, হায় এ হৃদয় বিদারক সংবাদ আমি কি প্রকারে রত্নবেদিকার নিকট দেবো।

মন্ত্রী। (যুবার প্রতি) অহে শীঘ্র জল আন, রাজার মুর্চ্ছাপনোদন করি।

[যুবার জলানয়নে প্রস্থান।

আর্ত্তনাদ শ্রবণে স্বর পরিচয়ে রত্নবেদিকার এস্ত ব্যস্তে প্রবেশ।

রত্ন। (পিতাকে পতিত দেখিয়া) হা পিতঃ! আমার নিমিত্ত তোমার এই দশা হলো, হায়! আমি কত পাপ করেছিলাম যে সকলেরই দুঃখের কারণ হলেম, হায় যিনি আমাকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে অশেষ বিপদ হতে রক্ষা করলেন, যাঁহার গুণে আমাদের কুল মান সকল রক্ষা হলো সেই দয়াবীর ধর্ম্মবীর পুরুষ প্রধানের হস্তে এই সর্ব্বনাশ হলো। হা পিতঃ! তুমি কোথায় গেলে, এই তোমার হতভাগিনী কন্যা রোদন কচ্চে, একবার চেয়ে দেখ।

রাজা। (মস্তক স্পন্দন ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন)

মন্ত্রী। রাজকুমারি! ভয় নাই, আঘাত সাংঘাতিক নয়, মূর্চ্ছা মাত্র হয়েছিলো।

রাজা। (ক্ষীণ স্বরে) বৎসে! আমার প্রাণপুতলি তুমি অকলঙ্কিত হয়ে জীবিত আছ, মা আমার চক্ষুতে ও মুখে জল দাও।

যুবার পদ্মপত্রে জলানয়ন পূর্ব্বক প্রবেশ।

মন্ত্রী। (যুবার প্রতি) বৎস! জল এনোচো দাও, (জল লইয়া রাজার চক্ষুতে ও মুখে প্রক্ষেপ)

রাজা। (চক্ষু উন্মীলন ও রত্নবেদিকার প্রতি) বৎসে! কৈ তোমার প্রাণ রক্ষক আমাদের কুল মান রক্ষক সেই বীর পুরুষ কোথায়?

মন্ত্রী। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা) মহারাজ! এই, ইনি আপনার সম্মুখেই আছেন। (যুবার প্রতি রাজার সস্নেহ-দৃষ্টিপাত)

যুবা। (কৃতাঞ্জলি) মহারাজ! এই নরাধম পাপাত্মা আপনার কাছে অপরাধী হয়েচে। আমি এত গর্হিত কর্ম্ম করেচি যে ইহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।

রাজা। বৎস তুমি আমার সর্ব্বস্ব রক্ষা করেচো, যদি পৃথিবীতে তোমার প্রিয়তম কোন প্রার্থনীয় বস্তু থাকে ও আমি দিতে পারি তা হলেই আমার জীবন সার্থক।

যুবা। (স্বগত) সে দ্রব্য আপনার পার্শ্বেই আছে।

রত্ন। (মন্ত্রির প্রতি) মহাশয়! আপনিও আর্য্য পু—(অর্দ্ধোক্ত ও লজ্জিত ভাবে কথা পরিবর্ত্তন) মহাশয় আপনিও এই তরুণবর উভয়ে সাহায্য করুন পিতাকে গুহা মধ্যে লইয়া যাওয়া যাক্। (তনয়ার বাক্য পরিবর্ত্তনে রাজার ভাব বোধ ও মুখায়তনে উদ্দিত আনন্দভাব প্রকাশ)

মন্ত্রী। (বিস্মিত ভাব গোপন পূর্ব্বক) বৎসে! নিকটেই শিবির রাজাকে সেই খানেই লয়ে যাই।

দুই জন কোকন সেনানীর প্রবেশ।

রাজা। আর এ স্থানে থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, আমায় শিবিরে নে চল।

[রাজাকে ধরা ধরি করিয়া সকলের প্রস্থান।

নবম অঙ্ক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম রঙ্গস্থল।

(বিলাস ভবন)

গুর্জ্জর রাজ ও বিলাসভুক—আসীন।

বিলা। মহারাজ! আর শুনেচেন।

রাজা। কি সখে! কি কথা।

বিলা। সেই কারাবাসী যুবা কারাগার হতে পালিয়েচে।

রাজা। হাঁ সে দিন কারাধ্যক্ষ এ সম্বাদ দেওয়াতে আমি তাকে ধরবার আজ্ঞা দিয়েচি। এখন সখে! শুন্‌চি নাকি রত্নবেদিকা অন্বেষণে কোকন রাজ বনমধ্যে আঘাত প্রাপ্ত হয়েচেন। বল্‌তে পার কোকন্‌ রাজকে কে আঘাত কল্লে।

বিলা। মহারাজ! এ বুঝি শোনেন নি, বনেতে দুটিতে এক হয়েছেলো, আপনার রত্নবেদিকা বড় সামান্য নয়, দু জনে কেমন পরামর্শ করে বেরয়ে ছেলো দেখুন।

রাজা। বল কি সখে! সেই কারাবাসী যুবা, রাজা কলধূতকে আঘাত করেচে নাকি, কোকন রাজ আঘাত প্রাপ্ত হয়ে অমনি চুপ করে রইলেন যে।

বিলা। আর চুপ করে থাক্‌বেন না ত কি, শুন্‌তে পাচ্চি নাকি রাজা তাকে জামাই কর্‌বেন।

রাজা। বল কি বিলাস! পরিচয় ব্যতীত কি করে তার হাতে কন্যা সম্প্রদান কর্‌বেন তাতে আমার রাজ্যে দুষ্কর্ম্ম হেতু কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েচে, এখনও কারাবাসের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হয় নাই বিচারেরও শেষ হয় নাই, আমি তাকে ত মুক্ত কর্‌তে পারবো না, বে কি কি করে দেবেন।

বিলা। মহারাজ আর গোল কর্‌বেন না, এক বার সন্ধি করে প্রাণ রক্ষা হয়েচে এ বার আর সন্ধি হবে না, আর কিছু গোলযোগ হলেই মর্‌তে হবে। রাজার কি ইচ্ছে যাকে তাকে বে দেন, মেয়েটা যে ছোঁড়ার রূপ দেখে একেবারে গলে পড়েচে, মেয়েটার ইচ্ছেইত এ কাজ হচ্চে, যাগ চুলোয় যাগ, অমন অলক্ষণে মেয়ের ঐ রকমই বর হয়, "সুখে থাক্‌তে ভুতে কিলোয়"।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। মহারাজ! দ্বারদেশে কোকন রাজ উপস্থিত।

রাজা। বল কি? তবে চল লয়ে আসি৺

[রাজা ও প্রতিহারীর প্রস্থান।

বিলা। (স্বগত) এই এসেচে, কি হয় দেখা যাক্।

কোকন রাজ সমভিব্যাহারে রাজার পুনঃ প্রবেশ।

রাজা। (কোকন রাজের প্রতি) আজ আমার পরম সৌভাগ্য মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হল। আপনি এখন কি প্রকার আছেন।

কো, রাজ। শরীর এখন অনেক ভাল আছে, যন্ত্রণার অনেক উপশম হয়েছে, আপনার সকল মঙ্গল তো? আজ আমি বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ কত্তে এলেম, আমার সুবর্ণ পুত্তলি রত্নবেদির পাত্র স্থির করেছি, নিতান্ত মানস যে এই স্থান হতে কুমারীকে পাত্র সাৎ করে স্বদেশে গমন করি।

রাজা। মহারাজ সেকি! গুর্জ্জরে আপনার স্বর্ণ প্রতিমা রত্ন-বেদিকার যোগ্য পাত্র কৈ, কোথায় পাত্র স্থির কর্লেন।

বিলা। (স্বগত) সুপাত্রের মধ্যে তোমার ছেলে ছিলো, এখন তুমি আছ, আর কেউ নেই।

কো, রাজ। মহারাজ! আমি অতি সুপাত্রই স্থির করেচি।

রাজা। স্থির করেচেন সত্য, তার কোন পরিচয় লয়েচেন কি?

কো, রাজ। না কোন পরিচয় লওয়া হয় নাই, আমার নিকট সে পরিচয় দিতেও অনিচ্ছুক, কিন্তু তবে অবয়বে ও বাক্যে, সাহসেও বীরত্বে তাকে বড় সামান্য লোক বোধ হয় না। এখনি এ স্থানে উপস্থিত হবে দেখ্লেই বুঝতে পারবেন।

মন্ত্রি সমভিব্যাহারে যুবার প্রবেশ।

কো, রাজ। (যুবার প্রতি) বৎস এস, (রাজার প্রতি) মহারাজ ইনিই। (যুবার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ)

বিলা। (গুর্জ্জর রাজের প্রতি) মহারাজ বালকটিকে চিনেচেন্ ত।

রাজা। (কোকন রাজের প্রতি) মহারাজ ঐ বালক সামান্য নয় সত্য, কিন্তু আপনি কাজ বড় ভাল কচ্চেন না। দুর্বৃত্ত বালক এখন পর্য্যন্ত রাজদণ্ডে দণ্ডিত আছে, এই কয়েক দিবস হল কারাগার হতে পলায়ন করেচে, উহার দুষ্কর্ম্মোচিত শাসনের এ পর্য্যন্ত মীমাংসা হয় নাই এরূপ দোষ সম্পন্ন পুরুষে রাজনন্দিনীকে কি রূপে সম্প্রদান করবেন, এমন অমুল্য মুক্তাহার পেঁচকের কণ্ঠে কেন দিতে উদ্যত হয়েছেন।

যুবা। (স্পষ্ট স্বরে) মহারাজ ভদ্রজনোচিত বাক্য প্রয়োগ হচ্চে না, নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে অপরাধী করা রাজ ধর্ম্ম নয়।

বিলা। (স্বগত) বাবা এই বার উটেচে, শ্রাদ্ধ গড়ায় আর দেরি নাই।

(জনান্তিকে রাজার প্রতি) মহারাজ আর বেশি কথা কবেন না ওতো হবু শ্বশুরের ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েচে, ওরতো কাণ্ড জ্ঞান নেই এক ঘা মেরে বস্লেতো আপনার মান কোথা থাক্‌বে, আপনার মান আপনার কাছে।

রাজা। (যুবারপ্রতি ক্রোধভরে) রে নরাধম আজ তোর রক্ত দর্শন করবো, আজ তোর বক্ষস্থ শোণিত আগুনেতে আহুতি দিয়ে দেবগণকে তৃপ্ত করবো।

কো, রাজ। মহারাজ! একটু স্থির হউন, রাগ সম্বরণ করুন, বালকের উপর আবার কিসের রাগ।

রাজা। মহারাজ! বালকের বাক্য প্রণালী শুন্‌লেন তো।

মন্ত্রি। মহারাজ! একটু ধৈর্য্য ধরুন, রাগ করে আপনার উচ্চপদের গুরুত্ব কেন হ্রাস করেন।

রাজা। দেখ অমাত্যবর! ঐ দুরাত্মা তোমারি অনুরোধে আজও জীবনের অহঙ্কার কচ্চে, এত দিনে কোন্ কালে আমি ওকে শমন সদন দেখাতেম, আর আমি অনুরোধও উপরোধ শুনি না।

বিলা। (স্বগত) ইঃ! রাজা দেখ্‌চি যে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উটেচেন, বাবা মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্চো, রাগবে না ছেলেটার তো কম ভরসা নয় এখনো যে ভিরমি লাগেনি এই ঢের, এ রাগের মুখে আমি হলেতো ঘুরে পড়ি।

প্রতিহারি সমভিব্যাহারে নর্ম্মদানদীর এক ধীবরের প্রবেশ।

ধীব। রাজা মোশায়, আমি জেলে নর্ম্মদা নদীতে মাচ ধরে দিন কাটাই কয়েক দিন হল মাচ ধর্‌তে এই সোণার চোঙ্গাটি পেয়েচি, এ নিয়ে আমি কি কর্‌বো জেলেনি আমাকে এটি রাজা মোশার কাছে আন্তে বল্লে তাই এনেছি গরিব লোক্ এক্‌ন্ যা হুকুম করেন।

যুবা। (ব্যস্তে ধীবরের হস্ত হতে স্বর্ণ চোঙ্গাটি লইয়া) এ যে আমার! প্রবল বাতাসে তরণী জলশায়ী হওয়ায় কষ্টে জীবন

রক্ষা করেছিলুম, কিন্তু এটি হস্ত চ্যুত হয়ে যায় এত দিনে ঈশ্বর কৃপায় এটিও পেলেম।

মন্ত্রি। যুবা এটি তোমার কিসে, এ যে আমার দ্রব্য তুমি কোথায় পেলে।

যুবা। মন্ত্রি মহাশয়! আপনাকে সত্যই বল্‌চি এটি আমার।

রাজা। অমাত্যবর! যুবার স্বভাব দেখে এখন চিন্তে পার্চ্চতো।

এক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ জাতি, নর্ম্মদার অপর পারে আমার নিবাস ভূমি, এই গ্রামে বিবাহ করি শ্বশুর ভবনে কাল সায়ংকালে এসেচি, বাজারে শুন্‌লাম মহারাজ নাকি কোন যুবার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেবেন, (যুবাকে দেখিয়া) মহারাজ! এই যুবা কি? এ যুবা অতি বিজ্ঞ, ইনি আমার মৃতপত্নীর জীবন দান করেচেন। মহারাজ! এর প্রাণদণ্ড করবেন না, এ যুবার পরিবর্ত্তে আমার প্রাণ লউন।
(যুবার প্রতি) মহাশয় আমাকে চিন্তে পারেন কি।

যুবা। মহাশয় আপনাকে চিনিচি আপনি এ স্থানে অবশ্যই ঈশ্বরানুগ্রহে উপস্থিত হয়েছেন, এ আমারই শুভাদৃষ্টের ফল, নর্ম্মদাতীরে যখন আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন আপনি আমার হাতে কোন্ দ্রব্য দেখেছিলেন?

ব্রাহ্মণ। আপনার হাতে এখন যা দেখ্‌চি ঐ ছিল।

যুবা। সভাস্থ সকলে শ্রবণ কর, মন্ত্রি মহাশয় আমার দ্রব্য গ্রহণ কর্‌তে ইচ্ছা করেন।

বিলা। (স্বগত) এই বার মন্ত্রিকে নে পড়েচে, শুদ্ধ পড়েচে, চোর করে তুলেচে। (প্রকাশে মন্ত্রির প্রতি) মন্ত্রি মহাশয় রকম খানা কি।?

কো, রা। (যুবার প্রতি) বৎস মন্ত্রিকে এরূপ কটু কথা প্রয়োগ কর না, মন্ত্রির স্বভাব সে রূপ নয়।

মন্ত্রি। (বিমর্ষভাবে যুবার প্রতি) তরুণবর আমায় কটু কথা কও তাতে ক্ষতি নাই, আমায় বঞ্চনা করো না, আজ তোমার কথায় আমার পুরাতন শোক উপস্থিত হলো, তুমি এ আমার পিতৃদত্ত স্বর্ণকরণ্ডিকা কোথায় পেলে? তোমার নাম কি বাপু।

যুবা। কি আশ্চর্য্য! এ তোমার পিতৃদত্ত ধন কি রূপে, এ যে আমার পিতৃদত্ত ধন, আমার বৃদ্ধা পিতামহীর নিকট পেয়েছিলাম। আমার নাম রায় কেশরীকিশোর।

মন্ত্রি। (বিস্ময়ানন্দ নির্ভরে কেশরীকিশোরকে দৃঢ় আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক) বৎস কেশরীকিশোর! এত দিন কোথা ছিলে বাপ্‌, বৎস তোমার পিতামহী এখন কোথায়, মা আমার কি বেঁচে আছেন, আমি তাঁর অতি নরাধম পুত্র, আমি তোমার নির্দ্দয় পাষাণ হৃদয় পিতা; হায় আজ আমার কি শুভ দিন! আজ আমার হারাধন পুত্র ধন প্রাপ্ত হয়ে হৃদয় শীতল হলো, জীবন সার্থক হলো, নয়ন চরিতার্থ হলো। আহা! কত পুণ্য ফলে আজি আবার হারানিধি পুত্রনিধি চক্ষে দেখলাম, বৎস

আমার কত কষ্টই পেয়েচে!! আহা এত দিন তুমি গুর্জ্জরে এসেচ, পরিচয় না দিয়ে কতই কষ্ট ভোগ করেচ; হা! আমাকে ধিক্! আমার জীবনে ধিক্! আমার বুদ্ধিকে ধিক্! আমি নিজ প্রাণ রক্ষায় ব্যস্ত থেকে এমন সোণার পুত্রকে সমুদ্র গর্ভে রেখে এলাম, পত্নীর প্রাণ রক্ষা হেতু জননীকে বিপদ সাগরে ভাসিয়ে এলাম, বৎস এখন মা আমার কোথায়, মাকে কোথায় রেখে এলে। (ক্রন্দন)

কেশ। (সজল নয়নে পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া) পিতা রোদন সম্বরণ করুন, স্থির হউন, আপনার সেবা হেতু ভৃত্য উপস্থিত আর কিসের ভাবনা এই নয় বৎসর কাল বিন্ধ্যাচলের এক শিখর প্রদেশে বাস করেছিলাম পিতামহীকে মা বলে ডাক্‌তেম, পিতামহীর মৃত্যুতে এই কয়েক বৎসর ভ্রমণ কত্তে কত্তে পিতামহের রাজত্বে এসে উপস্থিত হয়েচি, আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হলো। আমি যে এ জন্মে আর আপনাকে, দেখ্‌তে পাব গর্ভধারিণী জননীকে "মা" বলে ডাক্‌বো এ মনে ছিল না, আজ পরম পূজ্যপদ পিতৃ পদ দর্শন কল্লেম, আমার সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই। আজ প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ পিতা ও মাতার যুগল চরণ বন্দনার দ্বারা এ মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করবো।

মন্ত্রি। মা আমার নেই, (দীর্ঘশ্বাস) মা আমার শোকেই জীবন শেষ করেচেন, আমার বিরহে মা আমার কতই কষ্ট পেয়েচেন, আমি কি দুরাচার, স্নেহময়ী জননীকে পরি-

ত্যাগ করে সহধর্ম্মিণী-সহগামী হলেম, পিতার মৃত্যুতে রাজ্য বহিষ্কৃত হয়ে মা আমার কতই কষ্ট পেলেন, শেষে আমি তাঁর এমনি পুত্র জন্মেছিলাম যে ত্রিবক্ষুতে ভয়ঙ্কর রজনীতে জলপ্লাবনের মুখে জায়া সমভিব্যাহারে পলায়ন করে জীবন রক্ষা কল্লাম, মাতা ও পুত্রের প্রাণ রক্ষার কোন উপায়ই কল্লেম না। হা! আম্মাকে ধিক্!

রাজা। এ সব যেন স্বপ্ন দেখচি, (মন্ত্রির প্রতি) আপনি মহারাজ বীরকেশরের বংশোদ্ভব, আপনি এরূপ গুপ্তভাবে ভৃত্যভাবে সময় অতিবাহিত কচ্চেন এর কারণ কি? আপনাকে দাসত্ব পদে অভিষিক্ত করে কি গর্হিত কর্ম্মই করেচি। আজ আমার মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হলো। মহানুভব রায় গুণশেখর আমার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করুন।

মন্ত্রি। মহারাজ আপনি অত ব্যাকুল হচ্চেন কেন, আপনার কিসের দোষ। (যুবার প্রতি) বৎস কেশরীকিশোর! গুর্জ্জরেশ্বর ও কোকনেশ্বরকে প্রণাম কর।

কেশ। (উভয়কে প্রণাম ও গুর্জ্জর রাজের প্রতি) মহারাজ! আমার প্রতি অক্রোধ হউন, আমি কোন দোষে দোষী নই।

রাজা। বৎস তোমার কোন দোষ নাই, আমি অকৃত অপরাধে তোমার বিশেষ অবমাননা করেছি, ও যার পর নাই কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়েছি তজ্জন্য আমি অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্চি। তুমি সেই হতভাগ্য পুত্রের পীড়ার উপশমের নিমিত্ত মন্ত্রপূত সর্ষপ নিক্ষেপ করেছিলে, সে

বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ব্রাহ্মণের কথায় আমার আরও অধিক বিশ্বাস জন্মাইতেছে। বৎস আমার পুত্র নাই, এ তোমার পিতামহের রাজত্ব আমার এ রাজত্বে আর সুখ নাই, আমি তোমাকে এ রাজ্যের ভার অর্পণ করে জীবনের শেষ ভাগ ঈশ্বর চিন্তায় অতিবাহিত কর্‌বো, এই স্থির-প্রতিজ্ঞ হলেম।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আপনার বাক্যে আমি সুস্থির হলেম। যুবার আর কোন ভয় নাই।

রাজা। এ রাজ্য আমি যুবাকে দান কর্‌বো, আর যুবার কিসের ভয়।

ধীবর। রাজা মশায়! আমার উপর কি আজ্ঞা।

রাজা। (প্রতিহারীর প্রতি) প্রতিহারি! ধীবরকে কোষাধ্যক্ষের নিকট নে যাও এবং উহার আশার অতীত ধন দিতে কহ।

প্রতি। যে আজ্ঞে।

[প্রতিহারী ও ধীবরের প্রস্থান।

কো, রা। গুর্জ্জরপতি! যুবার সহিত সুকুমারী রত্নবেদিকার পরিণয়ের কথায় আপনার এখন অমত আছে কি?

রাজা। কোকনেশ্বর! আর কেন লজ্জা দেন? রত্নবেদিকার বিবাহের দিন স্থির করুন আপনি যথার্থ পাত্র স্থির করেছেন, আমি চিন্‌তে পারি নাই।

কো, রা। (মন্ত্রির প্রতি) বেই মশাই! আমার বাসনা যে আমার

রত্নবেদিকে মহাশয়ের পুত্র সুকুমার কেশরীকিশোরকে অর্পণ করি।

মন্ত্রি। মহারাজ! এ অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে।

কো, রা,। তবে দিনস্থির করা যাক্, আমার আর এক দিনের জন্য বিলম্ব কর্‌তে ইচ্ছা নাই।

মন্ত্রি। মাতৃবিয়োগ শ্রবণে ত্রিরাত্র অশৌচের পর যে দিন উত্তম বিবেচনা করেন সেই দিনই পরিণয় কার্য্য সমাধা হইবে, ইহাতে আর আপত্তি কি? এখন বেলা-অতিরিক্ত হলো আর বিলম্বের প্রয়োজন কি সভা ভঙ্গ হউক।

[সভা ভঙ্গ ও সকলের প্রস্থান।

বহির্য্যবনিকা পতন।

নবম অঙ্ক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল।

(রাজান্তঃপুর।)

কুসুমকলিকা ও রেবতী—আসীন।

রেব। আবার অমন করে রইলে যে, দেখা হলো, আরো ভাবনা।

কুসু। ওলো দেখা হয়েত সকল কাজই হলো, এ যে দ্বিগুণ জ্বালা বেড়ে উঠ্‌লো।

হঠাৎ রত্নবেদিকার প্রবেশ।

এসো ভগিনি এসো! বহুকালের পর দেখা, আজ তোমায় দেখেও অনেক মন স্থির হলো, আহা রাজবালা কতই কষ্ট পেয়েচ, এখন যে তোমার সুখের দিন এলো এ ও দেখে সুখী হলেম, তোমার সুখ দেখে যদি মরি তবুও ভাল।

রত্ন। দিদি! অমন কথা কোস নি, তোমারও আবার সুখের দিন এলো, সিন্ধুরাজতনয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েচে, তিনিও তোমার যোগ্য বর বটে।

কুসু। ভগিনি! ও কথা আর বলিস নে, আমাকে বিনা কারণে গালাগাল দিস নি।

রেব। (রত্নবেদিকার প্রতি) কেন দুজনে এক সঙ্গে থাক্‌বে এ কথা বুঝি মুখে এলো না।

রত্ন। কেন! তাতে আর ক্ষতি কি।

রেব। ওলো! কোথায় মন রেখে বল্‌চিস্ বল দেখি। (স্বগত) মেয়ে মানুষ এক জাত স্বতন্তর, হাজার সরল হউক, সতীন হউক এ কথা মুখ ফুটে আর কাকেও বল্‌তে হয় না।

কুসু। ভগিনি রত্নবেদিকে! তোমার সুমতি এখন কোথায় তাকে যে আর দেখ্‌তে পাই না।

রত্ন। আর সকল বিদ্যে বুদ্ধি বেরয়ে পড়েচে, আর কি সে থাকে, সে কোথায় পাল্‌য়েচে।

হঠাৎ যুবা কেশরীকিশোরের প্রবেশ।

একি! ইনি যে আবার হেথায়, (অধোবদনে) দিদি আমি ঘরে যাই।

কুসু। কেন্‌লো লজ্জা কিসের, যাকে মন প্রাণ সকলি দিয়েচ, তাকে দেখে আবার লজ্জা কি?

রত্ন। না বোন আমি যাই।

[প্রস্থান।

রেব। (যুবার প্রতি) একি! তুমি যে মেয়েদের কাছে, আর তরসয় না বুঝি, তেড়ে ধর্‌তে এসেচো নাকি, এমন ভাব থাক্‌লে বাঁচি।

কেশ। এ ত ভাই ধর্‌তে আসা নয় ঠাকুরঝি, এ যে ধরা দিতে আসা।

রেব। আর ভাই! তোমার ধরা দে কাজ নেই।

কুসু। ওলো রেবতি! বলনা লো, কাকে ধরা দিতে এসোচো? তাকে ত অনেক কাল ধরে রেখেচো।

কেশ। (কুসুমকলিকার প্রতি) আমার উপর আবার কিসের রাগ আমার সঙ্গে কতা কইতে নেই নাকি।

কুসু। রেবতি! চুপ করে রইলি যে, বল্‌না যে আর মিছে কথা কয়ে মায়া বাড়াবার আবশ্যক কি?

কেশ। ঠাকুঝি! এ রকম নিষ্ঠুর কথা কেন? নুতনের আশায় কি, এরূপ কঠোর বাক্য বল্‌তে হয়। তবে আমি চল্লুম।

কুসু। রেবতি উনি কি আমার মন আজও জানেন না উনি সিন্ধুরাজতনয়ের কথা মনে করে নুতনের আশায় বল্লেন তা যখন ওঁর মুখে অমন কথা শুন্‌লুম, তখন আমার মরণই শ্রেয়ঃ আমার কপালে যা আছে তাই হবে, এখন যেতে বারণ কর্‌ না লা, যত ক্ষণ দেখি, তত ক্ষণই ভাল।

কেশ। ঠাকুরঝি এখন আমি চল্লুম, আবার কাল্ দেখা হবে।

[কেশরীকিশোরের প্রস্থান।

কুসু। সখি! কি কর্‌লে বল দেখি, আমার ত এই অবস্থা দেখ্‌চো, তুমি কেন ধরে রাখতে পাল্লে না, দুটো কথা কয়ে দেখ্‌তুম, তা সখি! আর আমায় দেখ্‌তে হবে না।

রেব। সখি! আমায় দোষ দেওয়া মিথ্যে।

কুসু। তা বোন্‌ তোমার দোষ কি বল, আমার অদৃষ্টের দোষ এখন আর হেথায় থেকে কি হবে বল, চল রত্নবেদি-কার কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

বহির্যবনিকা পতন।

দশম অঙ্ক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল।

(মন্ত্রির অন্তঃপুর।)

রোহিণী—আসীন।

সুলক্ষণা ও বিজয়ার প্রবেশ।

রোহি। ওলো সুলক্ষণা ওলো বিজয়া তোরা যে একেবারে নেহাত কুটুম্বিতে কত্তে বসিচিস্, একেবারে কি সব বেলা টুকু কাটয়ে আস্‌তে হয় গা, আমার কেশরী-কিশোরের বে তোরা কেমন করে নিশ্চিন্তি হয়ে রয়ে-চিস্ বল্ দেখি।

বিজ। ঠানদিদি তোমার ছেলে এখন কোথা গা।

রোহি। কেন লা।

বিজ। কেন একবার দেখ্‌বো না।

রোহি। আমরণ! আজ অবদিও দেখ্‌তে অবকাশটা হয় নি বুঝি। (দূরে কেশরীকিশোরকে দৃষ্টি করিয়া) ওলো ঐ দেখ আমার কেশরীকিশোর ঐ জাঁতি হাতে করে আস্‌চে।

সুল। ঠানদিদি! আমরি মরি দিব্বিটি, অমন সোনারচাঁদ ছেলেকে না দেখে কেমন করে বুক বেঁধে ছিলি।

রোহি। নেহাত কৈ মাগুরের মতন প্রাণ, তাই এখনো বেঁচে আছি।

সুল। ঠানদিদি! ও কথা আর বলিস নি, তুমি না বেঁচে থাকলে আজকের এ সুখ কে ভোগ কত্তো বল।

রোহি। তা বড় মিথ্যা নয়, এমন আনন্দের দিন কি আর হবে, এমন কি কাজ করেচি যে এ হারাধন আবার পেলুম, এ মনে ছিলো না যে বাপ্ কেশরীকিশোরকে আবার দেখ্‌তে পাব, বিধাতা অনুকুল হয়ে এ ১৭। ১৮ বৎসরের পর আবার মুখ তুলে চাইলেন।

সুল। ঠানদিদি! কি সোণারচাঁদ বৌ হবে, এমন বৌত কারুর হয় নি।

রোহি। ওলো এখন বাঁচনই, মূল, এখন জন্মাইস্ত্রি হয়ে পাঁচ পাতের ভাত খেয়ে বেঁচে থাক্‌লেই ভাল, তা নইলে সকলি বৃথা।

সুল। ঠানদিদি! তোমার এ শেষ দশার ছেলে, বৌ নিয়ে কিছু সুখ হবে।

রোহি। তা লো তোরই মুখের কথা যেন সত্যি হয়। বেটা হয়ে থাক্, গ্রাম্য দেবতাদের পূজোমেনে রেখেচি, সব পূজো দেবো, বাবাঠাকুর, ব্রহ্মময়ী এঁদের ষোড়শোপ-চারে পূজো দিতে হবে।

সুল। ঠান দিদি! তা দাও না দাও তাতে বেশী ক্ষেতি নেই, জোন কতক এয়োর মাতার সিঁদুর দে ভাল করে ষোড়শোপচারে খাইয়ে দিও।

রোহি। ছ্যা দিদি! ও কথা কি বল্‌তে আছে, এয়ো ত খাওয়া-

বই, ঠাকুর দেবতা আগে, তাঁদের পূজোর কথায় কি কোন কথা কইতে আছে দিদি? তোরা কেমন আজ কালের মেয়ে কিছুই মানিস না, কেবল আপনাদের খাওয়া পরাটি জানিস বৈত নয়।

সুল। ঠানদিদি! ও ছেলে মানুষ, ওর কথা কেন শোনো।

রোহি। যাগ ও সব কথা ছেড়ে দাও, সুলক্ষণা বরণ ডালাটা সাজানা দিদি, ওলো বিজয়া অধিবাসের ডালা খানা সাজা ভাই।

বিজ। (জল হস্তে) কৈ ঠানদিদি। অধিবাসের ডালার যব কোথা, এক ছড়া কলা চাই যে, কৈ নোড়াটা কই।

রোহি। ওলো আন্‌য়ে নে না লা, আমি তোদের পেচোনে আর কত ক্ষণ থাক্‌তে পারি বল, আমি এখন চল্লুম, আমায় আর কিছু বলো না, আমার মাতায় আগুণ জ্বলচে, ওলো সুলক্ষণা ও বাড়ীতে গে আগ্‌টা গড়্‌না দিদি, অমন বসে থাক্‌লে চল্‌বে না।

সুল। তবে ও বাড়ীতে যাই, (বিজয়ার প্রতি) ওলো বিজয়া! আয়লো।

রোহি। যাও দিদি যাও আমিও যাচ্চি।

[সুলক্ষণা ও বিজয়ার প্রস্থান।

পুরোহিতের প্রবেশ।

পুরো। কোথা গো মা কোথা।

রোহি। পুরুত মশায় আসুন। (নমস্কার)

পুরু। মা! পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র নিয়ে সুখে থাক। মা কাল সকাল সকাল আভ্যুতিকের জোগাড়টী যেন হয়, দশ দণ্ডের পর বার বেলা হবে। বারবেলার পূর্ব্বে বর নে বেরুতে হবে।

রোহি। পুরুত মশায় তা হবে তখন।

[সকলের প্রস্থান।

বহির্য্যবনিকা পতন।

দশম অঙ্ক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ রঙ্গস্থল।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি।)

বিবাহ সভা।

রাজা গজপতি রায়, রাজা কলধূত রায়, মন্ত্রী গুণশেখর রায়, পুরোহিত, ও বিলাসভুক্—আসীন।

বিলা। আমরি, মরি, বিবাহ সভার কি শোভা হয়েচে। এখনো কৈ বর দেখ্‌তে পাইনি, বরের বাবা দেখ্‌চি, যে আগে এসে বসে আছেন, ইচ্ছে হচ্ছে যে বরের আসনে একবার বসে মনের ক্ষোভটা মিট্‌য়ে নি। (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া-স্বগত) কার জন্যে আন্‌লুম্‌ বে কল্লে কে? যাই হোক এক জনের কাজে লেগে গেলো।

দুই জন ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।

গজ, কল, গুণ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসুন, বসুন।

ভট্টদ্বয়। (অঞ্জলি প্রসারণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ) জয়োস্তু।

গজ। পুরোহিত মশায় লগ্ন কত ক্ষণের সময় স্থির হয়েছে।

১ম ভট্ট। পুরোহিত মশায় ত দশ দণ্ডের পর লগ্ন স্থির করে-
চেন, (পুরোহিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে) আপনি কোন্
লগ্নে বিবাহ দিচ্চেন।

পুরো। মকর লগ্নই ত প্রসিদ্ধ, মকর লগ্নে বিবাহ দিচ্চি।

১ম ভট্ট। বলেন কি পুরোহিত মশায়। "সৌম্যেন্দ্রায় ষড়ষ্ট-
গৈর্নচভৃগৌ ষষ্ঠেকুজেচাষ্টমে" আজ্ অমাবস্যা যখন
শুক্র দশ দণ্ডের সময় মকরের ষষ্ঠ ভবনে রয়েচেন,
তখন ঐ দশ দণ্ডের পর কি রূপে বিবাহ দেবেন।

২য় ভট্ট। ওহে! শিরোমণি ভায়া একটু বাচালতা পরিত্যাগ
করুন। জ্যোতিষ সূত্রের দ্বিতীয় কল্পটা কি স্মরণ নেই।

১ম ভট্ট। কেন কি? বলই না।

২য় ভট্ট। "ষড়ষ্টগৈর্যান্ত ভৃগৌসাধ্বীনারী পতি-প্রিয়া।"
শুক্র মকরের ষষ্ঠ অংশে থাকিলে আর সেই লগ্নে
বিবাহ হলে নারী সাধ্বী ও পতি-প্রিয়া হয়।

১ম ভট্ট। ওহে বিদ্যালঙ্কার সব বোজা গেছে, একেবারে
উল্টো দেখ্‌চি যে, জ্যোতিষ সূত্রের দ্বিতীয় কল্পে যে
কি বলে তাকি তর্কালঙ্কারের হবিষ্যির সঙ্গে দিয়ে-
চেন নাকি?
"সপ্তাষ্টান্ত্যবহিঃ শুভৈঃ, ষড়ষ্টগৈর্যান্ত ভৃগো"
"ভবন্তিকুলটা নারী, সানারী পতি-প্রাণঘাতিকা"
বলিও বিদ্যালঙ্কার স্মরণ হয় কি?

২য় ভট্ট। ওহে ও শিরোমণি একি সম্ভব কথা যে মকরের
ষষ্ঠে ভৃগু থাকিলে নারী কূলটা ও পতিঘাতিনী হয়।

১ম ভট্ট। বিদ্যালঙ্কারের ভুঁড়িইসার দেখ্‌চি, বলি ও বিদ্যা-

লঙ্কার সম্ভব অসম্ভব রেখে দাও, শাস্ত্রে কি বলে তারই মীমাংসা কর।

পুরো। কেন এরত প্রমাণই রয়েচে যে কলিযুগে সম্ভব বিষয়েরই প্রথা থাকবে।

" নহি নহি অসম্ভাব্য নহিঃ কচ্চিৎকলৌযুগে "

২য় ভট্ট। কেমন হে শিরোমণি এখন ত বুজলে, আগ্ পাচ্ না ভেবে কি শর্ম্মা কথা কন।

১ম ভট্ট। যত দূর বিদ্যে সব টের পাওয়া গেছে, বিষ দাঁত ভেঙ্গে গেছে আর চক্র নাড়লে কি হবে?

বিলা। (স্বগত) আঃ জ্বালালে, এ ঠাকুর বাড়ীর বাঘের গাঁগায়ানি শব্দে ত আর টেঁকা ভার, কাণ ঝালাপালা করে তুললে, বিদ্যেত সব আমারি মতন, কি যে কবিতে আওড়ালেন, তার না আছে মাতা না আছে মুণ্ড।

২য় ভট্ট। (১ম ভট্টের প্রতি) শিরোমণি তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা এই সভা মধ্যে আমার অপমান টা কল্লে, আমি যদি যথার্থ ব্রাহ্মণ হই আর ত্রিসন্ধ্যা করে জলগ্রহণ করে থাকি তবে অষ্টাহের মধ্যে তোমার সর্ব্বনাশ হবে।

১ম ভট্ট। বিদ্যালঙ্কার অত রাগই করেন কেন, একটু স্থিরই হউন না।

বিলা। ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ একটু থামুন না, সমস্ত রাতই যদি ঝকড়া করবেন, তবে ফলারের উদ্যোগ কখন হবে, বেটা দিয়ে ফেলুন, বে না হলে জল স্পর্শ হওয়া ভার, নাও শীঘ্র শীঘ্র ল্যাজ গুড়য়ে নাও, নাড়ার চোটে খুলে গেছে।

২য় ভট্ট। বেল্লিক ল্যাজ কি বল্।

বিলা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনাদের ঊর্দ্ধ পুচ্ছ শিখা, আর পাকান কাচা গুলো খুলে গেছে তাই বল্‌চি।

২য় ভট্ট। (চক্ষু ঘূর্ণায়মান)

১ম ভট্ট। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, ওর কথা রেখে দিন এখন বিবাহের উদ্যোগ দেখুন, (মহারাজ গজপতি ও কলধূতের প্রতি) মহারাজ! ১৪ দণ্ডের পর লগ্ন স্থির হলো।

গজ ও কল। যথা আজ্ঞে।

২য় ভট্ট। (স্বগত) ব্যাটা আমাদের মত্ উল্টে দিলে হে, এত বড় অপমান, তা রাজবাটির বে, রাগ করে যেতে পারি না, পাওনাটা ফস্কালে দণ্ড লোক্‌সান, তা যাই হউক যাওয়া হবে না। পেটেখেলে পিটে সয়।

১ম ভট্ট। মহারাজ! বাজ্‌লো কত।

রাজা। রাত্রি ১১ টা প্রায় হলো।

১ম ভট্ট। (পুরোহিতের প্রতি) পুরোহিত মশায় সময় আগতপ্রায় বর আনয়নের উদ্যোগ করুন।

অরিষ্টকের প্রবেশ।

পুরো। অরিষ্টক!

অরি। আজ্ঞে।

পুরো। বিলাসভবন হতে শীঘ্র বর আনয়ন কর?

অরি। যে আজ্ঞে!

[অরিষ্টকের প্রস্থান।

নেপথ্যে বাদ্য মহা সমারোহ।

দুই জন দ্বারবান ও অরিষ্টকের সহিত বরের প্রবেশ।

নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি।

কেশ। (ভুমিষ্ট হইয়া সভাস্থ সকলকে নমস্কার ও বরাসনে উপবেশন)

পুরো। (দণ্ডায়মান হইয়া সভার প্রতি) সকলে অনুমতি দিন, অপর বাটীতে সম্প্রদানযোগ্য স্থান হয়েছে, সেই স্থানে লয়ে যাওয়া যাক। (মন্ত্রীর প্রতি) বরকর্ত্তা মহাশয় আপনি অনুমতি দিন, লগ্ন বহির্ভূত হয়ে যায়।

সকলে। আচ্ছা লয়ে যান।

[পুরোহিতের সহিত বরের প্রস্থান।

নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি।

[ও পরে সভাস্থ সকলের প্রস্থান।

দশম অঙ্ক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় রঙ্গস্থল।

(রাজান্তঃপুর।)

রাজা ও রাণী আসীন ও কুসুমকলিকা শয়ান।

রাজা। মহিষি! এ অসময়ে অন্তঃপুর প্রদেশে আবার কি প্রয়োজন।

রাণী। নাথ! আর (দীর্ঘনিশ্বাস) কি প্রয়োজন সম্মুখে দেখুন, আর কি সর্ব্বনাশ হয়েছে। (ক্রন্দন)

রাজা। প্রিয়ে আজ তোমার ক্রন্দনে আমার যে অন্তর বীদীর্ণ হচ্চে। কি হয়েচে, মা আমার শয়ান রয়েচেন কেন, মা কুসুমকলির আমার কি হয়েছে।

রাণী। আর হবে কি, হতভাগিনীর কপালে বিধাতা সুখ লেখেন নাই। একটা মেয়ে নে বেঁচে ছিলুম্ তাও বিধাতা সইতে পার্‌লেন না।

রাজা। কেন আমার কুসুমকলির আবার কি হলো, এইযে কাল মা আমার রত্নবেদীকে সাজ্‌ইয়ে দিলেন, রত্নবেদীর বে হলো বলে কতই আনন্দ প্রকাশ কল্লেন

এর মধ্যেই আবার কি হলো। (কুসুমকলির নিকট গমন) মা আমার অমন্ কচ্চো কেন, মা! কি হয়েচে বলই না, মা! আমি যে তোমার দুঃখীপিতা, মা! আজ তোমার অবস্থা দেখে, চতুর্দ্দিক শূন্যময় জ্ঞান হচ্চে, সংসার অসার বোধ হচ্চে। মা প্রাণ যে আর রক্ষা কত্তে পারি না, মা মহীসুর রাজ তনয়ের সহিত তোমার বিবাহ দেবো মনে করে বড়ই আনন্দে ছিলাম, হা বিধাতঃ এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে কি সুখ লেখো নাই। মা! একবার কথা কও, মা একবার পিতা বলে সম্বোধন কর, আর আমায় বাবা বলে এমন যে কেউ নেই (ক্রন্দন)

রাণী। আর যে বুক বাঁধতে পারিনা, প্রাণ যে ফেটে যায় মাগো, ওমা মা কুসুম মা আমার, আমায় ছেড়ে কি করে যাচ্চিস্ মা আমায় সঙ্গে করে নে মা। (কুসুম নিকট) মা! মা!

কুসু। (আস্তে আস্তে) মা! মা!

রাণী। কেন মা! মা আমার! কি বল্‌চো মা।

কুসু। মা! বাবা! বাবা আমার।

রাণী। (রাজার প্রতি) মহারাজ! কান্না পরিত্যাগ কর মা তোমায় ডাকচেন।

রাজা। (সোৎ কণ্ঠে মুখের নিকট মাতা বাড়াইয়া) কি বল্লে মা কুসুমকলি আমার কৈ কোথায় (কুসুম কলির নিকট) মা কেন মা।

কুসু। বাবা বাবা আমার শেষ দশা উপস্থিত, এ হতভাগিনীর জীবন লোভে সম্মুখে বিকট বদনে কাল দণ্ডায়মান

বাবা এ কুল কলঙ্কিনীর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, বাবা আমার জন্যে আর শোক করেন কেন?, এ পাপীয়সীর প্রাণ আর কিসের জন্যে, এ কাল ভুজঙ্গিনীর জীবন আর কেন? পিতঃ এই সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করে প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ পিতা ও মাতার ক্লেশের কারণ হলাম, আমায় যে কি দুস্তর নরক যাতনা ভোগ কত্তে হবে তা জানি না পিতঃ আমার সমূহ দোষের ক্ষমা করুন আমার প্রতি সদয় হউন।

রাজা। মা কুসুমকলি! কোথায় আজ বই কাল তোমার বিবাহ দোবো, না আমায় তোমার এই যাতনা দেখ্‌তে হলো, মা সত্য করে বল কি হয়েচে।

কুসু। আর বল্‌বো কি, আর এখন কিসেরই বা লজ্জা বাবা, আমার বিবাহ হয়েছে আমি মনে মনে যুবা কেশরীকিশোরকে পূর্ব্বে বরণ করেছিলাম, এখন তাঁহার সমক্ষে এ জীবন শেষ হলেই চরিতার্থ জ্ঞান করি। বাবা যুবা কেশরীকিশোরকে একবার বরণ করে আবার অন্য বরকে বরণ করতে হবে জান্তে পেরে আমি আত্মঘাতিনী হয়ে উৎকট নরকভাগিনী হলাম। বাবা আমি বিষ খেয়েছি।

রাজা। মা আমার তবে সত্য সত্য কি আমাদের ত্যাগ করে চল্লে, মা আর কাকে নে সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ কর্‌বো, মাগো, তোমার মনোবাসনা আমায় স্পষ্ট করে না বলে, মা বিষ খেলে কেন মা, আর তোমার দোষ দেবো কি আমারই অদৃষ্টের দোষ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ও

ক্রন্দনের সহিত দ্রুতবেগে) আর চিকিৎসার সময় নাই হা বিধাতঃ (এই বলে প্রস্থান)

রাণী। মহারাজ গেলেন কোথা।

[দ্রুতপদে রাণীর প্রস্থান।

রেবতী রত্নবেদিকা ও কেশরীকিশোরের প্রবেশ।

রেব। ভাই কুসুমকলিকে! সকল পরামর্শই আমার সঙ্গে হয়, এ সর্ব্বনাশ না বলে কয়ে কল্লে বন, কি কল্লে বল দেখি। রাজা ও রাণী পাগলের মত হয়ে ওঘরে পড়ে রয়েচেন, এ কাজ কি বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতীর ন্যায় হলো।

কুসু। ভাই রেবতী আর কিছু বলিস্‌নে, একবার রত্নবেদিকে আর কেশরীকিশোরকে ডেকে দে ভাই।

রেব। এই যে তাঁরা দুইজনেই তোমার পাশে দাঁড়ুয়ে রয়েচেন।

কুসু। (কেশরীকিশোরের প্রতি) নাথ! আর অধিক কথা কবার সামর্থ্য নাই। জীবীতনাথ এই গতজীবন অবস্থায় আপনার ঐ চরণযুগল বক্ষেঃ প্রদান করে আমার এই বিষাক্ত কলেবর সুশীতল করুন, নাথ! এসময় আর আমার লজ্জার আবশ্যক নাই। (চরণধারণে হস্ত প্রসারণ) নাথ! ও চরণ শীঘ্র শীঘ্র আমার বক্ষে ও মস্তকে প্রদান কর আমার জীবন শেষ প্রায়। নাথ! একবার সুমিষ্ট যথাযোগ্য সম্বোধন করে এই শেষ অবস্থায়

সুখী কর। ভাই কি কারণে তোমার প্রণয়ে অকস্মাৎ বদ্ধ হয়ে ছিলেম তা জানিনা স্ত্রীজাতির সহসা কাহাকে ভালবাসা উচিত নয় তারই এই ফলভোগ।

কেশ। (কাতর স্বরে) ধর্ম্মশীলে, পতিব্রতে তুমি যথার্থই পতিব্রতার উদাহরণ স্থল। তোমা সম সতী আর দ্বিতীয় দৃষ্টিগোচর হয় না। সতীর স্বর্গে বাস, স্বর্গই তোমার আবাসভুমি হবে সন্দেহ নাই, আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, তোমা সম পতিব্রতা রমনীর অকাল মরণের কারণ হলেম্। হায় আমি কি মহাপাতকী, আহা তুমি আমাকে কারামুক্ত করে কত যন্ত্রণা হতে উদ্ধার করেছ আজ আমার জন্যে তুমি প্রাণত্যাগ কল্লে! হা বিধাতঃ (ক্রন্দন)—সরলে পূর্ব্বে একথাটি প্রকাশ কল্লে ভাল হতো আর উপায় নাই (দীর্ঘ নিশ্বাস) রাজনন্দিনি! সংসারভাবনা দূর কর, অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই তোমার জীবন সেই পবিত্র নিত্যধামে নীত হবে অতএব এই সময়ে সেই স্থানের কর্ত্তা দেব দেবের চিন্তায় নিবিষ্টমনা হও, আর এ নরাধমের নাম করোনা তুমি অতি সরলা ও ধর্ম্মশীলা তোমার আর ভয় কি?

কুসু। নাথ! আর কিসের ভয় আপনার আশীর্ব্বাদে আমি অভয় হলেম্ আর যমের ভয় করি না, সখী রত্নবেদিকা এখন তোমার আশ্রয়ে সুখে থাক্‌লেই আমার সুখ।

রত্ন। (কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে) দিদি! আজ যে বুক ফেটে যাচ্চে বোন আজ তোমার অমন অবস্থা দেকে, যে প্রাণের

ভেতর কেমন কচ্চে ভাই। দিদি আমি কেন মলুম্ না, দিদি একেবারে বিষ খেলে কেন বোন্, বিষ না খেলেত দুজনে এক সঙ্গে থাকতেম্, (কুসুমকলিকার শয্যাকণ্টক) দিদি অমন ছট ফট কচ্চিস্ কেন গা; দিদি অমন্ করিস্ কেন।

কুসু। আর অমন্ করিস্ কেন, একবার শীঘ্র মাকে আর বাবাকে ডেকে আন্, আমার শেষ উপস্থিত।

রত্ন। দিদি বলিস্ কি, আর যে আমি যেতে পারি না, দিদি দিদি কুসুমকলিকে। (ক্রন্দন)

হঠাৎ রাণী ও রাজার প্রবেশ।

কুসু। (ক্ষীণস্বরে) বাবা! বাবা! মা মা মাগো, বিদায় দিন্ বাবা আপনার পা আমার মস্তকে প্রদান মা আপনার শ্রীচরণ আমার মস্তকে প্রদান করুন অজ্ঞানে কতই অপরাধ করেচি আজ সে সকলের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। অজ্ঞাতসারে এই বিষম কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছিলাম তাহার যথেষ্ট প্রতিফল পেলাম এখন আপনারা মুক্ত কর্‌লেই মুক্ত হই (স্বর বদ্ধ) বা—ব—ম—(চক্ষু উত্তোলন ও মুহুঃ মুহুঃ দ্রুত নিশ্বাস ও শ্বাস এবং মৃত্যু)।

রত্ন। একি! দিদিইই (মূর্চ্ছা)

রাণী। কুসুম আমার——(মূর্চ্ছা)

রাজা। ওগো সব গেল গো (দ্রুতবেগে পলায়ন)

কেশ। রাণীর মুখে জল প্রদান ও রাণীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ।

রাণী। বাবা আমার কুসুম কোথা বাবা, মা আমার।

রেব। (রত্নবেদিকার মুখে জল প্রদান ও মূর্চ্ছাভঙ্গ)

কেশ। ওগো রেবতী মহারাণীকে অন্য ঘরে লয়ে যাও আর এখানে রাখা কর্ত্তব্য নয়।

[রেবতীর সহিত রাণীর অন্য গৃহে প্রস্থান।

কেশ। (রত্নবেদিকার প্রতি) প্রিয়ে আর শোক কর্‌লে কি হবে বল, শোক সম্বরণ কর, আর প্রিয়ে তুমি শীঘ্র মহারাণীর কাছে গে তাঁকে সান্ত্বনা কর আমি কুসুমকলিকার শেষ কার্য্যের উপায় দেখি।

রত্ন। আর সান্ত্বনা নাথ!

[বলিয়াই রত্নবেদিকার প্রস্থান।

বহির্যবনিকা পতন।

একাদশ অঙ্ক।

চতুর্থ রঙ্গস্থল।

রাজসভা।

রাজা গজপতিরায়, রাজা কলধূতরায়, রাজমন্ত্রি গুণশেখররায়,
যুবা কেশরীকিশোর, বিলাসভূক্, গুর্জ্জর রাজ,
সেনানীবীররেণু, কর্ণাটরাজ সেনানী
কীর্ত্তিশেষ, রাজপুরোহিত,
ও রাজ প্রজাগণ
উপস্থিত।

রাজা গজ। হে সভাস্থ জনগণ! হে প্রজা গণ! আমি মোহ বশতঃ এতাবত্কাল সত্য পথ বহির্ভূত হইয়া অলীক বিষয় চিন্তায় অভিভূত ছিলাম, আমি রাজ অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছিলাম, জগতের সার জগতের আধার জগত্পিতায় বিস্মৃত হয়ে সংসার মায়ায় মুগ্ধ ছিলাম, নানা প্রকার পাপ পঙ্কে পতিত হয়ে স্রষ্টা, আশ্রয়দাতা, পরমপিতাকে এক বারও মনে করি নাই। আমার পাপের শেষ নাই, আমার মুক্তির আর কোন উপায় নাই। জীবনের সার ভাগ আমি তুচ্ছ ইন্দ্রিয় সেবায় ক্ষয় করেছি। আমার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, আমি অবশিষ্ট জীবন সেই দেবদেবের চিন্তায় অতিবাহিত করবো মনে করেছি, আমি সংসা-

রের সুখ সমস্ত ভোগ করেছি। দুঃখেরও একশেষ হয়েছে আমি এতকাল অজ্ঞান নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, এখন জাগরিত হয়েছি, সংসারে আর কোন সুখই দেখ্‌তে পাই না। সংসার আমার পক্ষে অতি ভয়ানক অন্ধকারময় অরণ্য বোধ হচ্চে। এতদিনে বুঝ্‌লাম্‌ এই সংসারে ধর্ম্মই সকল সুখের আকর। দারা পুত্র কিছুতেই সুখ নাই। সুখ কেবল একমাত্র জগৎপিতার সাক্ষাৎকার লাভেই আছে। সভ্যগণ! আজ অবধি আমি এই রাজ্য পরিত্যাগ করে বন গমন পূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন পরমপিতার ধ্যানে অতিবাহিত করবো স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েছি।

গুণ। মহারাজ সেকি! এ বৈরাগ্য কেন, আপনি রাজত্ব করুন আপনার রাজত্বে প্রজাগণ পরম সুখে আছে, আপনি রাজ্য পরিত্যাগ করলে আমরা আর কি সুখে রাজ্যে বাস করবো, মহারাজ বনে ঈশ্বর সেবা কিরূপে হবে। বনে বিষম কষ্ট আপনার সে কষ্ট সহ্য করা কঠিন হবে আর ঈশ্বরের এরূপ অভিপ্রায় কোন ক্রমেই নয়, যে মানবগণ বন গমন পূর্ব্বক তাঁহার ধ্যানে রত থাক্‌বে। সংসারে থেকে তাঁর সেবা অর্থাৎ তাঁহার উপাসনা ও কর্ত্তব্য সাধন কর্‌বে ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত, অতএব মহারাজ বন গমন আশা পরিত্যাগ করুন। ধর্ম্ম অরণ্যে নেই, ধর্ম্ম পর্ব্বতে নেই, ধর্ম্ম সমুদ্র গর্ভে নেই, ধর্ম্ম কেবল মনে; যে স্থানে থাকা যায় সেই খানেই মনঃ সংযম করলেই ধর্ম্ম লাভ

করতে পারা যায় ধর্ম্ম মানবগণের সাধারণ ধন, সমস্ত কার্য্যে তাঁকে স্মরণ করে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করাই ধর্ম্ম।

গজ। বন্ধুবর! যাহা বলিলে সকলি সত্য,। কিন্তু বহুকালাবধি সংসার সম্ভোগ করে আর সংসারে থাকতে বাসনা নাই সংসারে থেকে আমার মনের আর স্থৈর্য্য হবার কোন উপায় নাই। বনে আমি পরম সুখে থাকব। সংসার আমার পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করেছে আমার এ সংসারে আর প্রয়োজন নাই। এ রাজ্যে আমার কোন অধিকার নাই বন্ধুবর এ রাজ্য তোমারই, আমার পিতা এ রাজ্য তোমার পিতার নিকট হতে অপহরণ করেছিলেন অতএব এরাজ্য পুনরায় আমি তোমার পুত্রকে অর্পণ করতেছি, হে প্রজাগণ! হে কোকনরাজ! হে সভ্যগণ! এই রাজ্যের যথার্থ অধিকারী রায় গুণশেখর তাঁহার তনয় রায় কেশরিকিশোর; এজন্য আমি তাঁদেরি হস্তে রাজ্য অর্পণ করতেছি তোমরা তাতে সম্মতি দাও; আমি কল্য প্রত্যূষে বনগমন করবো স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েছি। ইচ্ছা করি যে কোন প্রকারে অসম্মত না হও। ও আপত্তি না কর।

প্রজা। মহারাজ! আপনার রাজত্বে আমরা পরম সুখে বাস করতেছিলাম তজ্জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেছি। আর বর্ত্তমান বিষয়ে আমারা আর কি বলব মহারাজের মতের বিপরীত কথা কিরূপে বলবো।

রাজা। প্রজাগণ! ঈশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা করি যেন রায় কেশরী কিশোরের রাজ্যে তোমরা পরম সুখে থাক।

সভাভঙ্গ।

যবনিকাপাত।

সম্পূর্ণ।